NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ পুরীর রথযাত্রার সাথে জুড়ে রাঘবের ঝালির ঐতিহ্যময় ইতিহাস

অজয় নদের ওপর স্থায়ী সেতু নির্মাণের কাজ প্রায় শেষের পথে ৬

কলকাতা ৩ জুলাই ২০২৪ ১৮ আষাঢ় ১৪৩১ বুধবার অষ্টাদশ বর্ষ ২৪ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 3.7.2024, Vol.18, Issue No. 24 8 Pages, Price 3.00

হাথরাসে মৃত্যুমিছিল

সর্বনাশা ‘সৎসঙ্গে’পদপিষ্ট হয়ে মৃত অন্তত ৮৭ জন

ক্ষতিপূরণের ঘোষণা মোদির, রাষ্ট্রপতি, মমতা, রাহুলদের শোক

হাথরস, ২ জুলাই: খবরের শিরোনামে আবারও সেই হাথরাস। ধর্মীয় অনুষ্ঠানে মৃত্যুমিছিল! উত্তরপ্রদেশের হাথরাসে ভিড়ের চাপে কমপক্ষে ৮৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন ১০০ জনের বেশি ভক্ত। পদপিষ্টের ঘটনায় গোটা দেশ স্তম্ভিত। তার সঙ্গে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। জানা গিয়েছে, অনুষ্ঠান শেষ হতেই হুড়োহুড়ি শুরু হয়। তখনই দুর্ঘটনা ঘটে। পদপিষ্ট হন অসংখ্য মানুষ। আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেছে স্থানীয় প্রশাসন। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা। ভিড়ের চাপে প্রাণ হারিয়েছেন বেশিরভাগ মহিলা ও শিশুরাই। ২০২০ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর যে হাথরাসের এক দলিত কিশোরীর গণধর্ষণের ঘটনায় উত্তাল হয়েছিল গোটা দেশ। মঙ্গলবার সেই হাথরাসের রতিভানপুরে শিবপুজোর সৎসঙ্গ অনুষ্ঠান ছিল। যেখানে যোগ দিয়েছিলেন শয়ে শয়ে ভক্ত। অনুষ্ঠান শেষে হঠাৎই বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়েছিল। হুড়োহুড়ির মধ্যে অনুষ্ঠানস্থল থেকে বেরনোর চেষ্টা করেন অনেকে। তখনই ভিড়ের চাপে পদপিষ্ট বহু মানুষ। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ৮৭ জনের। যদিও জেলাশাসক আশিস কুমার জানিয়েছেন, তাঁর কাছে এখনও পর্যন্ত ৫০ থেকে ৬০ জনের মৃত্যুর খবর রয়েছে। মৃতদের মধ্যে মহিলা এবং শিশুরাও রয়েছেন। তবে মৃতের সংখ্যা বাড়তে পারে বলেই আশঙ্কা প্রশাসনের। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, হাথরাসের মুঘলাগড়ি গ্রামে এক স্থানীয় ধর্মগুরুর ‘সৎসঙ্গ’ বা ভক্ত সমাবেশে দুর্ঘটনা ঘটেছে। কীভাবে এমনটা ঘটল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

নয়াদিল্লি, ২ জুলাই: হাথরসের ঘটনায় মৃতদের পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় ত্রাণ তহবিল থেকে এই টাকা দেওয়া হবে।

উত্তরপ্রদেশের হাথরসে এক ধর্মীয় অনুষ্ঠানে মঙ্গলবার পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে অন্তত ৮৭ জনের। সংসদে ভাষণ দেওয়ার সময় বিষয়টি জানতে পারেন প্রধানমন্ত্রী মোদি।

তার পরেই তিনি বক্তৃতা থামিয়ে শোকপ্রকাশ করেন। তার পরেই এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করে ওই ঘটনায় ক্ষতিপূরণের কথা ঘোষণা করেছে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর। হাথরসের ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি, উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ।

মঙ্গলবার লোকসভায় জবাবি ভাষণ দিচ্ছিলেন প্রধানমন্ত্রী। তার মাঝেই বিষয়টি জানতে পেরে ভাষণ থামিয়ে তিনি শোকপ্রকাশ করেন। সব রকমের সাহায্যের আশ্বাস দেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী জানান, রাজ্য সরকার উদ্ধারকাজ করছে। এর পরে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর এক্স হ্যান্ডলে লিখেছে, ‘হাথরসের ঘটনায় মৃতদের পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় ত্রাণ তহবিল থেকে এই টাকা দেওয়া হবে। আহতদের ৫০ হাজার টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।’

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু এক্সে লিখেছেন, ‘হাথরসে মহিলা এবং শিশু-সহ বহু মানুষের মৃত্যুর খবর দুঃখজনক। যাঁরা নিজের পরিজনকে হারিয়েছেন, তাঁদের সমবেদনা জানাই। আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।’

বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতাও শোকপ্রকাশ করেন। তিনি এক্সে লিখেছেন, ‘উত্তরপ্রদেশের হাথরসে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যুর খবর শুনলাম। তাঁদের পরিবারকে সমবেদনা জানাই।’

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এক্সে জানিয়েছেন, এই খবর শুনে তাঁর মন ব্যথিত। স্থানীয় প্রশাসন উদ্ধারকাজে নেমেছে। মৃতদের পরিবারকে সমবেদনা জানিয়েছেন শাহ। আহতদের দ্রুত আরোগ্যও কামনা করেছেন।

লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুলও শোকপ্রকাশ করেছেন এই ঘটনায়। তিনি জানিয়েছেন, এই ঘটনা খুবই দুঃখজনক। মৃতদের পরিজনকে সমবেদনা জানিয়েছেন রাহুল। এক্সে তিনি লিখেছেন, ‘সরকার এবং প্রশাসনের কাছে অনুরোধ, আহতদের যেন সব রকমের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। মৃতদের পরিবারকে সাহায্য করা হোক। ইন্ডিয়ার সকল কর্মকর্তাকে অনুরোধ, তাঁরা যেন উদ্ধারকাজে সাহায্য করেন।’

এক্সে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী আদিত্যনাথ জানিয়েছেন, আহতদের যুদ্ধকালীন তৎপরতায় হাসপাতালে ভর্তি এবং চিকিৎসা করানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর কী কী পদক্ষেপ করা হয়েছে, তা-ও জানিয়েছেন তিনি। রাজ্যের মন্ত্রী লক্ষ্মীনারায়ণ চৌধুরী, সন্দীপ সিং, মুখ্যসচিব এবং পুলিশের ডিজি ঘটনাস্থলে পৌঁছন।

তিনি লিখেছেন, ‘প্রভু শ্রীরামের কাছে প্রার্থনা, মৃতদের আত্মাকে তিনি যেন নিজের চরণে স্থান দেন, আহতদের শীঘ্রই সুস্থ করে দিন।’

গণপিটুনির ঘটনায় জিরো টলারেন্স নীতি নিল রাজ্য

মৃতের পরিবারকে চাকরি ও ক্ষতিপূরণের ঘোষণা নবান্নর

নিজস্ব প্রতিবেদন: সাম্প্রতিককালে রাজ্যে একের পর এক গণপিটুনির ঘটনা ঘটায় এবার কড়া হাতে হাল ধরছে রাজ্যে সরকার। এব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করে পুলিশকে জিরো টলারেন্স নীতি নিতে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার এডিজি আইনশৃঙ্খলা-সহ পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে পুলিশকে আরও নজরদারি বাড়ানোর পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। সূত্রের খবর, এদিনের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী প্রশ্ন তোলেন, কেন অভিযোগ পাওয়ার পরেও পুলিশ বসে থাকবে। একইসঙ্গে মৃতদের পরিবারের একজন সদস্যকে স্পেশ্যাল হোমগার্ডের চাকরি এবং পরিবার পিছু ২ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি।

মঙ্গলবার নবান্নে সাংবাদিক বৈঠক থেকে এব্যাপারে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখ্য উপদেষ্টা আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং এডিজি আইনশৃঙ্খলা মনোজ ভার্মা। এদিন নবান্নে সাংবাদিক সম্মেলনে আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, ‘সাম্প্রতিক কয়েকটি ঘটনার কথা রাজ্য সরকারের গোচরে এসেছে। এই সূত্রে পুলিশ কর্তৃপক্ষকে সর্বাধিক সতর্কতা বজায় রাখতে বলা হয়েছে এবং কড়া আইনানুগ পদক্ষেপ নিতে বলা হয়েছে। মানুষকেও জাগ্রত ও সতর্ক থাকতে হবে। ঘটনাগুলি দুঃখজনক। এই সকল ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারগুলির জন্য কোনও ক্ষতিপূরণই যথেষ্ট নয়। তথাপি, অর্থনৈতিক সহায়তার লক্ষ্যে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারগুলিতে নিকট আত্মীয়কে একটি করে স্পেশ্যাল হোম গার্ডের চাকরি দেওয়া হবে। এছাড়া পরিবার পিছু দু-লক্ষ টাকা অর্থনৈতিক ক্ষতিপূরণও দেওয়া হবে।’

এডিজি আইনশৃঙ্খলা মনোজ ভার্মা বলেন, ‘জনগণকে বলব, হাতে আইন তুলে নেবেন না। কোথাও কোনও সমস্যা থাকলে পুলিশকে জানান। কিন্তু তা না করে হাতে আইন তুলে নিলে আমরা বরদাস্ত করব না।’ প্রশাসনের শীর্ষ মহলের তরফে এদিনের সাংবাদিক বৈঠক থেকে মানুষকে আইন মেনে চলার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে পুলিশকে নজরদারি ও জনসংযোগ বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে।

উল্লেখ্য, রাজ্যে গত কয়েকদিনে একাধিক ব্যক্তি নিছক সন্দেহের বশে গণপিটুনিতে মারা গিয়েছেন। এদের অধিকাংশেরই বয়স খুবই কম। মর্মান্তিক ওই সব ঘটনায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তাঁদের হয় চোর অথবা ছেলেধরা সন্দেহে মারধর করা হয়েছে। অথচ পরে দেখা গিয়েছে, যে সন্দেহ বা অপবাদে এই সব গণপিটুনির ঘটনা ঘটেছে তার সঙ্গে বিন্দুমাত্র যোগ নেই মৃত ব্যক্তিদের। শুধু গুজব, সন্দেহ এবং ব্যক্তিগত আক্রোশের জায়গা থেকে মর্মান্তিকভাবে তাঁদের পিটিয়ে মারা হয়েছে। আর সেই সব মৃত্যুর ঘটনায় মৃতদের পরিবার শুধু মানসিকভাবেই ধাক্কা খায়নি, ধাক্কা খেয়েছে অর্থনৈতিকভাবেও। কেননা অনেকেই ছিলেন নিজ পরিবারের একমাত্র রোজগেরে সদস্য। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে রাজ্য সরকারের এদিনের সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ।

তৃণমূল কংগ্রেস শোকজ করল বিধায়ক হামিদুলকে

নিজস্ব প্রতিবেদন: চোপড়ার ঘটনায় এ বার স্থানীয় তৃণমূল বিধায়ক হামিদুল রহমানকে শোকজ করলেন উত্তর দিনাজপুর জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব। তৃণমূল সূত্রে খবর, দলের এক শীর্ষনেতার নির্দেশেই চোপড়ার বিধায়ককে শোকজের চিঠি পাঠানো হয়েছে। এমনকি, কী মর্মে চিঠি পাঠাতে হবে তা-ও বলে দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার উত্তর দিনাজপুরের তৃণমূল জেলা সভাপতি কানাইলাল আগরওয়াল, হামিদুলকে শোকজের চিঠি পাঠিয়েছেন। জানা গিয়েছে, শোকজ নোটিসের জবাব দেওয়ার জন্য হামিদুলকে সাত দিন সময় দেওয়া হয়েছে। হামিদুল জবাব দিলে তা রাজ্য নেতৃত্বকে পাঠাবেন জেলা সভাপতি। হামিদুলকে নিয়ে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেবেন রাজ্য নেতৃত্বই। সূত্রের খবর, চোপড়ায় যুগলকে গণপিটুনির ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পর হামিদুল যে মন্তব্য করেছিলেন তার ব্যাখ্যাও চাওয়া হয়েছে। তবে শোকজ সম্পর্কে জানতে হামিদুলের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। তিনি বলেন, ‘আমি এখনও চিঠি পাইনি। দলের চিঠি হাতে পেলে অবশ্যই তার জবাব দেব।’

খারাপ রাস্তার হাল ফেরাতে জিআইএস ম্যাপিং

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের একাধিক জেলায় রাস্তার খারাপ হাল নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ক্ষোভ প্রকাশ করার পর রাজ্য সরকার সমস্ত রাস্তার আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর সমীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই সমীক্ষা পর্বে জিআইএস ম্যাপিং-এর মাধ্যমে গ্রামীণ এলাকা-সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার বর্তমান পরিস্থিতি বিস্তারিত তথ্য-সহ তথ্য ভান্ডার তৈরি করা হবে। কোথাও নতুন রাস্তার প্রয়োজন আছে কি না, কোথায় কোথায় মেরামতির প্রয়োজন রয়েছে, কোন রাস্তা কতদিন আগে তৈরি বা মেরামত করা হয়েছিল সে সম্পর্কে সমস্ত তথ্য সেখানে থাকবে। কোনও রাস্তা তৈরির পাঁচবছরের মধ্যে খারাপ হয়ে গেলে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারকে খুঁজে বের করে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। নির্বাচনের কয়েকমাস আগেই ‘পথশ্রী’ প্রকল্পের আওতায় রাজ্যে ১২ হাজার কিমি রাস্তা তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। তারই সঙ্গে নতুন করে এই সমীক্ষার কাজও চলবে।

জবাবি ভাষণে স্লোগানের মধ্যেই বিরোধীদের কটাক্ষ প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২ জুলাই: অষ্টাদশ লোকসভায় প্রথমবার ভাষণ দিতে উঠেই পদে পদে হোঁচট খেতে হল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে। রাষ্ট্রপতিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বলতে উঠতেই বিরোধী শিবির থেকে স্লোগান ওঠা শুরু হয়। ‘মণিপুর-মণিপুর’, ‘তানাশাহি নেহি চলেগি’র মতো স্লোগান শোনা যায় বিরোধী সাংসদদের মুখে। সেই সব স্লোগান উপেক্ষা করেই ভাষণ দিতে থাকেন মোদি।

বিরোধীদের সেই হট্টগোলের মধ্যেই রাষ্ট্রপতিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন প্রধানমন্ত্রী। মোদি মূলত তোষণ এবং দুর্নীতি ইস্যুতে ঘুরিয়ে বিরোধীদের কটাক্ষ করেন। একই সঙ্গে গত দুদিন বিরোধী সাংসদরা যে আচরণ করেছেন, ঘুরিয়ে সেটারও নিন্দা করেন প্রধানমন্ত্রী। মোদি বলেন, ‘বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র আমাদের তৃতীয়বারের জন্য নির্বাচিত করেছে। ওদের নয়। আমরা বিকশিত ভারতের সংকল্প নিয়ে মানুষের কাছে গিয়েছিলাম। দেশের মানুষ বিবেচনা করেই আমাদের ফের ক্ষমতায় এনেছেন। অনেকে হাজার অপপ্রচার করে, মিথ্যা ছড়িয়েও পরাজিত হয়েছে। তাই কষ্ট হচ্ছে।’

মোদি এদিন বলেন, ‘আমরা সবসময় দেশকে এগিয়ে রাখি। সুশাসনকে এগিয়ে রাখি। আমাদের টার্গেটই হচ্ছে দেশকে এগিয়ে রাখা। গত ১০ বছরে আমাদের সব কাজ দেশকে প্রাধান্য দিয়েই।’ প্রধানমন্ত্রীর দাবি, তাঁর সরকার গত ১০ বছর লাগাতার সবকা সাথ- সবকা বিকাশের চিন্তাধারা নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। বিরোধীদের নিশানা করে মোদি এদিন বলেন, ‘আমরা তুষ্টিকরণে নই, সন্তুষ্টিতে বিশ্বাসী।’ এর পর গত ১০ বছরে নিজের সরকারের একাধিক সাফল্য তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। এদিকে তখনও সমানে চলছে বিরোধীদের স্লোগান। বাধ্য হয়ে একাধিকবার ভাষণ থামাতেও হয় প্রধানমন্ত্রীকে। বিরক্তির সুরে প্রধানমন্ত্রীকে বলতে শোনা গেল, ‘মানুষ কংগ্রেসকেও জনাদেশ দিয়েছে। সেটা বিরোধী আসনে বসে থাকার। আপনারা এখানেই বসে থাকুন।’

বিরোধীদের যাবতীয় হট্টগোলের মধ্যেই আগামী দিনের স্বপ্ন দেখান। প্রধানমন্ত্রী দাবি করেন, এই সরকারের আমলে দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে দেশ। দ্রুত দেশ বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ হবে। ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারতকে ‘বিকশিত ভারত’ হিসাবে গড়ে তোলার স্বপ্নপুরণে বদ্ধপরিকর তাঁর সরকার।

মোদির নিশানায় রাহুল

নয়াদিল্লি, ২ জুলাই: লোকসভা নির্বাচনের পর সংসদে প্রথমবার ভাষণ দিতে গিয়ে নরেন্দ্র মোদি তথা বিজেপিকে তীব্র কটাক্ষ করেছেন কংগ্রেস সাংসদ তথা বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। শিবের ছবি হাতে নিশানা করেছেন বিজেপিকে। সোমবার রাহুলের ভাষণ চলাকালীনই তীব্র বিরোধিতা করে বিজেপি। একে উঠে দাঁড়িয়ে রাহুলের মন্তব্যের বিরোধিতা করেন নরেন্দ্র মোদি, অমিত শাহ-সহ বিজেপির একাধিক মন্ত্রী। এবার রাহুলের সেই ভাষণকে ‘বালকবুদ্ধির প্রলাপ’ বলে কটাক্ষ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। নাম না করেই মঙ্গলবার রাহুলকে নিশানা করেন তিনি। আক্রমণ শানাতে গিয়ে গল্প বলার ধরনে বলেন, ‘এক শিশু স্কুল থেকে এসে সজোরে কাঁদছে। তার মা’ও ভয় পেয়ে যাচ্ছে। শিশু বলছে, স্কুলে আমাকে মেরেছে। এ মেরেছেখও মেরেছে। কিন্তু বলছে না যে সেই শিশু নিজে কী কী অন্যায় করেছে।’ এ কথা বলেই প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘গতকাল বাচ্চার মতো আচরণ দেখেছি সংসদে। বালকবুদ্ধির বিলাপ চলছিল।’ নাম না করে মোদি আবারও বলেন, ‘বালকবুদ্ধিতে ব্যবহার কীভাবে করতে হয় জানে না, কথাও বলতে জানে না। সীমা ছাড়িয়ে যায়।’ মোদি বলেন, ‘কংগ্রেস মিথ্যা কথাকে রাজনীতির হাতিয়ার বানিয়েছে। মুখ খুললেই মিথ্যা কথা। আর এই মিথ্যা কথায় সংসদের গরিমা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। এটা দেশের অপমান।’

গণপিটুনির ঘটনায় আইন

নিজস্ব প্রতিবেদন: গণপিটুনির ঘটনা আটকাতে রাজ্য সরকারের প্রস্তাবিত কঠোর আইনটি পাশ হলে সাম্প্রতিককালে ঘটা এ ধরণের অনেক ঘটনা আটকানো যেত বলে রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন। বিধানসভা ভবনে মঙ্গলবার সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপচারিতার সময় অধ্যক্ষ বলেন, এই ধরনের ঘটনা আটকাতে কঠোর আইনের প্রয়োজনীয়তা কেন্দ্রীয় সরকার এখন অনুভব করছে। কিন্তু এ রাজ্যের সরকার আগেই সে ব্যাপারে তৎপর হয়েছিল। তাই ২০১৯ সালে বিধানসভায় গণপিটুনির রুখতে বিল পাশ করানো হয়। অথচ দুর্ভাগ্যজনকভাবে সেই বিল গত পাঁচ বছর ধরে রাজভবনে পড়ে আছে। রাজ্যপালের তরফে একাধিকবার তলব করা ব্যাখ্যার জবাব দেওয়ার পরেও ওই বিল আটকে রাখা হয়েছে।’

মুখ্যমন্ত্রী মমতার বিরুদ্ধে এবার মানহানির মামলা রাজ্যপালের

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্টে মানহানির মামলা করলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। বুধবারই সেই মামলার শুনানি হতে পারে। বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের এজলাসে মামলাটি ওঠার কথা।

রাজ্যপাল যে ওই মামলাটি করছেন, তা আগেই জানা গিয়েছিল রাজভবন সূত্রে। মঙ্গলবার শিলিগুড়িতে এসে রাজ্যপাল নিজেও জানান, মামলাটি দায়ের হয়ে গিয়েছে। এ ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে হুঁশিয়ারিও দেন তিনি। রাজ্যপাল বলেন, ‘কেউ যদি আমার সম্মান নষ্ট করার চেষ্টা করেন, তবে তিনি যিনিই হোন, তাঁকে ভুগতে হবে।’ পরে রাজ্যপালকে এ ব্যাপারে বিশদে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, ‘মুখ্যমন্ত্রী আমার সাংবিধানিক সাথী। আমি সেই হিসাবেই তাঁকে মর্যাদা দিই। কিন্তু আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তোলা হয়েছে, তা নিয়ে মানহানির মামলা দায়ের হয়েছে। বাকিটা আদালত বিচার করবে।’ সম্প্রতি নবান্নের একটি সরকারি বৈঠক থেকে রাজ্যপালকে

আক্রমণ করেছিলেন মমতা। রাজ্যের দুই হবু বিধায়কের শপথগ্রহণ নিয়ে রাজভবনের সঙ্গে বিধানসভা ভবনের যে টানাপড়েন চলছে, সে ব্যাপারে মমতা বলেছিলেন, ‘রাজভবনেই কেন যেতে হবে? কেন উনি বিধানসভায় আসবেন না? রাজভবনে যা কীর্তিকলাপ চলছে, সেখানে যেতে মেয়েরা ভয় পাচ্ছে বলে তারা অভিযোগ করেছে আমার কাছে।’ প্রসঙ্গত, যে দুই হবু বিধায়কের শপথগ্রহণ নিয়ে টানাপড়েন চলছে, তাঁদের এক জন মহিলা। তিনি তৃণমূলের সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। সায়ন্তিকা এক জন অভিনেত্রীও বটে।

মুখ্যমন্ত্রী মমতার ওই মন্তব্যের জবাব আসে রাজভবন থেকে। রাজ্যপাল জানান, তিনি এক জন প্রশাসনিক প্রধানের কাছ থেকে এমন বিভ্রান্তিকর এবং রাজভবনের মর্যাদাহানিকর মন্তব্য শুনবেন বলে আশা করেননি। তার পরেই রাজভবন সূত্রে জানা যায়, রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করার পথে হাঁটছেন। যে মামলাটি মঙ্গলবার হাইকোর্টে দায়ের করা হয়েছে। মঙ্গলবারই রাজ্যপাল জানিয়েছেন, তাঁর সম্মানহানির বিচারের জন্য আদালতের উপরেই তিনি আস্থা রাখছেন।

রাজ্যে কৃষি পর্যালোচনা বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে প্রাকৃতিক ভাবে কৃষি উৎপাদন বাড়াতে পরম্পরাগত কৃষি বিকাশ যোজনা-সহ জৈব চাষের নানা কর্মসূচিতে আরও গতি আনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার এই বিষয় নিয়ে নবান্নে এক পর্যালোচনা বৈঠক করেন

রাজ্যের কৃষি মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিভাগীয় প্রধান সচিব ওঙ্কার সিং মীনা, কৃষি অধিকর্তা-সহ ব্লক স্তরের কৃষি আধিকারিকরা। জেলা ও ব্লকের আধিকারিকরা ভার্চুয়াল মাধ্যমে যোগ দেন এই বৈঠকে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

বিজ্ঞপ্তি

আমি শ্রী বিশ্বজিৎ কর্মকার, পিতা- মৃত অজিত কর্মকার, সাং ও পোঃ- জাহাঙ্গীরপুর, থানা- কোতয়ালী, পিন- ৭৪১১০৩, অধীন ৯২ নং কৃষ্ণনগর মৌজার সাবেক খতিয়ানভুক্ত আর.এস- ৪৫৪৪ নং, এল.আর-৪৯৯৪৪ নং আর.এস- ২৩৬৭ নং এল.আর-৪০১৭ নং দাগের ৭.৬৯ শতক সম্পত্তি গত ইং ১৯/০৬/২০২৩ তারিখে কৃষ্ণনগর D.S.R অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত IV নং বহির ১৩০১-২০২৩ নং ভালুমের ৩২৫৬ নং পাতা হইতে ৩২৬৬ নম্বর পাতায় লিপিবদ্ধকৃত আমোক্তার দলিল নম্বর ১০৯ বলে মূল মালিক ১) শ্রীমতী ছন্দা সাহা, স্বামী-শ্রী বিবেকানন্দ সাহা, ২) অবিনাশ সাহা, পিতা-শ্রী বিবেকানন্দ সাহা উভয়ের সাং-ঘোষ লেন, রায়পাড়া, পোঃ- কৃষ্ণনগর, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১১০১, মহাশয়া ও মহাশয়ারদ্বারা আমমোক্তার নিযুক্ত হইয়াছেন। অত্র সম্পত্তি কৃষ্ণনগর পৌরসভার ১৩ নং ওয়ার্ডের কে.এন রায় লেন স্থিত ৩৪ নং হোল্ডিংভুক্ত সম্পত্তি হইতেছে। এমতবস্থায় আমি শ্রী বিশ্বজিৎ কর্মকার উপর বর্ণিত সম্পত্তি ৩.৫৬৫ শতক জমি শ্রী বিশ্বজিৎ সাধুখাঁ, সাং-ঢাকুরিয়া, পোঃ-চিত্রশালী, থানা-হাঁসখালী, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১১৫১ মহাশয়ের নিকট বিক্রয় করিয়াছি গত ইং ২১/০৯/২৩ তারিখে, দলিল নং- ৯৫২১/২০২৩ উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে কৃষ্ণনগর A.D.S.R/ D.S.R অফিসে যোগাযোগ করবেন অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য হইবে।

বিজ্ঞপ্তি

মাননীয় জেলা আদালত পশ্চিম মেদিনীপুর

অ্যাক্ট-VIII কেস নং-১৫/২০২৩

সৈয়দা মুসলেমা বেগম, স্বামী- সৈয়দ আব্দুল সাত্তার, সাং-ছোটবাজার, পোঃ-মেদিনীপুর, থানা-কোতয়ালী, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর।

সৈয়দ জুমেন এর শরীর সম্পত্তির অভিভাবক নিযুক্ত হওয়ার জন্য মাননীয় জেলা আদালতে দরখাস্ত করিয়াছে সে কারন সর্বসাধারনের জ্ঞাতার্থে জানানো যায় যদি কোন ব্যক্তির আদেশ মঞ্জুরের বিরুদ্ধে কোন আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ত্রিশ দিনের মধ্যে আপনি স্বয়ং অথবা উকিলবাবু মারফৎ হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় আমলে আসিবে।

অনুমত্যানুসারে
Bibhas Mondal
সেরেস্তাদার
ডিস্ট্রিক্ট জেলা আদালত,
পশ্চিম মেদিনীপুর।
১৬/৬/২৪

বিজ্ঞপ্তি

মোকাম কল্যানীর ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, নদীয়া মিস কেস নং ঃ 31/2023 Probate)

দরখাস্তকারী ঃ রবি শঙ্কর বোস, পিতা- ননী গোপাল বোস, সাকিন এ-৮/১০৭ কল্যানী, পোঃ ও থানা- কল্যানী, জেলা- নদীয়া, পঃ বঃ, পিন নং - ৭৪১২৩৫। এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, উপরোক্ত দরখাস্তকারী মৃত কৃষ্ণা বোস ওরফে বাসু, সাকিন ২১২ নং গোকুলপুর, পোঃ- কাটাগঞ্জ, থানা- কল্যানী, জেলা- নদীয়া, পিন নং- ৭৪১২৫০, এর নিম্নোক্ত ত্যক্ত সম্পত্তির প্রোবেট পাইবার নিমিতে উপরোক্ত আদালতে দরখাস্ত দায়ের করিয়াছেন। উক্ত সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞাপন প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আদালতে উপস্থিত থাকিয়া কারণ দর্শাইবেন অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

Schedule

i) Assets to come to the hands of petitioner : half of the immovable property situated at 212 Gokulpur, P.O. - Kataganj, P.S. - Kalyani, Dist.- Nadia, PIN-741250, being 04 Cottahs of homestead land in LOP 212 in RS Plot 8560, Kh. No. 510, 73 No. Gakulpur Mouza, within Gayeshpur Municipality's holding no. 212 Gokulpur, butted and bounded on the North - Road, South- LOP 459, East - LOP 213, West- Road.

ii) Assets to come to the hands of citee : - rest half of immovable property mentioned in previous para (i) alongwith all movable property including gold ornament and money .

অদ্যই অত্রসহ আদালতের সীলমোহর যুক্ত মতে দেওয়া হইল।

সেরেস্তাদার
কল্যানীর ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত
কল্যানী, নদীয়া।

বিজ্ঞপ্তি

প: ব: সরকারের ভূমিদপ্তরের 1000-15/22/2024 নং 27/02/2024 তারিখের আদেশ মূলে আমমোক্তার নামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি।

এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি হইতেছে যে, আমি অরিজিৎ ঘোষ পিতা- অক্ষয় ঘোষ সাং- খোট্রাপাড়া বিধুবাবু লেন, পো: কৃষ্ণনগর, থানা: কোতয়ালী, জেলা: নদীয়া দোগাছি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনস্থ 92 নং কৃষ্ণনগর মৌজায় সাবেক 310 ও 320 এল. আর 3932, 6 নং খতিয়ানভুক্ত আর. এস 16535 এল. আর 20913 নং দাগে 15 একর জমি গত ইংরাজী 27/09/2016 তারিখে কৃষ্ণগর এ. ডি. এস. আর অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-211/2016 নং একখানি আমমোক্তারনামা দলিল বলে মূল মালিক বিশ্বনাথ ঘোষ পিতা- ভূঁপতি কুমার ঘোষ সাং+পো: গোয়ালদহ, থানা: কোতয়ালী, জেলা: নদীয়া মহাশয় দ্বারা আমমোক্তার নিযুক্ত হইয়াছি। এক্ষণে আমি উপরে বর্ণিত সম্পত্তি 21/08/2018 তারিখে রেজিষ্ট্রীকৃত 7323 নং দলিল বলে শান্তি ঘোষ স্বামী- অক্ষয় ঘোষ সাং- খোট্রাপাড়া বিধুবাবু লেন মহাশয়কে বিক্রয় করি। এমতাবস্থায় শান্তি ঘোষ মহাশয়া কৃষ্ণনগর-1 বি. এল এন্ড এল.আর.ও অফিসে নাম পত্তনের জন্য আবেদন করিবে। এবিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি জারির 15 দিনের মধ্যে নিম্ন লিখিত ফোন নম্বরে যোগাযোগ করিবেন। M: 9593247730

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৩ রা জুলাই। ১৮ ই আষাঢ়।বুধবার। দ্বাদশী তিথি। জন্মে বৃষ রাশি, অষ্টত্তরী রবি র র মহাদশা, বিংশোত্তরী চন্দ্র র মহাদশা, মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : পারিবারিক জীবনে কিছু হতাশা সহ সতর্কতা অবলম্বন। যে বান্ধবকে বিশ্বাস করে পথে পা বাড়িয়েছিলেন, তার থেকে বিরূপ মন্তব্যে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। শ্বশুর বাড়ির দুই সদস্য আজ উপকারে আসবে। হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরার কথা। ঋণ বিষয় বৃথা তর্ক বিবাদ। শিবাষ্টক মন্ত্র পাঠ করুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : শুভ। যদি ধৈর্য ধরতে পারেন তবে, বিবাদের পরিণতি আপনার পক্ষে আসবে। যে সন্তানকে নিয়ে বিব্রত ছিলেন আজ তার মুখ থেকে সত্যতা জানতে পারবেন। ঋণ গ্রহণে বাধা। ব্যাংক ইন্সুরেন্স সম্পর্কিত বিষয় সতর্ক থাকা শুভ। বেতন ভুক কর্মচারিদের উন্নতি কিছু যোগ তৈরী হবে। শ্রী শ্রী চন্ডীপাঠে শুভ।

মিথুন রাশি : প্রেমিক কে বিশ্বাস করে সর্বস্ব দিয়েছেন, আজ তার আজ তার মুখ থেকে ঐ শব্দগুলি শুনবেন-ভেবেছিলেন কি? হঠাৎ ভুল বোঝাবুঝি, দাম্পত্যে বিবাদ। কেমন যেন প্রেমহীন দুনিয়া। প্রেমে বিতর্ক। বিদ্যার্থীদের জন্যে দুশ্চিন্তা। যারা কর্ম প্রার্থী তাদের গুরুজনের উপদেশ অমৃত কাজে আসবে। মহাকালী জয়ন্তী মন্ত্র পাঠ।

কর্কট রাশি : পুরাতন বান্ধব দের থেকে সতর্ক থাকুন। দাম্পত্যে দুশ্চিন্তা। বিবাহ বিষয় আরো সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। যোটক বিচার মেলেনি - দাম্পত্যে মঙ্গল দ্বারা মাঙ্গলিক। এ বিবাহে শান্তি কোথায়? সন্তানের বিদ্যালয় কিছু বিতর্ক। এক ছাত্রীর মায়ের দ্বারা বিবাদ। আদ্যাস্ত্রত পাঠ শুভ।

সিংহ রাশি : নতুন উদ্যমে আবার, জমি জমা কৃষি জমিতে তে লাভ প্রাপ্তি। ইন্টারনেটের মাধ্যমে শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। সামান্য আয় বৃদ্ধি। অসৎ বান্ধবকে আর ছলনাময়ী নারীকে চিনে নিন। পথের সাথী করে লগ্নী করতে চলেছেন, যে ব্যক্তি মদতদাতা তার কাছে সংকল্প প্রকাশ করা উচিত নয়। শিবশক্তি মন্ত্র পাঠ।

কন্যা রাশি : বানিজ্যে শুভ। বিশেষত সাংবাদিক- লেখক মুদ্রণযন্ত্র বিষয়ক সম্পর্ক যুক্ত তাদের তাদের অর্থ প্রাপ্তি ও সৌভাগ্য যোগ। কিছু বিষয়ে মুখ না খোলাতে সম্মান প্রাপ্তি। নিশ্চুপ ও হাসি, আজ কর্মযোগে শুভ। শিবতান্ডব স্রোত্র পাঠ করুন শুভ।

তুলা রাশি : কর্ম সংকল্প গোপনে রাখা ভালো। তিনি কি আপনার মনন শক্তিকে শ্রদ্ধা করেন? তিনি কি সত্যি আপনার আপনজন? তবে বৃথা তর্ক বিবাদ কেনো? বিদ্যালয় যে সমস্যা চলছে, সন্তানের কারণে তার সমাধান করবেন আপনার প্রতিবেশী স্বজন। আদ্যাস্রোত পাঠে শান্তি।

বৃশ্চিক রাশি : আজ লগ্নিকরা অর্থ দ্বারা শুভ সৌভাগ্য যোগ। প্রতিবেশী তো সর্বদাই আপনার সঙ্গ চান। কিন্তু আপনি তাদের থেকে কেনো দূরে থাকছেন? বিবাহে মাঙ্গলিক দোষ, বিবাদ নিশ্চিত। যাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখছেন তিনিকি সত্যি আপনার আপনজন? শনিমন্ত্র পাঠ করুন।

ধনু রাশি : কর্মে উন্নতি র সুযোগ আছে। বানিজ্যিক শুভ। বিদ্যার্থীদের একপ্রকার। উচ্চবিদ্যা না বিদেশ যাত্রা করে যারা প্রতিষ্ঠিত হতে চান-সুবর্ণ সুযোগ। আজ সৌভাগ্য প্রতিবেশীর ঈর্ষা আপনাকে আরো জেদী করে তুলবে। গণেশ সঙ্কট নাশিনস্ত্রত্র পাঠ।

মকর রাশি : সুস্থতা বৃদ্ধি হবে। ধনলাভ। পরিবারে সতর্ক থাকা শুভ। বিত্তের সঠিক লগ্নিতে বুদ্ধির প্রয়োজন। সন্তানের কথায় সায় দিলে-বিতর্ক বাড়বে। জীবন জীবিকার প্রয়োজনে অন্যের দেওয়া পরামর্শের দ্বারা লাভ প্রাপ্তি। কালিমন্ত্র জপে শান্তি

কুম্ভ রাশি : সতর্ক থাকা ভালো। কোনো আপন জনের রূঢ় বাক্য মনে কষ্ট দেবে। অযথা বিবাদ বিতর্ক। যারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এ কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি। অলংকার দ্রব্যের বানিজ্যে ধনলাভ। গৌরী মন্ত্র পাঠে শুভ।

মীন রাশি : বাড়ির পরিবেশে তৃতীয় ব্যক্তির কারণে বিতর্ক। প্রতিবেশীর দুঃখ প্রাপ্তি। মন দিয়ে ভালোবেসেও মন পেলেন কি? বৃথা ব্যায় বৃদ্ধি। দুর্গা মন্ত্র জপ করুন। বিদ্যার্থী দের সুযোগের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে।

নাম -পদবী

গত 28/06/24 S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 20 নং এফিডেভিট বলে Nibedita Sinha W/o. Sourav Chakraborty ও Nibedita Sinha D/o. S. Sinha সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম -পদবী

গত 27/06/24 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 8184 নং এফিডেভিট বলে Bejoy Kumar Ghosh S/o. Shyam Charan Ghosh ও Bijoy Kr. Ghosh S/o. S. Ch. Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম -পদবী

গত 27/06/24 S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 09 নং এফিডেভিট বলে Md Miraj ও Md Mirajuddin S/o. Md. Kamaluddin সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম -পদবী

গত 02/07/24 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 4126 নং এফিডেভিট বলে Fatema Begum ও Mosammad Fatema Begam W/o. Shah Asir Mohammad সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম -পদবী

গত 11/03/19 S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 07 নং এফিডেভিট বলে Badal Chandra Malik S/o. Sudhanya Malik @ Sudhanya Chandra Malik ও Badal Malik S/o. Sudhanya Malik সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম -পদবী

গত 02/07/24 S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে 74 নং এফিডেভিট বলে আমি Molay Kr. Ghosh (old name) S/o. Monaj Kumar Ghosh R/o. Kanagarh, Naldanga, Chinsurah, Hooghly- 712123, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Molay Kumar Ghosh (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Molay Kr. Ghosh & Molay Kumar Ghosh S/o. Monaj Kumar Ghosh উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

বিজ্ঞপ্তি

জেলা- হুগলী, মহামান্য সিভিল জজ (সিঃ ডিঃ) প্রথম আদালত, চুঁচুড়া

রেফাঃ- দেওয়ানী মোকর্দ্দমা নং- ১১৩/২০২১

বাদীঃ- শ্রীমত্যা রেখা নাগ দীং

-বনাম-

বিবাদীঃ- শ্রী বিনোদ কেশরী দীং

(২) শ্রী বিজয় পাশোয়ান, পিতা- শ্রী প্রেম পাশোয়ান, সাকিম- মানসপুর বস্তি, পোঃ- ব্যান্ডেল, থানা- চুঁচুড়া, জেলা-হুগলী, পিন- ৭১২১২৩।

এতদ্বারা আপনাকে জানানো যাইতেছে যে, শ্রীমত্যা রেখা নাগ, স্বামী- মৃত বিশ্বনাথ নাগ, শ্রীমতী রিয়া পাল (নাগ), স্বামী- প্রীতীতোষ পাল, পিতা- মৃত বিশ্বনাথ নাগ, শ্রী অমর নাথ নাগ, পিতা- মৃত কালীচরণ নাগ, সকলের সাকিম পুরাতন পোষ্ট অফিস রোড, সাহাগঞ্জ মেন রোড, পোঃ- সাহাগঞ্জ, থানা- চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২১০৪, অপরাপর ব্যক্তির সহিত আপনার বিরুদ্ধে জেলা হুগলী, থানা- চুঁচুড়া, জে. এল. নং- ৭, মৌজা- কেওটা, আর.এস. ১৬৫৭ নং খতিয়ান ভুক্ত আর. এস. ৩১১ (অংশ) যাহা এল.আর. ১৮৯ নং দাগ রূপে ১ যোল আনায় ০.১৪ একর পরিমাণ জারী হইয়াছে এবং আর. এস. ৩২৬ (অংশ) যাহা এল.আর. ২১৭ দাগ রূপে ১ যোল আনায় ০.১১ একর পরিমাণ জারী হইয়াছে উক্ত বিষয়ে স্বত্ব সাব্যস্ত দাবী লইয়া উক্ত নং মোকর্দ্দমা আনয়ন করিয়াছেন উক্ত নং মোকর্দ্দমা বিষয়ে আপনার কোনরূপ বক্তব্য বা আপত্তি থাকিলে আপনি স্বয়ং বা ভারপ্রাপ্ত উকিলবাবুর মাধ্যমে অত্র বিজ্ঞপ্তি জারীর ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উহা অত্র আদালতে আসিয়া দাখিল করিবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক বাদীর অনুকূলে মোকর্দ্দমা মঞ্জুর হইবে।

বাদীর পক্ষে-
শীর্ষেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
উকিলবাবু

আদালতের অনুমত্যানুসারে
শ্রী চরণ সিং
সেরেস্তাদার
সিভিল জজ (সিঃ ডিঃ) প্রথম
আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

E-TENDER

E- tenders are invited by the Prodhan, Natidanga- I Gram Panchayat (Under Karimpur-II Panchayat Samity), Natidanga, Nadia. **NIET NO. 01/ NATI- I/15thCFC/2024-25.** Last date of submission **09.07.2024 up to 5pm.** visit **www.wbtenders.gov.in** and sealed tenders **NIT NO. 02/Nati-I/15th FC/2024-25.** Last date of application **09.07.2024 up to 1pm** For details please contact to the office.

**Sd/- Prodhan,
Natidanga- I Gram
Panchayat.**

E-TENDER

E- tenders are invited by the Prodhan, Narayanpur-II Gram Panchayat (Under Karimpur-II Panchayat Samity), Topla, Nadia. **NIT NO- 02/NARA-II/15th FC (UNTIED FUND)/ 2024-25, 02/NARA- II/15th FC (TIED FUND)/2024-25,** Last date of submission **08.07.2024 up to 1p.m.** For details please contact to the office visit **www.wbtenders.gov.in**

**Sd/- Prodhan,
Narayanpur- II Gram
Panchayat.**

E-TENDER

E- tenders are invited by the Prodhan, Narayanpur -I Gram Panchayat (Under Karimpur-II Panchayat Samity), Amiyo Narayanpur, Nadia. **NIET NO- 01/15thCFC/ TIED & UNTIED/ 2024-25.** Last date of submission **18.07.2024 up to 9.30a.m.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in.**

**Sd/- Prodhan,
Narayanpur- I Gram
Panchayat.**

E-TENDER

E- tenders are invited by The Prodhan, Dighalkandi Gram Panchayat (Under Karimpur-II Panchayat Samity), Dighalkandi, Nadia. **NIET NO. 01/CFC TIED 2024-25 & 02/CFC UNTIED 2024-25,** Last date of submission **16.07.2024 up to 6p.m.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**

**Sd/- Prodhan,
Dighalkandi Gram
Panchayat.**

E-TENDER

E- tenders are invited by the Prodhan, Kanainagar Gram Panchayat (Under Tehatta- I Panchayat Samity), Kanainagar, Nadia. **NIT No. 1e/KNGP/2024-25/15th FC. Date - 01.07.2024,** Last date of submission **09.07.2024 up to 12p.m.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**

**Sd/- Prodhan,
Kanainagar Gram
Panchayat.**

E-TENDER

E- Tenders are invited by The Prodhan, Hanspukuria Gram Panchayat (Under Tehatta- II Panchayat Samity) Hanspukuria, Nadia. **NIET NO. 1/2024-25.** Last date of submission **09.07.2024 up to 12p.m.** visit **www.wbtenders.gov**. and sealed tenders **NIT No 02/HANS GP (2024-25),** last date of application **08.07.2024 up to 4p.m.** For details please contact to the Office

**Sd/- Prodhan,
Hanspukuria Gram
Panchayat.**

E-TENDER

E- Tenders are invited by the Prodhan, Karimpur- I Gram Panchayat (Under Karimpur- I Panchayat Samity), Karimpur, Nadia. **NIET No. E-1/KGP-I/2024-25, E-2/KGP- I/2024-25.** Last date of submission **12.07.2024 up to 17p.m.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**

**Sd/- Prodhan,
Karimpur- I Gram
Panchayat.**

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

E-TENDER

E- Tender invited by The Prodhan, Palsunda-II Gram Panchayat (Under Tehatta-II Panchayat Samity), Bareya, Nadia. **NIET- 01(2024-25), 02 (2024-25),** Last date of submission **09.07.2024 up to 6p.m.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**

**Sd/- Prodhan,
Palsunda-II Gram
Panchayat.**

E-TENDER

E- Tenders are invited by the Prodhan, Dhoradaha- II Gram Panchayat (Under Karimpur-II Panchayat Samity), P.O- Paschim Dogachhi, Nadia. **NIET NO. 90/2024-25, MEMO NO. 90/DGP- II/15th CFC/ 2024.** Last date of submission **18.07.2024 up to 5p.m.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**

**Sd/- Prodhan,
Dhoradaha- II Gram
Panchayat.**

E-TENDER

E-Tender invited by prodhan Gopinathpur Gram Panchayat (Under Tehatta-II Panchayat Samity), Gopinathpur, Nadia. **NIET No 3/15thfc Tied & Untied/2024-25 & 4/5thSFC Tied/2024-25,** Last date of submission **08.07.2024 up to 6p.m.** visit **www.wbtenders** and sealed tender **NIT No 01/15thfc** tied & own **fund/2024-25 & 02/15thfc Tied/2024-25,** Last date of application **08.07.2024.** For details please contact to the office.

**Sd./- Prodhan,
Gopinathpur Gram
Panchayat.**

E-TENDER

E- Tenders invited by the Prodhan, Pipulbaria Gram Panchayat (Under Karimpur- I Panchayat Samity), Pipulbaria, Nadia. **NIET No.01/15th FC (Tied)/PPG /2024-25, 02/15th FC (Untied)/ PPG/2024-25, 03/ 15th FC (Tied)/PPG /2024-25, 04/15thFC (Untied)/ PPG/2024-25.** Last date of submission **10.07.2024 Up to 4p.m.** For details contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**

**Sd/- Prodhan,
Pipulbaria Gram
Panchayat.**

E-TENDER

E-tenders are invited by the Pradhan, Betai -II Gram Panchayat (Under Tehatta-I Panchayat Samity) P.O- Betai, Nadia. **NIT NO. 01/ 2024-25/B-II/15th FC/ UNTIED, 02/2024-25/B-II/15th FC/TIED, 04/2024-25/B-II/15th FC,** Last date of submission **08-07-2024, 03/2024-25/B-II/15th FC/ TIED,** Last date of submission **15-07-2024, up to 11 a.m.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**

**S/d- Prodhan,
Betai -II Gram Panchayat.**

বিজ্ঞপ্তি

আমি, শ্রী অমিতাভ পরামানিক, পিতা- নরেন্দ্র নাথ পরামানিক, সাং ও পোঃ- মান্দড়া, থানা-ধনিয়াখালী, জেলা- হুগলী, আমি এতদ্বারা ঘোষনা করিতেছি যে, আমি চুঁচুড়া আদালতে ল'ক্লার্কস শিক্ষানবিশ হিসাবে দীর্ঘদিন যাবৎ কাজ করিয়া আসিতেছি। আমি ল' ক্লার্ক লাইসেন্স পাইবার জন্য চেয়ারম্যান ল'ক্লার্কস ষ্টেট কাউন্সিলে আবেদন করিয়াছি। এ ব্যাপারে যদি কাহারো কোনো আপত্তি থাকে তাহলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১০ দিনের মধ্যে তাহা জানাইবেন।

।। বিজ্ঞপ্তি।।

জেলা-নদীয়া মোকাম নবদ্বীপের সিভিল জজ (জুনিয়র ডিভিশন) আদালত নবদ্বীপ নদীয়া

মিস প্রবেট- ৫০। ২০১৮

দরখাস্তকারী :- ১) বিশ্বনাথ হালদার ২) গোপাল হালদার, উভয়ের পিতা মৃত রবীন্দ্রনাথ হালদার, সাং অফিস ঘাট রোর্ড সরকার পাড়া, পো: ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া।

এতদ্বারা সর্ব সাধারন কে অবগত করানো যাইতেছে যে, উপরোক্ত দরখাস্তকারী রবীন্দ্রনাথ হালদার পিতা মৃত ক্ষিতিশ চন্দ্র হালদার সাং সরকার পাড়া, অফিস ঘাট রোর্ড পো: ও থানা নবদ্বীপ জেলা নদীয়া। ইংরাজী ১৪-০২-২০০৮ তারিখে রেজিস্ট্রিকৃত উইল বা চরম পত্রের প্রোবেট লইবার জন্য উপরোক্ত আদালতে উপরোক্ত দরখাস্ত দায়ের করিয়াছে, উক্ত ব্যাপারে কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের অন্দরে স্বয়ং অথবা উকিল বাবুর মারফৎ আপত্তি করিতে পারেন। নচেৎ একতরফা শুনানী হইবে।

- : তপসীল :-

জেলা নদীয়া, থানা নবদ্বীপ, পরগনা উখুড়া তৌজী-৮, ওয়ার্ড ১৬ নং, হোল্ডিং নং পুরাতন ২৪সি/১ হাল ৩২ অফিস ঘাট রোর্ড মৌজা ২০ নং নবদ্বীপ, খতিয়ান নং পুরাতন ১১৯৩৭, হাল ২৫৬৭০, দাগ নং পুরাতন ৪১৬১, এল.আর. ৮০৮৯, রকম ভিটি, বর্তমানে বাড়ী, পরিমান ২¹/₈ শতক, যাহার উত্তরে সাবিত্রী রবি দাসের বাড়ী, দক্ষিনে- রেনুকা ঘোষের বাড়ী, পূর্বে দীপক মিত্রের জমি, পশ্চিমে- নবদ্বীপ পৌরসভার লেন,

অনুমত্যানুসারে
নন্দলাল শর্মা
২৮.০৬.২৪ সেরেস্তাদার,
সিভিল জজ(জুনিয়র ডিভিশন) আদালত নবদ্বীপ নদীয়া

NOTICE

To whom it may concern

This property purchased by owner and possessioner Tumpa Ghosh D/O Tapash Ghosh purchased from Susanta Kumar Mondal in behalf of IV- 147/2021 No attorney Soumen Mondal. This property purchased in the A.R.A -4, Kolkata, being No 1996/2024 dated 15/02/2024 presently Tumpa Ghosh L.R ROR Recorded her name.

This property have been not transfer if any way by gift, sale, or other way. This property have been free from all the encumbrances.

The scheduled of land

Dist- Murshidabad, P.S & Sub Registry office Berhampore, Mouza 100 Saidabad, under Berhampore Municipality, the annual rent payable through the collector of Murshidabad at Berhampore, L.R Khatian 6976, R.S 2564, L.R Plot 5152, Class Bari, Area 3.5 Dec only.

**RAJU SAIKH
BA, LL.B ADVOCATE
BERHAMPORE, MSD
En. No.-F/79/70 of 2015**

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল হারুন অর রশিদ পিতা রফিক উদ্দিন মণ্ডল, জাতি মুসলমান, পেশা ব্যবসা, সাং ও পোঃ- নওপাড়া, থানা- ধুবুলিয়া,জেলা-নদীয়ার বাসিন্দা। এতদ্বারা ঘোষনা করিতেছি যে, জেলা নদীয়া থানা ধুবুলিয়ার অধীন ২২ নং নওপাড়া মৌজার এল.আর. ১৭৭৪/১ খতিয়ানে ১২১৯ নং দাগে মক্কেলের মাতা হাচিনা বিবির নিকট হইতে মোকাম কৃষ্ণনগর সদর অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৮২৩/২০০২ নং দানপত্র দলিল মূলে ১৯৮ (একশত আটানব্বই) শতক সম্পত্তি দানসূত্রে প্রাপ্ত হইয়া মালেক স্বত্ববান ও ভোগদখলিকার থাকাকালীন মক্কেলের পক্ষে ঐ সম্পত্তি দেখাশোনা করা অসুবিধার কারনে মক্কেলের বিশ্বস্থ, শুভাকাক্ষী, আত্মীয় ও হিতৈষী -১) মোঃ আশাবুল হাসান বিশ্বাস, ও ২) মোঃ হাসিব হাসান বিশ্বাস উভয়ের পিতা জয়নাল আবেদীন বিশ্বাস উভয়ে জাতি মুসলমান, পেশা ব্যবসা, সাং পিতাম্বরপুর, পোঃ- ডোমপুকুর থানা চাপড়া, জেলা নদীয়া, ভারতীয় নাগরিককে মক্কেলের পক্ষে অত্র সম্পত্তি দেখাশোনা, রক্ষনা বেক্ষন ও বিক্রয় করিবার অধিকার (মোকাম কৃষ্ণনগর এ.ডি.এস.আর অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ২০২/২০১১ নং আমমোক্তার নামা দলিলে আছে)। আমার মক্কেলের পক্ষে উক্ত ব্যক্তিদ্বয় অত্র সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তার নামা দলিল বলে উহাদের পছন্দমত কোন ব্যাক্তিকে বিক্রয় করিলে আমার মক্কেলের কোন আপত্তি নাই এবং এই বিক্রয় মক্কেলের পক্ষ হইতে বৈধ বলিয়া বিবেচিত হইবে।

রবীন কুমার ঘোষ
এ্যাডভোকেট
কৃষ্ণনগর জর্জকোর্ট নদীয়া

সাধারন বিজ্ঞপ্তি

মোকাম মহামান্য ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট, পশ্চিম মেদিনীপুর সিভিল জর্জ (সিনিয়ার ডিভিশন) খড়্গপুর

সাকশেশান সার্টিফিকেট কেস নাম্বার ৩৫/২০২৩

অঙ্কিত শর্মা ও অভিষেক শর্মা

-বনাম-

টেঁকিয়া, মালঞ্চ এলাকার জনসাধারন

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, অত্র মোকর্দ্দমার দরখাস্তকারী শ্রী অঙ্কিত শর্মা ও অভিষেক শর্মা, মৃত রাজেশ চন্দ্র শর্মার যথাক্রমে পুত্র হইতেছে। মৃত রাজেশ চন্দ্র শর্মা, ঠিকানা - গৃহ নং-৬৪৯/৪২, ওয়ার্ড নং- ১০, টেঁকিয়া, মালঞ্চ, পোষ্ট-নিমপুরা, থানা- খড়্গপুর (টাউন), জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর গত ইং ২৩.০৫.২০১৬ তারিখে মারা যাইবার পর তাঁহার নামিত এল.আই.সি পলিসি নং ৪৩১৫৪৪০৬৯, তাং- ২৮.১১.১৯৯৫, ১,০০,০০০/- টাকা, পলিসি নং- ৪৩৭৮৯৬৩০৫, তাং- ২৭.০৯.২০০৬, ৫,০০,০০০/- টাকা, পলিসি নং- ৪৯৯০৮৬০৫১, তাং- ১১.০৩.২০১০, ৫০,০০০/- টাকা, স ব্ব মোট ৬,৫০,০০০/- (ছয় লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকার সঙ্গে ডেথ বেনিফিট এল.আই.সি. হইতে পাইবার করনে অত্র মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিয়াছেন। উপরিলিখিত ব্যক্তিগন ছাড়া অন্য কোন ওয়ারিশ থাকিলে অত্র নোটিশ প্রকাশিত হইবার ৩০ দিনের মধ্যে উপরিলিখিত আদালতে উপযুক্ত প্রমান সহ হাজির হইবেন অন্যথায় উক্ত মোকর্দ্দমায় একতরফা শুনানী হইবে।

আদেশানুসারে
মদন মিশ্র।
সেরেস্তাদার
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত,
জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর।
সিভিল জজ (সিনিয়ার ডিভিশন)
খড়্গপুর

নোটিশ

এতদ্বারা সর্বসাধারন জনগনকে জানানো যাইতেছে যে ইন্দা মৌজার জে.এল. নং-২৩২ এল.আর ২৪০১, ২৪০৩, ২৪০৪ এবং ২২০৮ দাগে ৬০.৭৬ ডেঃ নিজ রায়ত সম্পতি মহম্মদ হাসিম পিতা-মরহম মহম্মদ আব্দুস সামাদ এর ইং-৬/০২/২০২৪ সালে ৯৮২ নং আমোক্তরনামা মূলে পর শের আলি খাঁন পিতা-মরহম সাত্তার আলিখান, সেক রাজু পিতা সেক হালিম, মহম্মদ মিনহাজুউদ্দিন আসলাম পিতা মহম্মদ মাইনুদ্দিন এবং সমীর দে পিতা বনমালী দে বিক্রয় করিবার প্রস্তাব করিলে এম সোডারানী স্বামী এম ডেক্কট গোপাল রাও Rly. Qt. No. E/23/04, Ut-6 জয়হিন্দনগর পোষ্ট-নিমপুরা, থানা- খড়্গপুর টাউন জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর পিন-৭২১৩০৪ উক্ত মৌজায় ২৪০৩ দাগে ৪ ডেঃ ক্রয় করেন। উক্ত সম্পতির ওয়ারিশ বা অংশিদারের কোন আপত্তি থাকিলে ১৫ দিনের মধ্যে লিখিত আপত্তি জানাইতে পারেন নচেৎ পরবর্তী কালে কোন ওজর আপত্তি গ্রহন যোগ্য হইবে না।

**BRAJADULAL ADHIKARI
ADVOCATE
Enro: F/683/1144/2014
Kharagpur S.D.O Court
Paschim Medinipur**

নোটিশ

এতদ্বারা সর্বসাধারন জনগনকে জানানো যাইতেছে যে ইন্দা মৌজার জেএল নং-২০২ এল. আর ২৪০১, ২৪০৩,২৪০৪, এবং ২২০৮ দাগে ৬০.৭০ ডেঃ নিজ রায়ত সম্পতি মহম্মদ হাসিম পিতা মরহম মহম্মদ আব্দুস সামাদ এর ইং-৬/০২/২০২৪ সালে ৯৮২ নং আমোক্তারনামা সূত্রে শের আলি খাঁন পিতা- মরহম সাত্তার আলি খান, সেক রাজু পিতা সেক হালিম, মহম্মদ মিনহাজুউদ্দিন আসলাম পিতা মহম্মদ মাইনুদ্দিন এবং সমীর দে পিতা বনমালী দে বিক্রয় করিবার প্রস্তাব করিলে সোমনাথ হাজরা এবং সৌরভ হাজরা উভয়ের পিতা সুশান্ত হাজরা ঠিকানা ইন্দা নিউটাউন পোষ্ট ইন্দা থানা খড়্গপুর টাউন জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর পিন- ৭২১৩০৫ উক্ত মৌজায় ২৪০৩ দাগে ৩.৫০ ডো এবং ২৪০৪ দাগে ১.৫০ ডেঃ মোট ৫ ডেঃ ক্রয় করেন।

উক্ত সম্পতির ওয়ারিশ বা অংশিদারের কোন আপত্তি থাকিলে ১৫ দিনের মধ্যে লিখিত আপত্তি জানাইতে পারেন নচেৎ পরবর্তী কালে কোন ওজর আপত্তি গ্রহন যোগ্য হইবে না।

**BRAJADULAL ADHIKARI
ADVOCATE
Enro: F/683/1144/2014
Kharagpur S.D.O Court
Paschim Medinipur**

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রীমত্যা ঝর্না মুখার্জী স্বামী-মৃত্যুঞ্জয় মুখার্জী, শ্রীমতী ডালিয়া মুখার্জী (পাল) স্বামী শ্রী বাবলু পাল উভয়ের সাং-পুরুষবেড়্যা, পোষ্ট- মুগবসান, থানা-কেশপুর, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর শ্রীমতী পাপিয়া চক্রবর্ত্তী স্বামী- শ্রী মলয় চক্রবর্ত্তী সাং-রাঙামাটী, পোষ্ট-বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, থানা-মেদিনীপুর, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, শ্রীমতী রুমা মুখার্জী (চ্যাটার্জ্জী) স্বামী- শ্রী বাবুয়া চ্যাটার্জ্জী, সাকিম-ডলং, পোঃ- সাহসপুর, থানা-আনন্দপুর, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, শ্রীমতী ঝুমা মুখার্জী (চক্রবর্ত্তী) স্বামী শ্রী কাজল চক্রবর্ত্তী সাকিম ও পোঃ-প্রেমবাজার, থানা-খড়্গপুর, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর এর বাসিন্দা হইতেছেন।

আমার মক্কেলের নামিত পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনা থানার ডালিমাবাড়ী মৌজায় হাল ৪২১ দাগে ০৯ শতক ও হাল ৪২২ দাগে ০৩ শতক সম্পত্তি রক্ষনাবেক্ষন ও বিক্রয়াদির জন্য তাপস মুখার্জী ও মানস মুখার্জী উভয়ের পিতা- মৃত্যুঞ্জয় মুখার্জী সাং-পুরুষবেড়্যা, পোষ্ট- মুগবসান, থানা-কেশপুর, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুরকে বিগত ইং-০৪/১০/২০১৮ তারিখে ডি.এস. আর-২, পশ্চিম মেদিনীপুর অফিসে ১৫/২০১৮ নং রেজিষ্ট্রীকৃত আমমোক্তার দলিলে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছেন।

উক্ত বিষয়ে কাহারও কোন প্রকার অভিযোগ থাকিলে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট রেজিষ্ট্রী অফিস এবং বি.এল.আরও চন্দ্রকোনা-২ অফিসে অভিযোগ করিবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

**Amit Kumar Das
Advocate
Enrolment No. - F/298 / 183
of 2009
Judges' Court, Paschim
Medinipur**

NOTICE

To whom it may concern

This property purchased by owner and possessioner Sumana Chakraborty W/O Arpan Chakraborty purchased from Susanta Kumar Mondal in behalf of IV- 147/2021 No attorney Soumen Mondal. This property purchased in the A.R.A -1, Kolkata, being No 1220/2024 dated 12/02/2024 presently Sumana Chakraborty L.R ROR Recorded her name.

This property have been not transfer if any way by gift, sale, or other way. This property have been free from all the encumbrances.

The scheduled of land

Dist- Murshidabad, P.S & Sub Registry office Sagardighi, Mouza 77 Dhamua, under Gram Panchayet, the annual rent payable through the collector of Murshidabad at Sagardighi, L.R Khatian 410, R.S & L.R Plot 152, Class Hotel, Area 30.02 Dec only.

**RAJU SAIKH
BA, LL.B ADVOCATE
BERHAMPORE, MSD
En. No.-F/79/70 of 2015**

।। বিজ্ঞপ্তি।।

আমমোক্তার নামা

এতদ্বারা ঘোষনা করা যাইতেছে যে, থানা চুঁচুড়ার অন্তর্গত জে. এল. নং-১০, কাপাসডাঙ্গাঁ মৌজাস্থিত যাহার খতিয়ান নং-৬৫৮, ৩৩৩, ১৬৫১, ১০৬৭, ১০৭৪, ১০৯১, ৪৪৫/১, ৭৬৮, ১২৯, ১৬০, যাহার দাগ আর.এস. ১০৩০, এল. আর. ৪২৩৩ সম্পত্তি যাহা শ্রী অপূর্ব দত্ত দিগড় পিতা ৺অরবিন্দ দত্ত, সাকিম -সাঁতড়াপাড়া, পো:- কাটাগঞ্জ থানা কল্যানী, জেলা- নদীয়া, পিন নং- ৭৪১২৫০ নিবাসী- দের যৌথ সম্পত্তি থাকাকালিন তাহারা বিভিন্ন দফায় দফায় বিভিন্ন অফিসে রেজিষ্ট্রী- কৃত আমমোক্তার বা জেনারেল পাওয়ার অফ এটর্নী রেজিস্ট্রী করেন যাহার নং যথাক্রমে :-

১) ১৬/০৩/২০২২ এ. ডি. এস. আর. কৃষ্ণনগর অফিসে ৪ নং বহির ৩৩ নম্বর পাওয়ার

২) ২১/০৭/২০২২ ডি.এস.আর-১ হুগলী অফিসে ১ নং বহির ৮৯৯১ নম্বর পাওয়ার

৩) ১৩/১০/২০২২ এডি.এস.আর. কৃষ্ণনগর অফিসে ৪ নং বহির ১৬২ নম্বর পাওয়ার

৪) ২০/০৭/২০২২ এ. ডি. এস. আর. কৃষ্ণনগর অফিসে ৪নং বহির ১১৮ নম্বর পাওয়ার

৫) ১৬/১২/২০২২ ডি.এস.আর-১ হুগলী অফিসে ১ নং বহির ১৩৩৮২ নম্বর পাওয়ার

আমার মক্কেল পক্ষে আমমোক্তার - শ্রী রতন বারুই, পিতা ৺লক্ষীকান্ত বারুই, সাং- টালিখোলা থানা চুঁচুড়া, পো:- চুঁচুড়া আর.এস, জেলা- হুগলী এবং উক্ত অবশিষ্ট সম্পত্তির আরও ওয়ারিশগণ বিভিন্ন দফায় আমমোক্তার নিযুক্ত করেন যাহার জেনারেল পাওয়ারকৃত দলিল নম্বর গুলি হল যথাক্রমে :-

১) ০৩/০৩/২০২৩ ডি.এস.আর ১ হুগলী অফিসে ১ নং বহির ২১১৩ নম্বর পাওয়ার

২) ২০/১২/২০২২ ডি.এস.আর-১ হুগলী অফিসে ১ নং বহির ১৩৪৮৭ নম্বর পাওয়ার

৩) ১০/০২/২০২৩ ডি.এস.আর-১ হুগলী অফিসে ১ নং বহির ১২২৭ নম্বর পাওয়ার পক্ষে আমমোক্তার **শ্রী দিবাকর বিশ্বাস,** পিতা- দিনবন্ধু, বিশ্বাস, সাং- ধরমপুর মহামায়া কলোনী, পো: ও থানা - চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী, পিন - ৭১২১০১ উক্ত আমমোক্তারগণ যৌথভাবে উক্ত সম্পত্তি দুইটি বিক্রয় কোবালা দলিল করেন যাহার নম্বর যথাক্রমে ১ নং বহির ৫০৪৭/২০২৪ এ.ডি.এস.আর. হুগলী অফিসে সৈয়দ মহম্মদ আজাম ও নূর আফসানা, স্বামী-স্ত্রী যৌথভাবে ২ কাঠা ২ ছটাক ২ স্কোয়ারফুট এর উপর ১০০ বর্গফুটের টালির ঘর এবং ৫৩৯৫/২০২৪ এ.ডি.এস.আর হুগলী অফিসে ।। শ্রী সুজল মিত্র, পিতা হরিপদ মিত্র ও শ্রীমতী আরতী বারুই, স্বামী শ্রী রতন বারুই যৌথভাবে ২ কাঠা ১৪ ছটাক ১২ বর্গফুট যাহার উপর ২০০ বর্গফুটের টালির ঘর আছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, যদি কাহারও কোনও আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য আগামী ১ (এক) মাসের মধ্যে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করুন।

ইতি:
**তাপস কমার মণ্ডল
উকিলবাবু**
জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী।

বিজ্ঞপ্তি

সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো হইতেছে যে ARA-I, কলিকাতাতে নিবন্ধিত এবং ১ নং বহির, ২৪ নং ভলিউমের, ৯০৬৮ থেকে ৯০৮০ নং পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ, ২০১০ সালের ১০০৬০ নং বিক্রয় কোবালা মুলে, আমরা বেষ্টওয়ে সাপ্লায়ারস প্রাইভেট লিমিটেড, রেজিস্টার্ড অফিস, ২বি, গ্রান্ট লেন, তৃতীয় তল, রুম নং ২০১, কলিকাতা ৭০০০১২, জেলা- হাওড়া, থানা- ডোমজুর, জে.এল. নং ৫১, মৌজা নিবড়া গ্রামের এল. আর ১০৯৭ নং খতিয়ানে নথিভুক্ত, আর.আস ৩০২২, এল.আর দাগ ৩০২১ নং দাগে ১৫ সতক দাঙ্গা জমি হাওড়া জেলার, পোস্ট ও থানা ডোমজুর, পীণ- ৭১১৪০৯, সলপ গ্রামের নিবাসি, নারায়ণ চন্দ্র মাজির পুত্র, গোবিন্দ চন্দ্র মাজি ওরফে গোবিন্দ মাজির কাছ দীয়া, DSR হাওড়া নিবন্ধিত এবং ৪ নং বহির, ১ নং সি ডি ভলিউমের, ১৭৭৪ থেকে ১৭৮৩ নং পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ, ২০০৮ সালের ০০১৬৬ নং আমোক্তারনামা মুলে তাহার নিজুক্ত আমোক্তার হাউড়া জেলার, থানা জগাছা, পীণ-৭১১৩০২, উন্মানি মাঝেরপাড়ার নিবাসি, মরহুম হাজী শেখ আজাদ বক্সের পুত্র শেখ আক্রম আলি ওরফে এস কে আক্রম আলি, মাধ্যমে ক্রয় করিয়াছি। যদি কেহুর উপরোক্ত সম্পত্তির উপর কোন ধরনের আপত্তি, অথবা দাবি দাওয়া থাকিলে তাহা BL & LRO ডোমজুরের নজরে আনিতে হইবে অন্যথা তাহা গ্রাহ্য হইবে না।

স্নিগ্ধা বিশ্বাস, এডভোকেট
৭/২, বিরপাড়া লেন, পুষ্কর
এপার্টমেন্ট চতুর্থ তল, ফ্ল্যাট নং ৩সি,
কলিকাতা-৭০০০৩০
মোবাইল- ৬২৯১৩৬৮৯৫৯

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ৩ জুলাই ২০২৪ ১৭ আষাঢ় ১৪৩১ বুধবার

মেটা ডেটা মোছা যায় না, পর্যবেক্ষণ বিচারপতি মাস্থার

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রাথমিক নিয়োগের ওএমআর শিট সংক্রান্ত মামলায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই-এর কাছে 'অরিজিনাল সার্ভার' বা 'হার্ড ডিস্কে'র তথ্য চাইল কলকাতা হাইকোর্ট। কারণ, সিবিআই-এর আইনজীবী জানিয়েছেন, হার্ড ডিস্ক বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। তাতে রয়েছে ডিজিটাইজড তথ্য, তবে তা সহজেই পরিবর্তন করা সম্ভব। ওএমআর শিটের অরিজিনাল তথ্য নষ্ট করা হয়েছে বলেও জানান তিনি। প্রযুক্তির ভাষায়'মেটা ডেটা' মুছে ফেলা হয়েছে বলে জানান আইনজীবী। পাল্টা বিচারপতির মন্তব্য, 'মেটা ডেটা কখনই মুছে ফেলা সম্ভব নয়। এর ডিজিটাল ফুটপ্রিন্ট রয়ে যায়, যা মোছা যায় না।'

এদিকে আদালত সূত্রে খবর, মঙ্গলবার বিচারপতি রাজাশেখর মাস্থার নির্দেশ দেন, ওএমআর শিট স্ক্যান করে কোথায়, কোন হার্ড ডিস্কে রাখা হয়েছিল আদালতে তা জানাতে হবে সিবিআইকে। আগামী শুক্রবার ওই বিষয়ে তথ্য দেবে কেন্দ্রীয় সংস্থা। আদালত সূত্রে খবর, সেদিনই এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে।

প্রসঙ্গত, ২০১৪ সালের প্রাথমিক নিয়োগের পরীক্ষার আসল

'ওএমআর শিট' নষ্ট করা হয়েছে বলে আগেই হাইকোর্টে জানিয়েছিল প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। তাঁদের বক্তব্য ছিল, আসল প্রতিলিপি নষ্ট করা হলেও পরিবর্তে তার 'ডিজিটাইজড' তথ্য রয়েছে। আরও জানানো হয়েছিল যে, ওএমআর শিট মূল্যায়নের জন্য 'এস বসু রায় অ্যান্ড কোম্পানি'কে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তারাই ওএমআর স্ক্যান করে। এই ওএমআর শিট সংক্রান্ত এই মামলায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। সেই মামলায় এবার সিবিআই-এর কাছে রিপোর্ট তলব করেছিলেন বিচারপতি রাজাশেখর মাস্থা। মঙ্গলবার আদালতে ওএমআর শিট নিয়ে রিপোর্ট জমা দেয় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। তবে সিবিআইয়ের ওই রিপোর্টে সন্তুষ্ট নয় আদালত। বিচারপতি মাস্থার পর্যবেক্ষণ, ওই সব ওএমআর শিট যখন স্ক্যান করা হয়েছে তখন তা হার্ড ডিস্কে অবশ্যই থাকবে। সিবিআই-এর কাছে সেই হার্ড ডিস্ক আছে কি না, জানতে চান বিচারপতি। বিচারপতি উল্লেখ করেন, হার্ড ডিস্ক নষ্ট করে দেওয়া হয়ে থাকলে, সেই বিষয়টিও তদন্তের আওতায় আনতে হবে।

মেয়র কৃষ্ণার সঙ্গে চেয়ারম্যান সব্যসাচীর কাজিয়া তুঙ্গে

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিধাননগর পুরনিগমের পরিষেবা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষোভ প্রকাশের মধ্যেই দলীয় কাজিয়া তুঙ্গে। মেয়র কৃষ্ণা চক্রবর্তীর সঙ্গে চেয়ারম্যান সব্যসাচী দত্তের প্রকাশ্য বিবাদ সামনে এল। নাম না করেই বিধাননগর পুরসভার মেয়র কৃষ্ণা চক্রবর্তীকে বলতে শোনা যায়, 'কে কে সাপের ভূমিকা পালন করছেন, আপনারা জানেন।' খুব স্বাভাবিক ভাবেই কৃষ্ণার এই মন্তব্য ঘিরে জল্পনা তুঙ্গে। তবে এই প্রসঙ্গে বিধাননগরের চেয়ারম্যান সব্যসাচী দত্ত জানান, 'বন দফতরে খবর দিন।'

প্রসঙ্গত, এই বিতর্কের সূত্রপাত গার্ডেনরিচে বেআইনি নির্মাণ ভেঙে পড়ার সময়ে। ১০ জনের মৃত্যুর পরই বিস্ফোরক দাবি করে সব্যসাচী বলেন, 'বিধাননগরে মাত্র দু'টি ওয়ার্ডে ৩০০-র বেশি বেআইনি বাড়ি রয়েছে। যা হয়েছে বর্তমান মেয়র কৃষ্ণা চক্রবর্তীর আমলে।' তবে কৃষ্ণা সম্পূর্ণ ভাবে সে অভিযোগ অস্বীকার করেন। তখন থেকে চাপা বিতর্ক ছিলই। সম্প্রতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিধাননগরে অবৈধ নির্মাণ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তারপর নতুন করে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে এই কাজিয়া।

সম্প্রতি, পুরনিগমেরই একটি অনুষ্ঠান মঞ্চে দাঁড়িয়ে মেয়র কৃষ্ণা চক্রবর্তী বলেন, 'মানুষই শেষ কথা বলেন। কে আপনার পাশে, কে আপনার পাশে নেই, কে ভাল কাজ করছে, কে সাপের ভূমিকা পালন করছেন, সেটা বুঝে গিয়েছেন। বিধাননগর মাথা উঁচু করে ছিল, উঁচু করেই থাকবে।' কৃষ্ণার এই বক্তব্য ঘিরে স্বাভাবিকভাবেই তুঙ্গে ওঠে জল্পনা। কাকে 'সাপ' বললেন কৃষ্ণা। এদিকে নাম না করে সব্যসাচী দত্তের বিরুদ্ধেই ক্ষোভ প্রকাশ করেন বিধায়ক তাপস চট্টোপাধ্যায়ও। তাঁর বক্তব্য, 'যিনি এক সময়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করেছিলেন, তিনি এখন নানা অভিযোগ করছেন। শুধু তাই নয়, তাঁর চিরকুটও পৌঁছে যাচ্ছে হাইকম্যান্ডের কাছে।'

এই প্রসঙ্গে বিধায়ক তাপস চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'আমাদের চিরকুট নিয়ে যাওয়ার কোনও বিষয় নেই। আমাদের চিরকুট ধরানোরও লোক নেই। একজন মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে গালাগালি দিয়েছেন, আবার তিনিই চিরকুট দিচ্ছেন। এত তাড়াতাড়ি তাঁর চিরকুট গ্রহণ করা যাবে না। ছিলেন কোনও ভাড়া করা দলের, এখন এসেছে আবার। এই ধরনের মানুষগুলো যদি বসে থাকে, তাঁদের বুলডোজার দিয়ে সরানো যায় না। এত বছর ধরে রাজারহাটে রাজনীতি করছি, রাজারহাটে আমাদের অনেক কিছু বলার আছে।'

হাইকোর্টে জামিন পেলেন আরাবুল

নিজস্ব প্রতিবেদন: হাইকোর্টে জামিন পেলেন তৃণমূলের দাপুটে নেতা আরাবুল ইসলাম। প্রাক্তন বিধায়ক আরাবুলকে লোকসভা নির্বাচনের কিছুদিন আগেই গ্রেফতার করা হয়েছিল। ভাঙড়ের একটি খুনের মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছিল তাঁকে। ভোটের সময় জেলেই ছিলেন তিনি। অবশেষে মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে জামিন পান আরাবুল।

বারুইপুরের বিজয়গঞ্জে এক আইএসএফ কর্মীকে খুনের ঘটনাতে মামলা হয়েছিল আরাবুলের বিরুদ্ধে। সেই মামলাতেই এদিন জামিন দেওয়া হয় আরাবুলকে। খুনের অভিযোগের পাশাপাশি সরকারি সম্পত্তি ভাঙচুর, আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে হামলার মতো অভিযোগও ছিল তাঁর

বিরুদ্ধে। গত ৮ ফেব্রুয়ারি গ্রেফতার করা হয়েছিল তাঁকে।

তবে ভাঙড়ের ত্রাস আরাবুলের দাপটের কথা জানেন না খুব কম মানুষই আছেন। তাঁর অনুগামীর সংখ্যাও নেহাত কম নয়। আরাবুলের গ্রেফতার হওয়ার পর বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন তার অনুগামীরা। আবার সম্প্রতি তৃণমূলের আর এক দাপুটে নেতা তথা ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক শওকত মোল্লাকে আরাবুলের বিরুদ্ধে মুখ খুলতে দেখা যায়। ফলে বঙ্গ রাজনীতিতে জল্পনা তৈরি হয়েছে, আদৌ আরাবুলের পাশে তাঁর দল আছে কি না তা নিয়ে। শওকত মোল্লা অভিযোগ তুলেছিলেন, টিকিট দেওয়ার নামে নাকি লক্ষ লক্ষ টাকা নিতেন আরাবুল। আরাবুলের নাম করে তিনি বলেছিলেন, 'পঞ্চায়েতে টিকিট দেওয়ার নাম করে কখনও ৬ লক্ষ টাকা, কখনও ১৫ লক্ষ টাকা নেওয়া হয়েছে। প্রধান করার জন্য কারও কারও কাছ থেকে আবার ৩০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত নেওয়া হয়েছে।' শওকতের সেই মন্তব্যের এক সপ্তাহের মধ্যেই জামিন পেলেন আরাবুল।

মানিকতলা উপনির্বাচনে বহুতলের বাসিন্দা থেকে নানা ভাষার মানুষই টার্গেট তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন: সামনেই মানিকতলা বিধানসভা উপনির্বাচন। আর এই নির্বাচনে তৃণমূলের লক্ষ্য বহুতলের বাসিন্দারা। সঙ্গে জোর দেওয়া হচ্ছে ভিন্ন ভাষাভাষী মানুষদের প্রচারের ক্ষেত্রেও। তৃণমূলের অন্দরে কানপাতলে অন্তত এমনটাই শোনা যাচ্ছে।

উল্লেখ্য, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে মানিকতলায় প্রায় ২০ হাজার ভোটে জয়লাভ করে তৃণমূল কংগ্রেস। ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটে এই বিধানসভায় তৃণমূল কংগ্রেস এগিয়ে তিন হাজারের বেশি ভোটে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এর একটা বড় অংশ বিজেপির পক্ষেই। কারণ, মানিকতলা বিধানসভা এলাকায় ভিন রাজ্যের বহু মানুষ বসবাস করেন। আবার বহুতলের ভোট উপনির্বাচনে মেলে না। ব্যবধান বাড়িয়ে মানিকতলায় জয় হাসিল করতে তাই এই দুই জায়গাতেই বিশেষ কৌশল তৃণমূলের। বহুতলের জন্য গঠিত হয়েছে বিশেষ গ্রুপ। চলছে পতাকা ছাড়া প্রচার। বাংলা, হিন্দি ও ইংরেজিতে দক্ষ এমন এক বক্তা প্রচারে রাখা হয়েছে।

গণপিটুনি বিল নিয়ে উত্তাল হতে চলেছে বিধানসভা

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে একাধিক গণপিটুনির ঘটনার পরে এই ইস্যুতে এবার সরব হতে চলেছে শাসক দল। পাঁচ বছর পেরিয়ে গেলেও গণপিটুনি বিল কার্যকর হয়নি রাজ্যে। এক্ষেত্রে তৃণমূলের অভিযোগ, রাজ্য বিধানসভায় পাশ হওয়া এই বিলে এখনও অনুমোদন নেই রাজ্যপালের। উল্লেখ্য, রাজস্থান, পশ্চিমবঙ্গ ও মণিপুরে আনা হয়েছিল এই বিল। এদিকে রাজভবনের তরফ থেকে সায় মিলছে না এই বিলে। বিধানসভা সূত্রে খবর, মানা হয়নি সারকারিয়া কমিশনের রিপোর্ট। সারকারিয়া কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী, কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক বিচার করে, মানুষের স্বার্থে দীর্ঘদিন বিল ফেলে রাখা যায় না। আর সেই কারণেই এই ইস্যুতে এবার বিধানসভায় ঝড় তুলতে চলেছে শাসকদলের বিধায়করা।

উল্লেখ্য, ২০১৯-এ গণপিটুনি রুখতে কড়া আইন তৈরিতে বিল এনেছিল রাজ্য সরকার। ২০১৯ সালের ৩০ অগাস্ট রাজ্য বিধানসভায় যে বিল পাশ হয়, তাতে গণপিটুনির মতো অপরাধে মৃত্যুদণ্ডের সংস্থান পর্যন্ত রাখা হয়। গণপিটুনি সংক্রান্ত এই বিল পাশ হয় ৩০ অগাস্ট ২০১৯। রাজ্যপালের কাছে যায় ৩ সেপ্টেম্বর ২০১৯। গণপিটুনির জন্য শাস্তির কথা বলা হয়েছে এই বিলে, হালকা আঘাত হলে তিন বছরের জন্য সাজা। আঘাত বেশি হলে ১০ বছরের জন্য সাজা ও তিন লক্ষ জরিমানা। মৃত্যু হলে, ফাঁসি অথবা যাবজ্জীবন। এক থেকে পাঁচ লক্ষ জরিমানা। প্ররোচনার অভিযোগ প্রমাণিত হলে তিন বছরের সাজা। পাশাপাশি সাক্ষীকে ভয় দেখালে বা দোষ প্রমাণিত হলে ৫ বছরের সাজার কথা বলা হয়েছে এই বিলে।

ঘটনাচক্রে, গণপিটুনি প্রতিরোধ বিল পাশ হয়েছিল তিনটি অ-বিজেপি শাসিত রাজ্যের বিধানসভায়। ২০১৯-এর অগাস্টে রাজস্থান বিধানসভায় পাশ হওয়া বিলে গণপিটুনিতে খুনের অপরাধীর যাবজ্জীবন কারদণ্ড এবং ১ থেকে ৫ লক্ষ টাকার জরিমানার সাজা ধার্য করা হয়েছিল। তার তিন সপ্তাহ পরেই পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় গণপিটুনিতে খুনের সর্বোচ্চ সাজা মৃত্যুদণ্ডের বিল পাশ হয়। ২০২১-এর ডিসেম্বরে ঝাড়খণ্ড বিধানসভায় পাশ হওয়া বিলেও গণপিটুনিতে ৩ বছর থেকে যাবজ্জীবন জেলের সাজা ধার্য হয়। ২০১৮ সালে মণিপুর বিধানসভায় গোষ্ঠী হিংসা প্রতিরোধী বিল পাশ করানো হয়েছিল। সেখানে আলাদা ভাবে গণপিটুনির কথা বলা হয়নি।

ধাপার মাঠপুকুরে আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফের শহরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। ধাপা মাঠপুকুরের কাছে সায়রাবাদে আগুন লাগে মঙ্গলবার সকালে। সকাল ১১ ট ২৫ মিনিটে মোবিল কারখানার গুদামে আগুন লাগার খবর পায় দমকল। ভিতরে দাহ্য পদার্থ থাকায় আগুন ভয়াবহ আকার নেয়। রাসায়নিক কারখানার ভিতর থেকে বিস্ফোরণের শব্দ আসতে থাকে। কারখানার চারপাশ দিয়ে ছিটকে বের হতে দেখা যায় আগুনের লেলিহান শিখা। খবর পেতেই প্রথমে দমকলের ৫টি ইঞ্জিন পৌঁছায় ঘটনাস্থলে। পরে ইঞ্জিনের সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে থাকে। এদিকে কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় গোটা এলাকা। এদিকে স্থানীয় সূত্রে খবর, কারখানায় মজুত ছিল ইঞ্জিন অয়েল। ফলে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয় দমকলকে। আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ায় আশেপাশের বাড়িগুলো দ্রুত খালি করে দেওয়া হয়। তবে কী থেকে এই ঘটনা তা এখনও স্পষ্ট নয়।

দুষ্কৃতীমুক্ত আড়িয়াদহের দাবিতে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বেলঘড়িয়া থানার কামারহাটি পুরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের আড়িয়াদহ কেদারনাথ সিংহ রোডে আক্রান্ত মা ও ছেলে। অভিযোগ, রবিবার রাতে স্থানীয় যুবক সায়নদীপ পাঁজার উপর অতর্কিতে হামলা চালায় স্থানীয় দুষ্কৃতী জয়ন্ত সিং ও তাঁর দলবল। যদিও এই ঘটনায় মূল অভিযুক্ত জয়ন্ত সিং এখনও বেপাত্তা। পুলিশ ইতিমধ্যে ঘটনায় জড়িত ৬ জনকে গ্রেফতার করেছে। তবে ঘটনায় মূল অভিযুক্তরা গ্রেপ্তার না হওয়ায় ক্ষোভে ফুঁসছেন স্থানীয়রা। মঙ্গলবারও জয়ন্ত সিং-কে গ্রেপ্তারের দাবিতে আড়িয়াদহ তালতলা স্পোর্টিং ক্লাবের সামনে বিক্ষোভ দেখান মহিলারা। গুণ্ডামুক্ত আড়িয়াদহের দাবিতে এদিন সোচ্চার হলেন তাঁরা। সায়নদীপের পিসতুতো বোন অদিতি বল্লভ বলেন, পুলিশের ওপর তারা আস্থা রাখতে পারছেন না। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে দোষীদের পাকড়াও করা হচ্ছে না। ঘটনা নিয়ে কামারহাটির পুরপ্রধান গোপাল সাহা বলেন, 'পুলিশকে বলেছি যারা মূল অভিযুক্ত তাদেরকে পাকড়াও করে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে। সেক্ষেত্রে ঘটনায় দলের কেউ জড়িত থাকলে তাঁকেও ধরতে বলেছি।'

৭০ লক্ষ টাকা ফেরত দিতে চান ঋতুপর্ণা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ৭০ লক্ষ টাকা ফেরত দিতে চান ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত। রেশন বণ্টন দুর্নীতি মামলায় ইডির জিজ্ঞাসাবাদের পর এমনটাই জানালেন অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত। গত মাসে রেশন বণ্টন দুর্নীতি মামলায় কিছুদিন আগেই নোটিস দেওয়া হয়েছিল তাঁকে। প্রথমে হাজিরা এড়িয়ে গেলেও, পরে ইডি দফতরে হাজিরা দেন তিনি। প্রায় পাঁচ ঘণ্টা টানা জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল তাঁকে। সেখান থেকে বেরিয়ে তিনি জানিয়েছিলেন, তাঁর কাছে নথি চাওয়া হয়েছিল, তা দিয়েছেন তিনি। একাধিক ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্টও জমা দিয়েছেন তিনি। এই জিজ্ঞাসাবাদের পর বেরিয়ে তিনি দাবি করেছিলেন, রেশন দুর্নীতির সঙ্গে তাঁর কোনও সম্পর্ক নেই। তবে ইডি সূত্রে দাবি, রেশন দুর্নীতি মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের পর ৭০ লক্ষ ফেরতের আর্জি জানিয়েছেন ঋতুপর্ণা।

এদিকে এর আগে নিয়োগ

দুর্নীতি মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের পর টাকা ফেরত দিয়েছিলেন টলি অভিনেতা বনি সেনগুপ্ত। ৪০ লক্ষ টাকা নিয়েছিলেন তিনি। সেই তথ্য সামনে আসার পর বনিকে ডেকে পাঠানো হয়েছিল ইডি দফতরে। পরে ৪০ লক্ষ টাকা ফেরত দেন তিনি।

পুরনিয়োগ দুর্নীতির চার্জশিটে নাম পাঁচু রায়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন: পুরনিয়োগ দুর্নীতি মামলায় চার্জশিট জমা করল সিবিআই। সূত্রে খবর, এই চার্জশিটের প্রথমেই নাম রয়েছে দক্ষিণ দমদম পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান পাঁচু গোপাল রায়ের। নাম রয়েছে 'মিডলম্যান' অয়ন শীলেরও। চার্জশিটে সিবিআই উল্লেখ করেছে, অতিমারি পরিস্থিতিতে দক্ষিণ দমদম পুরসভায় হঠাৎ করেই ২৯ জনের চাকরি হয়ে গিয়েছিল। সিবিআই-এর বক্তব্য, এই নিয়োগে দুর্নীতি রয়েছে। নিয়ম মেনে এই নিয়োগ হয়নি। তবে এই চাকরি টাকার বিনিময়ে হয়েছিল কিনা, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

প্রসঙ্গত, এদিকে এই প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতিতে প্রথমে গ্রেফতার হন কুন্তল ঘোষ। তারপর জেরা করে উঠে আসে শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম। আর সেই সূত্রেই উঠে আসে প্রোমোটার অয়ন শীলের নাম। তাঁর অফিস বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে একের পর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে আসে তদন্তকারীদের হাতে। অয়নের অফিস ও বাড়ি থেকে দিস্তা দিস্তা ওএমআর শিট উদ্ধার হয়। ২৮ পাতার একটি নথিপান তদন্তকারীরা। সিবিআই-এর দাবি, ওই নথিতে রয়েছে একাধিক পুরসভার প্রার্থী তালিকা এবং সেই সংক্রান্ত সুপারিশ। বেশ কিছু 'কোড ওয়ার্ড' পান তদন্তকারী আধিকারিকেরা। দক্ষিণ দমদম-সহ বেশ কয়েকটি পুরসভার প্যানেলের তথ্যও ছিল ওই নথিতে। তখনই নাম উঠে আসে পাঁচু রায়ের। সিবিআই-এর চার্জশিটে নাম থাকার প্রেক্ষিতে পাঁচু রায় বলেন, 'ওই নিয়োগের সময় আমি চেয়ারম্যান পদে ছিলাম। তাই অন্য কাউকে তো দোষী করতে পারব না। আমার সই রয়েছে। তবে ওই সময় কিছু গরমিল হয়েছে।'

মোটরম্যানদের নিয়ে ওয়ার্কশপ কলকাতা মেট্রোর

নিজস্ব প্রতিবেদন: মেট্রো পথে চালকদের মনসংযোগে যাতে ব্যাঘাত না ঘটে তাই মোটরম্যান ও তাদের পরিবারের সদস্যদের নিয়ে ওয়ার্কশপ করল কলকাতা মেট্রো। অতিরিক্ত কাজের চাপে নাজেহাল মেট্রো রেলের চালকরা। তার উপর তাঁরা যদি বাড়ি ফিরে পর্যাপ্ত বিশ্রাম না পান, তা হলে মনসংযোগে ব্যাঘাত ঘটবেই। সামান্য ভুলে ঘটে যেতে পারে বড়সড় দুর্ঘটনা। চালকরা যাতে বাড়িতে পর্যাপ্ত বিশ্রামের সুযোন পান, মন-মেজাজ ঠিক রাখতে পারেন, সে জন্য তাঁদের সহধর্মিনীদের কাছে সহযোগিতা চাইছেন মেট্রো কর্তৃপক্ষ। মানসিক চাপ কমাতে চালকদের নিয়মিত যোগাভ্যাস এবং মেডিটেশনের পরামর্শ দিচ্ছেন মেট্রো কর্তারা। কর্তৃপক্ষের দাবি, ট্রেন চালানোর জন্য চালকদের মানসিক চাপমুক্ত থাকা সবার আগে দরকার। ক্ষণিকের ভুলে হতে পারে বড় বিপদ। মেট্রো রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র জানিয়েছেন, এটা একটা ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। আমরা চালক ও তাদের পরিবারের সঙ্গে মাঝে মধ্যেই কথা বলি। আর অতিরিক্ত চাপ নেই। মেট্রোয় যথাযথ কর্মীও আছে।

পুর পরিষেবাকে মধ্যযুগীয় পরিস্থিতির সঙ্গে তুলনা মদনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: কামারহাটির পুর পরিষেবা নিয়ে মুখ খুললেন স্থানীয় বিধায়ক মদন মিত্র। এমনকি তিনি পুর পরিষেবাকে মধ্যযুগীয় পরিস্থিতির সঙ্গে তুলনা করলেন। স্বভাবতই বিধায়ক মদন মিত্রের নিশানায় পুর প্রধান গোপাল সাহা। মঙ্গলবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি বিধায়ক মদন মিত্র বলেন, 'যত্রতত্র রাস্তায় ময়লা-আবর্জনার স্তূপে ভরে গিয়েছে। দুর্গন্ধে নাগরিকরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠছেন। পুর অঞ্চলের বেশ কিছু জায়গায় পানীয় জলের জমস্যাও রয়েছে।' এদিন বিধায়ক মদন মিত্র অকপটে স্বীকারও করে নিলেন যে, কামারহাটি জুড়ে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে। তার প্রভাব পড়েছে ভোট বাক্সে। মদনের কথায়, পুকুর বুঝিয়ে বাড়ি কিংবা আবাসন গড়ে তোলা হয়েছে। তাছাড়া অনেক জায়গায় বেআইনি নির্মাণ হয়েছে। এর ফলে পুর অঞ্চলের মানুষের মধ্যে চাপা ক্ষোভ রয়েছে। মদনের দাবি, কামারহাটির ৩৫টি ওয়ার্ডের মধ্যে অধিকাংশ ওয়ার্ডে তারা হেরেছেন। এমনকি স্বয়ং পুরপ্রধানের ওয়ার্ডেও তারা হেরেছেন। মদন মিত্রের দাবি, সাতটি ওয়ার্ডে সংখ্যালঘুরা ভোট না দিলে কামারহাটি বিধানসভা কেন্দ্রে তারা হেরে যেতেন। সুতরাং কামারহাটি কেন্দ্রে

বিরোধীদের ভোট ব্যাঙ্ক বাড়ার নেপথ্যে পুর পরিষেবার খামতিকেই দায়ী করলেন স্থানীয় বিধায়ক মদন মিত্র।

যদিও পুর পরিষেবার খামতি মানতে নারাজ পুরপ্রধান গোপাল সাহা। তিনি বলেন, 'প্রতিটি ওয়ার্ডে বাঁশি বাজিয়ে বাড়ি বাড়ি থেকে ময়লা সংগ্রহ করেন পুর কর্মীরা। সেক্ষেত্রে রাস্তায় ময়লা পড়ে থাকার কথা নয়। তবে কোথায় কোথায় বাড়ি থেকে ময়লা সংগ্রহ করা হচ্ছে না। তা তিনি খোঁজ নিয়ে দেখবেন।'

ঘূর্ণাবর্ত যোগে দেশজুড়ে সক্রিয় মৌসুমী বায়ু, স্বস্তির বৃষ্টি রাজ্যে

নিজস্ব প্রতিবেদন: মৌসুমী বায়ুর খেলা শুরু হয়েছে দেশজুড়ে। বর্তমানে তাকে যোগ্য সঙ্গত দিচ্ছে ঘূর্ণাবর্ত ও অক্ষরেখার জোরালো উপস্থিতি। আবহাওয়ার চরম রদবদল শুরু হয়ে গিয়েছে প্রায় সব রাজ্যেই। রাজস্থান, পঞ্জাব, হরিয়ানা ছাড়া দেশের সব অংশে মৌসুমী বায়ু সক্রিয়। আগামী দু'দিনে সারা দেশেই মৌসুমী বায়ু বিস্তার ঘটাবে এমনটাই ইঙ্গিত আবহাওয়াবিদদের। যার জেরে একাধিক রাজ্যে ভারী বৃষ্টির সতর্কতাও দিয়েছে মৌসম ভবন। মৌসম ভবন জানিয়েছে, মৌসুমী অক্ষরেখা জয়শলমের, শীর্ষা, কুরুক্ষেত্র, রাজপুরা, লুধিয়ানার উপর দিয়ে বিস্তৃত। আগামী দু'দিনে মৌসুমী বায়ু সারা দেশে কভার করবে বলে অনুমান আবহাওয়া বিজ্ঞানীদের।

সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে সাব হিমালয়ান ওয়েস্ট বেঙ্গল অর্থাৎ উত্তরবঙ্গে। ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে গুজরাত, অসম ও হরিয়ানাতে। একটি অক্ষরেখা রয়েছে পঞ্জাব থেকে মিজোরাম পর্যন্ত। এই অক্ষরেখাটি উত্তর প্রদেশ, বিহার, উত্তরবঙ্গ ও অসমের উপর দিয়ে গিয়েছে। আরও একটি

অক্ষরেখা রয়েছে গুজরাত থেকে মধ্যপ্রদেশ পর্যন্ত। প্রবল বৃষ্টির সম্ভাবনা অরুণাচল প্রদেশ-সহ উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলি অসম, মেঘালয়, মণিপুর, নাগাল্যান্ড, মিজোরাম ও ত্রিপুরাতে। ভারী বৃষ্টি থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হবে কঙ্কন, গোয়া, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, গুজরাতে। তামিলনাড়ু, কেরল, মাহেতেও ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস। হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ডে প্রবল বৃষ্টির সতর্কতা। বৃষ্টি হবে পঞ্জাব, হরিয়ানা, চণ্ডীগড়, দিল্লি, উত্তর প্রদেশ, রাজস্থান, এবং ওড়িশা, বিহার, ঝাড়খণ্ডেও। মঙ্গলবার থেকে আগামী তিন দিন ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর। কমলা সতর্কতাও জারি করা হয়েছে। যার অর্থ এই বৃষ্টি মানুষের জন্য স্বস্তির পরিবর্তে বিপর্যয় হয়ে উঠতে পারে। স্কাইমেট ওয়েদারের দেওয়া পূর্বাভাস অনুযায়ী, ২ জুলাই, উত্তর-পূর্ব ভারত, সিকিম, পশ্চিমবঙ্গ, পশ্চিম উত্তর প্রদেশে মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টি হতে পারে। ভারী বৃষ্টি হতে পারে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, ওড়িশা, কেরল, লাক্ষাদ্বীপেও।

মঙ্গলবার সব জেলাতেই বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হয়। বুধবার থেকে বৃষ্টি বাড়বে দক্ষিণবঙ্গে। কয়েক জেলায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। উত্তরবঙ্গে পাঁচ জেলা দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার এবং জলপাইগুড়িতে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টি চলবে। বৃহস্পতিবার থেকে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়তে পারে। উত্তরবঙ্গে নামতে পারে ধস। নতুন করে নদীর জলস্তর বাড়ার আশঙ্কা বলে অনুমান আবহাওয়াবিদদের।

মাঝেরহাট স্টেশনের পার্পল লাইনের কাজ এগোচ্ছে দ্রুত গতিতে

নিজস্ব প্রতিবেজন: মাঝেরহাট স্টেশনের পার্পল লাইনের নির্মাণ কাজ সাম্প্রতিক সময়ে নজরকাড়া গতিতে এগোচ্ছে। কলকাতা মেট্রোর পার্পল লাইন যা জোকা থেকে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত প্রসারিত এখন জোকা থেকে মাঝেরহাট পর্যন্ত চালু আছে। পরিকল্পনা অনুসারে এটিকে আরও প্রসারিত করার এবং ব্লু লাইনের পাশাপাশি গ্রিন লাইনের সাথে সংযুক্ত করে শহরের কেন্দ্রস্থলে পৌঁছানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। এর জন্য, এই করিডোরের মোমিনপুর থেকে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত নির্মাণ কাজ সেভাবেই এগোচ্ছে। এই স্ট্রেচ নির্মাণের ইতিমধ্যেই মেসার্স গত জুলাইয়ে লারসেন অ্যান্ড টুব্রোকে ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়াও হয়েছে।

মোমিনপুরের পরে, এই প্রসারিত অংশে থাকবে চারটি মেট্রো স্টেশন। খিদিরপুর, ভিক্টোরিয়া, পার্ক স্ট্রিট এবং এসপ্ল্যানেড। ভূগর্ভস্থ স্টেশনগুলিতে হবে অত্যাধুনিক মানের। যেখানে যাত্রীদের সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা থাকবে। এক্সিকিউটিং এজেন্সি রেল বিকাশ নিগম লিমিটেড জার্মানি থেকে এই প্রসারিত টানেলগুলিকে গর্ত করার জন্য দুটি টানেল বোরিং মেশিন নিয়ে আসছে বলেও জানানো হয়েছে কলকাতা মেট্রোর তরফ থেকে। এই টিবিএমগুলি ২০২৫-এর জানুয়ারিতে কলকাতায় আসবে বলে আশা করা হচ্ছে। এর আগে লঞ্চিং শ্যাফট নির্মাণের প্রস্তুতিমূলক কাজ শুরু হয়েছে গত ২৭ জুন থেকে সেন্ট থমাস স্কুল চত্বরে চলছে লঞ্চিং শ্যাফ্টের ডি-ওয়াল নির্মাণ কাজ। এই ডি-ওয়ালের দৈর্ঘ্য হবে ৬৫ মিটার এবং এই নির্মাণ দুই মাসের মধ্যে শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। অনেক প্রশাসনিক ও আইনি সমস্যা কাটিয়ে ওঠার পর এই প্রকল্পের জন্য এটি একটি উৎসাহ ব্যঞ্জক ঘটনা বলেই মনে করছে কলকাতা মেট্রো। এর পাশাপাশি মহেশতলার সরকারপুলের কাস্টিং ইয়ার্ডে টানেল অংশের কাস্টিং কাজও শুরু হয়েছে।

সম্পাদকীয়

বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্টি মুসলমান চরিত্রগুলি সাহিত্যে অমর হয়ে আছে, তাই তার বিরুদ্ধে ধর্মবিদ্বেষী তকমা দেওয়া গুরুতর অন্যায়

দার্শনিক কার্ল মার্ক্সের 'কম্যুনিষ্ট ম্যনিফেস্টো' প্রকাশিত হয় ১৮৪৮ সালে আর 'দাস ক্যাপিটেল' প্রকাশিত হয় ১৮৬৭ এ; অন্যদিকে কমলাকান্তের দপ্তর প্রকাশিত হয় ১৮৭৫ যখন বঙ্কিমের বয়স প্রায় ৪৭ এবং তাঁর ব্যতিক্রমী প্রবন্ধ 'সাম্য' ১৮৭৯ সালে প্রকাশিত হয় । একথা অনুমান করা নিশ্চয়ই অসমীচীন নয় যে বঙ্কিম যেহেতু সমসাময়িক পাশ্চাত্য সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রদর্শন ও অর্থনীতির গতিপ্রকৃতি সমন্ধে সম্যক অবহিত ছিলেন 'কমলাকান্তের দপ্তর' এবং 'সাম্য' রচনার সময় বঙ্কিম কার্ল মার্ক্সের তত্ত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ন ওয়াকিবহাল ছিলেন, হয়ত কিঞ্চিৎ পরিমানে প্রভাবিতও হয়েছিলেন। সাম্য বা কমলাকান্তের দপ্তরের অন্যান্য প্রবন্ধে বঙ্কিমমানসে এর প্রভাবের নিদর্শন অনুভব করা যায়। 'সাম্য' প্রবন্ধের একটি অংশ এখানে উদ্ধৃত করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। 'বড় লোকে ছোট লোকে প্রভেদ কিসে? রাম বড় লোক, যদু ছোট লোক কিসে? তাহা নিন্দুক লোকে একপ্রকার বুঝাইয়া দেয়। যদু চুরি করিতে জানেনা ,বঞ্চনা করিতে জানেনা, পরের সর্বস্ব শঠতা করিয়া গ্রহন করিতে জানেনা, সুতরাং যদু ছোট লোক; রাম চুরি করিয়া,বঞ্চনা করিয়া, শঠতা করিয়া ধন সঞ্চয় করিয়াছে, সুতরাং রাম বড় লোক। রামের মাহাত্ম্যের উপর পুষ্পবৃষ্টি কর'। হয়ত পরবর্তীকালে তাঁর মতের কিঞ্চিৎ পরিবর্তন হয়েছিল তবু বঙ্গদর্শনে'র সম্পাদক হিসাবে তাঁর এই বৈচিত্র্যপূর্ন এবং আকর্ষনীয় রচনাসমূহ প্রবন্ধসাহিত্যে তাঁর প্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হিসাবে চিরভাস্বর হয়ে থাকবে। বঙ্কিমচন্দ্রই একমাত্র সাহিত্যিক যিনি তাঁর উপন্যাসে যে অসংখ্য মুসলমান চরিত্র সৃষ্টি করেছেন সেগুলি সাহিত্যে অমর হয়ে আছে। তাঁর বিরুদ্ধে বিশেষ ধর্মবিদ্বেষী হওয়ার অভিযোগ কেবল অসত্য অনৈতিক নয় এর দ্বারা নিজ মনের সংকীর্ণতার প্রকাশই ঘটে।

আনন্দকথা

মা বলে তাঁকে ডাকলে ভক্তি-প্রেম আরও বাড়বে। কখন দাস্য, কখন সখ্য, কখন বাৎসল্য, কখন মধুর ভাব। কোন কামনা নাই তাঁকে ভালবাসি, এটি বেশ। এর নাম অহেতুকী ভক্তি। টাকা-কড়ি, মান-সম্ভ্রম কিছুই চাই না; কেবল তোমার পাদপদ্মে ভক্তি। বেদ, পুরাণ, তন্ত্রে এক ঈশ্বরেরই কথা আছে ও তাঁহার লীলার কথা; জ্ঞান ভক্তি দুইই আছে। সংসারে দাসীর মতো থাকবে; দাসী সব কাজ করে, কিন্তু দেশে মন পড়ে আছে। মনিবের ছেলেদের মানুষ করে; বলে, 'আমার হরি' 'আমার রাম' কিন্তু জানে, ছলে আমার নয়। তোমরা যে নির্জনে সাধন করছ, এ খুব ভাল, তাঁর কৃপা হবে। জনক রাজা নির্জনে কত সাধন করেছিলেন, সাধন করলে তবে তো সংসারে নির্লিপ্ত হওয়া যায়।
''তোমরা বক্তৃতা দাও সকলের উপকারের জন্য,

(ক্রমশঃ)

জন্মদিন

আজকের দিন

হরভজন সিং

১৯৬৭ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্র নির্দেশক তিগমাংশু ধুলিয়ার জন্মদিন।*
১৯৮০ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় হরভজন সিংয়ের জন্মদিন।*
১৯৮৪ *বিশিষ্ট কৌতকাভিনেত্রী ভারতী সিংয়ের জন্মদিন।*

ভালোবাসা দিয়ে হয় সবকিছু জয়

বাবুল চট্টোপাধ্যায়

আসছি টিনএজদের কথায়। ইটস ডেঞ্জারাস টাইম। এরা সব জানে। সব কিছু নতুন দেখছে। পর্দায় রণবীর দীপিকা নাচছে। সুতরাং সব জানি। টেস্ট পেপারের বাইরেও জ্ঞান। আবার মেয়ে বন্ধু। ভুল বললাম। মেতে বন্ধু। প্রথমে পাত্তা দেয়নি। পরে পেনের ছুতোয় হাতের পরশ জাস্ট পাগল করে দিয়েছে। ছেলেটার কোচিং কামাই। মেয়েটার মুখভার। কি হলোরে তোর? ও... বুঝেছি। পাশ থেকে একটু ঠেলা আর অনেকটা হাসির লহরী। স্যারের জিজ্ঞাসা। কি হলো কি? কিছু না স্যার। লিখছি তো। এটা কি! কার্বন কপি কেনো? না স্যার এটা ইমনের। ওর জ্বর। তাই...। ও ...। স্যার ভাবে আদিখ্যেতা।

কবি বলেছেন — 'সাদা ভাবনার সারি মাঝে মধ্যে কালো দাগ, ক্ষত/ জানলে বাজানো যায় সব মন পিয়ানোর মত।' এ এক কঠিন সত্য। ভালোবাসা শব্দটি চার অক্ষরের কিন্তু এর ব্যঞ্জনা বৃহৎ। মনে রাখতে হবে ভালোলাগা আর ভালবাসার মধ্যে বিপুল ফারাক। আপনার কাউকে ভালো লাগতেই পারে। তার মানে এই নয় যে আপনি তাকে সহজেই ভালোবেসে ফেলতে পারেন। আপনি জীবনে অনেকের সঙ্গে মিশেছেন বা মিশবেন। যার মধ্যে অনেককে আপনার ভালো লাগতেই পারে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে আপনি তাকে ভালোবেসে ফেলবেন। ভালো লাগাটা একটি আপেক্ষিক বিষয়। কিন্তু ভালোবাসাটা একটা পরিণত চিন্তার বিষয়। আর যদি কম সময়ের মধ্যে ভালো লাগাটা দেখা যায় এবং কখন ভালোবাসায় পরিণত হয় তাহলে বুঝে নিতে হবে এই ভালোবাসার পরিণতি খুব ভয়ংকর। সে আবারও অন্য কোনো ভালোবাসার চক্রে পড়তেও পারে। আর এটা হামেশাই হতে পারে। তবে এটা একটু বড়দের কথা। আসুন আমরা বরং একেবারে ছোটবেলা থেকে বারবেলা অবধি ভালোবাসার রূপকথায় পায়চারি করে আসি।

একেবারে শিশুবেলায় শিশু যে কথা শুনবে না সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আপনি এমন অনেক গার্জেন কে পাবেন যে তারা ঠিক শিশু মনস্তত্ত্ব কে বোঝেনই না। বাবারা ভাবেন বকে, মারধর করে বোধহয় সব হয়। আর মা'রা ভাবেন বেশি আদর দিলেই বোধহয় শিশু গ্রিপ এ আসবে। এক্ষেত্রে বলবার বিষয় হলো দু'টোই ভুল। কারণ যদি শিশুকে বেশি মারধর বকাঝকা করা যায় তবে সে এটাই ধরে নেবে যে এটাই বাবার হায়েস্ট লেভেল। সুতরাং তা কিছুদিন যাওয়ার পর তো এমনিতেই গা সওয়া হয়ে যাবে। ভয় বলে কোনো বস্তু তার মধ্য দেখা যাবে না। আবার মায়ের বেশি আদরেও শিশু বিগড়ে যেতে পারে। কারণ দেখা গেছে যে বেশি আদরে বাচ্চার বায়না বেড়ে যায়। এখন প্রশ্ন হলো তাহলে কি করা যাবে? অবশ্যই অনেক কিছু করার আছে। আপনি জানুন শিশু কি ভালোবাসছে। ও কি আপনার থেকে একটু বেশি সময় চাইছে নাকি অন্য কিছু। স্বাভাবিক ভাবেই এটা ধরে নেওয়া যায় যে বাবারা বাইরে থাকেন বলে বাবাদের কাছ থেকে বাচ্চারা সময় বেশি আশা করে। এবার যদি সেটা আপনি বুঝে যান তবে আপনি এবার বুঝুন বাচ্চা আপনার থেকে ঠিক কি চায়। একটু ওর পালস বুঝলে জানতে পারবেন যে ও বেশি সময় আপনার সঙ্গে খেলতে চাইছে। সুতরাং আপনি ওর সঙ্গে খেলুন। অনেক অনেক সময় দিন। অনেক অনেক ভালোবাসা। দেখবেন ও আপনাকে ছাড়া কিছু বুঝবে না। আর এ রকম করতে করতে একটা সময় দেখবেন আপনি যা বলবেন ও ঠিক তাই শুনছে। ব্যস, আপনি এটাকেই কাজে লাগান। কোনো মতে ওকে বুঝতে দেবেন না যে ওকে আপনি পড়াচ্ছেন। সব সময় বলুন আপনি ওর সঙ্গে খেলছেন। আর খেলার ছলে আপনি নামতা,বার, দিন, ইয়ার, যোগ-বিয়োগ সব শিখিয়ে নিন। দেখবেন কি সাকসেস হবে শিশু। আর মায়েদের বলি যে অত আদর দিলে হবে না। মাঝেমধ্যে বকতে হবে। বাচ্চাকে ছাড়তে হবে নিজের কাছ থেকে। আমি এমন অনেক বাচ্চাকে জানি যে কিনা স্কুলে যেতে চায় না ওই সময় মাকে ছেড়ে থাকতে হবে বলে। এমনটা হলে তো হবে না!

এবার আর একটু বড়োদের কথাই আসি। খুব ম্যাচিওর না হলে না ক্লাস সিক্স সেভেন অবধি বাচ্চা খুব দুষ্টু থাকে। সব ভালো লাগে শুধুমাত্র পড়া ছাড়া। এটাতেই অনেক চাপ। কেনো? ওদের মনে হয় মনে রাখার জন্যেই এত চাপ। তারপর অঙ্ক, ইংলিশ সব গোলমেলে করে দেয়। রোজ রোজ পড়াশুনো আর ভালো লাগে না। ফ্ল্যাটকেন্দ্রিক কালচার হাওয়ায় খেলার আর সুযোগ নেই। আর পড়ার চাপে এমনিতেই মাঠঘাট ফাঁকা। কি করে হবে? ম্যাথ স্যার যায় তো ইংলিশ স্যার আসে। তারপর আঁকা,কম্পিউটার আর রোজের স্কুল তো আছেই। পারা যায়! ওদিকে মায়ের আবার ও পরলো তো তুই পারলি না কেনো? — এই মহান বাক্যবাণ লেগেই আছে। এবার যদি কোনো অনুগত স্যার না মেলে তবে তো পুরোটাই বৃথা। না না পুরোটাই বৃথা নই। ওখানে আশীষ স্যার আছে। ক্লাসের যে সেকশানে ঢোকে অন্য সেকশান ফাঁকা হয়ে যায়। কারণ সে সেকশানে মাটিতে পা দেওয়ার জায়গা থাকে না। কারণ — মেঝেতে ছাত্র বসে। আর একটা বেঞ্চিতে কতজন যে ধরে তা বোঝা মুশকিল! এ যেনো মাঠের সচিন, সিনেমার অমিতাভ। কি আছে তার টেকনিক? হ্যাঁ, টেকনিক তো আছে। ভালো পোড়ানোর আর ভালোবেসে পোড়ানোর। আর না বুঝতে দেওয়া পোড়ানোর অদ্ভুত কৌশল সে রপ্ত করেছে। অন্য সারেরা হিংসায় মরে। মরুক। হি ইজ দি বস। বই ধরে না অথচ সিলেবাস কমপ্লিট। তার ওনার সাবজেক্ট এ কোনো ফেল নেই। কৌশলে জেনেছি যেদিন যা পড়াবে তা গুলে খেয়ে নেয়। তারপর নিজের বুদ্ধি লাগায়। আর এতেই কেল্লাফতে। আর এটা বাচ্চাদের প্রতি ভালোবাসা না থাকলে সম্ভব নয়। আমরা কি সবাই সেই স্যার হতে পারি না — আরেকটু ভালোবাসা দিয়ে?

আসছি টিনএজদের কথায়। ইটস ডেঞ্জারাস টাইম। এরা সব জানে। সব কিছু নতুন দেখছে। পর্দায় রণবীর দীপিকা নাচছে। সুতরাং সব জানি। টেস্ট পেপারের বাইরেও জ্ঞান। আবার মেয়ে বন্ধু। ভুল বললাম। মেতে বন্ধু। প্রথমে পাত্তা দেয়নি। পরে পেনের ছুতোয় হাতের পরশ জাস্ট পাগল করে দিয়েছে। ছেলেটার কোচিং কামাই। মেয়েটার মুখভার। কি হলোরে তোর? ও... বুঝেছি। পাশ থেকে একটু ঠেলা আর অনেকটা হাসির লহরী। স্যারের জিজ্ঞাসা। কি হলো কি? কিছু না স্যার। লিখছি তো। এটা কি! কার্বন কপি কেনো? না স্যার এটা ইমনের। ওর জ্বর। তাই...। ও ...। স্যার ভাবে আদিখ্যেতা। ভাবুক। আমি তো ওকে...। ওকে কি? না, বলতে পারবো না। বন্ধুদের আবারও হাসির ছটা। দেখিস বাবা রাতে ঘুম হই তো? না, আসলে...! অনি ভাবছে ওটা ওর ভালোবাসা। কিন্তু তা নয়। ওটা এক ইমফাচ্যুয়েশন। ওটা ওই বয়েস বুজলে তো! না, বুঝবে না। বুঝিয়েছিল ওর ইংলিশ ম্যাম। অনেক ভালোভাবে, অনেক যত্ন করে। যখন দেখছে ওদের পড়াশুনো বিস্তর ক্ষতি হচ্ছে তখন একদিন আলাদা করে সময় দিয়ে প্রবলেমটা সলভ করেছিল। একেবারে ভালোবাসা দিয়ে তাই সব কিছুই জয় করা যায় তো আরোও একবার প্রমাণ হলো। তাহলে? আমাদের সদিচ্ছাটা থাকাটা খুব জরুরী।

এরপর আসছি একেবারে বড়োদের কথায়। এ এক সাংঘাতিক সময়। ধরা যাক পড়াশুনো শেষ। চাকরি এখনও জোটেনি। বাট মনের কোণে কথায় যেনো মোনালিসার কথাটা বাজছে — আমি আরো দু'বছর তোর জন্যে অপেক্ষা করবো। তুই সেটেল হ। কিন্তু এই বাজারে চাকরি! কি করে সম্ভব? ভালোবাসা থাকলে সব সম্ভব। ওসব রোমান্টিক সিনেমায় হয়,বাস্তবে নয়। তবুও না, হলো না। দু'বছর কেটে গেল। মোনালিসার ফোন বন্ধ তা দুই মাস হলো। তবে কি...! হ্যাঁ ঠিক ভেবেছে। এখন প্রশ্ন হলো তবে কি মোনালিসা ওকে ভালোবেসেছিল! উত্তর না, ভালোবাসেনি। ওটা ভালোবাস নয়। আপনি বলবেন আর কতকাল সে অপেক্ষা করবে? আরে প্রকৃত ভালোবাসলে তো আরও অপেক্ষা করতে পারতো। আপনি বলবেন হয়ত বাড়ির থেকে বিয়ের কোনো চাপ ছিল। আমি বলবো ঠিক কথা। তাও বলবো আরেকটু তো অপেক্ষা করতেই পারতো — যদি সে যথার্থ ভালোবাসতো। আসলে ভালোবাসা এই শব্দটির অক্ষর চারটি হলেও ওজন অনেক। তাই প্রকৃত ভালোবাসা আজকের সমাজে সত্যিই কম। খুব কম মানুষই যাদের প্রকৃত ভালোবাসা আছে। তাহলে বাকিরা? বাকিরা এডজাস্ট করেন, অনেক কিছুতেই এডজাস্ট করেন। ভালোবাসলে কষ্ট পেতে হয় — এই নিত্য সত্যটি আজ আর কেউ সহ্য করতে পারে না। ভালোবাসতে পারে তবে তার জন্যে কষ্ট সহ্য করতে পারার মানুষ খুবই কম।

কিন্তু কম হলেও সব ক্ষেত্রে যদি এক পার্সেন্ট ও ভালো মানুষ থাকেন তবে এই পৃথিবী খুব সুন্দর হয়ে যাবে। জানবেন মন্দ মানুষ অনেকে মিলে যা করতে পারে না, ভালো মানুষ খুব কম জনেই তা করতে পারে খুব সহজে। কারণ তাদের মধ্যে ভালো শিক্ষা আছে, ভালো মূল্যবোধ আছে, ভালো পরিবেশ আছে। আর এই সব নিয়ে তাদের ভালোকাজে ভালোবাসাও আছে। আর সেই ভালোবাসার এত জোর যে তা অনেককে ভালো করতে পারে। আপনার নিজের প্রতি কনফিডেন্স থাকাটা দরকার। আপনি যখন যে কাজ করছেন তা ভালোবেসে করুন দেখবেন আপনি ফিটব্যাক পাবেন। পাবেনই। আজ হোক বা কাল। কি মানবেন তো?

লেখক: বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক

পুরীর রথযাত্রার সাথে জুড়ে রয়েছে রাঘবের ঝালির ঐতিহ্যময় ইতিহাস

শুভঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

উত্তর ২৪ পরগণার অন্যতম বৈষ্ণব সংস্কৃতির পীঠস্থান হিসাবে পানিহাটির নাম উঠে আসে। অনেক বিশিষ্ট ঐতিহাসিকদের মতে, পানিহাটির পূর্বের নাম ছিল 'পুণ্যহট্ট'। ভক্তিভাব এবং বৈষ্ণব সংস্কৃতির অন্যতম পীঠস্থান হল পানিহাটি। পাশ দিয়ে বয়ে গিয়েছে ভাগীরথী নদী যেটি হুগলী নদী নামে পরিচিত। আবার অনেকে গঙ্গা নদী বলে থাকে। ভাগীরথীর পার বরাবর গড়ে উঠেছে এক বৈষ্ণব নগরী। পানিহাটিতে বৈষ্ণব সংস্কৃতির ভাবধারাকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম রাঘব পণ্ডিত। তিনি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর অন্যতম পার্ষদ ছিলেন।

রাঘব পণ্ডিতের বসবাসের বহু পূর্ব থেকেই পেনেটি (বর্তমানের পানিহাটি) একটি প্রধান বানিজ্যস্থান রূপে পরিচিত। সেসময়ে এর নাম ছিল পণ্যহাটি। পণ্ডিতনের মতে পণ্যহট্ট বা পণ্যহট্টের উপদেশ পানিহাটি বা পেনেটি। বহুবিধ দ্রব্যের কেনাবেচা হত এখানে। অবশ্য পেনেটির গর্বের পণ্য ছিল শিঙের চিরুনী। কালক্রমে ব্যবসা-বাণিজ্য উঠে যায়। বাণিজ্যকেন্দ্র অন্যত্র স্থানান্তরিত হয়। ষোড়শ শতাব্দীতে এখানে বিকাশ লাভ করে একটি ধর্মকেন্দ্র। উদ্ভূত হয় নতুন তীর্থ। গড়ে ওঠে হরিনামের হাটবাজার।

ইতিহাস থেকে জানা যায় , দেগঙ্গা , বেড়াচাঁপা অঞ্চলের রাজা চন্দ্রকেতুর রাজধানী চন্দ্রকেতু-গড়। সেই রাজার তৈরী খাল আর রাস্তা একসময় সেই প্রাচীন জনপদকে যুক্ত করতো এই পানিহাটির সঙ্গে। সেই চন্দ্রকেতু রাজার রাজপুরোহিত ও সভা পন্ডিত ছিলেন গঙ্গাপ্রসাদ চতুর্বেদী — রাঘব পন্ডিতের পিতামহ। পানিহাটির পুণ্যভূমিতে বর্তমানে যেখানে রাঘব ভবন বা পানিহাটি পাটবাড়িতে পঞ্চম দোলের পুণ্যতিথিতে রাধা মদনমোহন জিউয়ের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। পূর্বপুরুষের পদাঙ্ক অনুসরণ করে রাঘব হয়ে ওঠেন পন্ডিত। পরবর্তীকালে সপ্তগ্রামের জমিদার শ্রী হিরণ্য দাস ও গোবর্ধন দাসের কুল দেবতা শ্রী রাধারমণ জীউ এর বিগ্রহকে রাঘব পণ্ডিতের কাছে দিয়ে যান নিত্যসেবার উদ্দেশ্যে। রাঘব পণ্ডিতের সূত্রেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই গৃহে দু-দুবার আগমন।

পণ্ডিত গঙ্গাপ্রসাদের পুত্র এবং রাঘব পন্ডিতের পিতা স্বর্গীয় শ্রী দেবীপ্রসাদ চতুর্বেদী একজন পণ্ডিত ছিলেন । এই রাঘব ভবনেই তাহাঁর টোল ছিল।

পণ্ডিত দেবীপ্রসাদ তাঁর পুত্র রাঘবকে উপযুক্ত শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষা এবং ধর্মচর্চার পীঠস্থান নদীয়া জেলার নবদ্বীপে পাঠান। সেখানে ভূভারতের শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব চূড়ামণি শ্রী নিমাই পন্ডিতের (চৈতন্য মহাপ্রভু) সাথে সাক্ষাৎ হয়। সেখানে তাঁর কাছ থেকে বৈষ্ণব সংস্কৃতি , হরিনাম সঙ্কীর্তন বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করে নবদ্বীপ থেকে পানিহাটিতে ফিরে আসেন।

পানিহাটিতে ফিরে এলেও তাঁর মন পরে থাকত সেই নবদ্বীপে। তিনি মনে মনে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর চরণে নিজেকে সমর্পণ করলেন এবং সর্বদা তাঁর চিন্তায় বিভোর হয়ে থাকতেন।

শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু ৯২১ বঙ্গাব্দে কার্ত্তিক কৃষ্ণা দ্বাদশী তিথিতে রাঘব ভবনে পদার্পণ করেন।

'শুন শুন ভক্তগণ শুন মোর কথা।
রাঘবের ঘরে আমি থাকিব সর্বদা।।
চারি ঠাঁই আমি থাকিব সর্বদাই।
শ্রী শচীর রন্ধনে শ্রী বাস অঙ্গনে।।
শ্রী নিত্যানন্দ নর্তনে শ্রী রাঘব ভবনে।
নিত্যমম আবির্ভাব শুন ভক্তগণে।।'

কয়েকদিন অবস্থানের পর মাতৃ দর্শনের উদ্দেশ্যে নবদ্বীপে রওনা হন। এরপর ঐ বছরই চৈত্রমাসের একাদশী তিথিতে পানিহাটিতে এসে উপস্থিত হন। রাঘব ভবনে একরাত্রি যাপন করেন। পরেরদিন দ্বাদশী তিথিতে অপরাহ্ণে নৌকাযোগে বরাহনগরের ভাগবতাচার্যের গৃহে (শ্রী পাঠবাড়ী আশ্রম) এর অভিমুখে রওনা হন।

রাঘব পন্ডিতের গৃহে অবস্থান করতেন তাঁর বাল্যবিধবা ভগ্নী দময়ন্তী দেবী। দময়ন্তী দেবী গৃহ কর্মে ছিলেন অত্যন্ত দক্ষ। রাঘব ভবনে রয়েছে দময়ন্তী দেবীর রান্নাঘর। মহাপ্রভু এলে তিনি তাঁর নিপুণা হাতে বিভিন্ন পদ রন্ধন করে খাওয়াতেন মহাপ্রভুকে।

'রাঘবের পন্ডিত ঘরে ভোজন করিল।
রাঘবের শাক অন্ন প্রভু প্রশংসিল।।'

শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর রান্না খেয়ে পরম তৃপ্তি লাভ করতেন এবং তাঁর রান্নার সুখ্যাতি করতেন।

শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যখন শ্রীখেত্র পুরীধামে (নীলাচলে) অবস্থান করছিলেন। মহাপ্রভু নীলাচল যাওয়ার পরে প্রতিবছর রথের সময় রাঘব পন্ডিতের বাল্য বিধবা ভগিনী দময়ন্তী দেবীর তত্ত্বাবধানে রাঘব ভবন থেকে ঝোলায় করে প্রভুর প্রিয় খাদ্যদ্রব্য শ্রীক্ষেত্র পাঠানো হতো। এর নাম ত্রাঘবের ঝালিদ।

'দময়ন্তীর দত্ত-দ্রব্যে ঝালি সাজাইয়া।
নীলাচলে আইল রাঘব কাঁদিয়া কাঁদিয়া।।'

রাঘব পন্ডিত এবং তাঁর বৈষ্ণব সতীর্থরা নীলাচলে এসে পৌঁছালেন।

'ঝালি মাথে নীলাচল পথে
যায় রাঘব কেঁদে কেঁদে
ঝালি মাথে নীলাচল-পথে —
'হা গৌর'-বলে রাঘব কাঁদে'

শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু একজন খাদ্যবিলাসী ছিলেন। তাঁর প্রিয় খাদ্যসামগ্রীগুলি একত্রিত করে নৌকা করে, গরুর গাড়ি করে নিয়ে যাওয়া হত শ্রীক্ষেত্র পুরীতে। প্রায় একবছরের খাদ্য সামগ্রী নিয়ে যাওয়া হত মহাপ্রভুর জন্য।

কি কি থাকত সেই ঝালিতে ?

খইয়ের মোয়া, শালিকা ধানের খৈয়ের নাড়ু, চিড়ার নাড়ু, বাদামের নাড়ু, ক্ষীরের লাড্ডু, ধানিয়া মুহুরী ধানের নাড়ু, শুটিখন্ডের নাড়ু, গঙ্গাজল বা গঙ্গাজলি নাড়ু, চিনি পাক নাড়ু, গঙ্গাজল , আতপ চালের মুড়ির মোয়া, আম্র কাসুন্দি, লেবু, তেঁতুল, আমসি, তেঁতুলের আচার, হরতকি, তিলের নাড়ু, আমসত্ব, আমলকি, তৈলাম্র আমতা, কর্পূর, মরিচ, লবঙ্গ, এলাচ, আদা কাসুন্দি, লেবু কাসুন্দি, ঝাল কাসুন্দি,শুক্তো ইত্যাদি।এছাড়াও থোর, মোচা, আম, কাঁঠাল সহ বিভিন্ন ফলাদি, গঙ্গা মৃত্তিকা প্রভৃতি।

গঙ্গাজলই হল ঘন চিনির রসে পাক করা নারকেল বাটা দিয়ে তৈরী এক প্রকার মিহি সাদা মুচমুচে গুঁড়ো মিষ্টি। এর আরের নাম পদ্মচিনি। দুর্গাপুজো উপলক্ষে বাঙালি হিন্দু বাড়িতে পদ্মচিনি বানানো হয়ে থাকে। এই শুকনো চিনিপাক করা নারকেলের গুঁড়ো দিয়ে নাড়ুও বানানো হয়, যাকে গঙ্গাজলি নাড়ু বলা হয়।

পানিহাটির রাঘব ভবনের একটি ঘরে 'রাঘবের ঝালি'তে কি কি সামগ্রী যায় তাঁর প্রতিরূপ করে রাখা রয়েছে কাঁচের বাক্সে। দূরদূরান্ত থেকে ভক্তরা আসে এবং রাঘবের ঝালির ইতিহাস নিরীক্ষণ করতে পারে সেই মাটির তৈরি নকল প্রতিরূপ দেখে।

শ্রীক্ষেত্র পুরীর রথযাত্রার সাথে পানিহাটির এক নিবিড় যোগসূত্র রয়েছে। সেই ৫০০ বছরের প্রাচীন ইতিহাস। সেই ইতিহাস এবং ঐতিহ্যের ভাবধারা এখনও বয়ে চলেছে। তাঁর মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি লীলা হল 'রাঘবের ঝালি'।

এখনও ৫০০ বছরের প্রাচীন সেই রীতি মেনে প্রতিবছর জগন্নাথদেবের রথযাত্রার সময় পানিহাটি থেকে শ্রীক্ষেত্র পুরীর অভিমুখে ক্ষ্মরাঘবের ঝালিক্ষ্ম যায়। এখন সেই রাঘবের ঝালির শুধুমাত্র পানিহাটি জুড়ে খ্যাতি নেই। ছড়িয়ে পড়েছে বাংলার আনাচে কানাচে। সারা বাংলা তথা নবদ্বীপ শান্তিপুর থেকেও ঝালির সামগ্রী যায় পুরীর অভিমুখে। কয়েকশো বছরের প্রথা মেনে ওই খাদ্যসামগ্রী রথযাত্রার দুইদিন আগে নৈবেদ্য হিসাবে দেওয়া হল চৈতন্য মহাপ্রভুর উদ্দেশ্যে।

পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের সিংহদ্বারের সামনে দিয়ে শোভাযাত্রা সহযোগে এই ঝালি পৌছায় গম্ভীরা তে । সারা বাংলা থেকে আসা ঝালি একত্রিত করে সংগ্রহ করা হয় বরাহনগরের ভাগবতাচার্যের গৃহে (শ্রী পাঠবাড়ী আশ্রম)। সেখান থেকে পুরীর উদ্দ্যেশ্যে নিয়ে যাওয়া হয়। ত্রাঘবের ঝালি সমর্পণদ কীর্তনের মাধ্যমে ঝালি সমর্পণ করা হয় মহাপ্রভুর উদ্দ্যেশ্যে । সেইসময় এক অপূর্ব ভাবের সৃষ্টি হয়। পুরীতে বাংলার বৈষ্ণবদের নৈবেদ্য হিসাবে আজও প্রসিদ্ধ ত্রাঘবের ঝালিদ।

প্রতি বছরের ন্যায় এই বছরও পানিহাটির রাঘব ভবন থেকে 'রাঘবের ঝালি' পাঠানো হচ্ছে শ্রীক্ষেত্র পুরীর উদ্দেশ্যে। রাঘব ভবন থেকে ঝালি সমর্পণের প্রথম পর্বের সূচনা ১লা জুলাই ২০২৪।

তথ্যসূত্র:
১। শ্রী শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত
২। শ্রী রাঘব ভবন পানিহাটি

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

ছেলে ধরা সন্দেহে মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তিকে মারধর, স্থানীয়রা তুলে দিল পুলিশের হাতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: বর্তমানে ছেলে ধরার আতঙ্ক সহ দুর্গাপুর সহ সমগ্র পশ্চিম বর্ধমান জুড়ে। ইতিমধ্যেই ছেলে ধরা সন্দেহে গুজব না ছড়ানোর নির্দেশ দিয়েছে প্রশাসন। ছেলে ধরার গুজবে এর মধ্যেই বহু জায়গায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে। ঠিক সেরকমই ছেলে ধরা সন্দেহে এক মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তিকে মারধর করে পুলিশের হাতে তুলে দিল স্থানীয় জনতা। ঘটনাটি ঘটেছে অন্ডালের সিঁদুলি এলাকায়।

উল্লেখ্য মঙ্গলবার সকালে, সিঁদুলি এলাকায় সন্দেহজনক ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিল এক ব্যক্তিকে এলাকার বাসিন্দারা। স্থানীয় বাসিন্দা উজ্জ্বলা বাউরির নামে এক মহিলা জানান, ওই ব্যক্তিকে এই এলাকায় আসার কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে সে কোনও উত্তর দেয়। তাকে ছেলেরা সন্দেহ করতেই দৌড়ে পালাবার চেষ্টা করে। সঙ্গে সঙ্গে ধাওয়া করে তাকে ধরে ফেলে স্থানীয় লোকজন। স্থানীয়দের চর থাপ্পড় পড়তেই

ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ। অন্ডাল থানার বনবহাল ফাঁড়ির পুলিশ ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। জানা যায় এই ব্যক্তিটির পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের ইছাপুর গ্রামের বাসিন্দা। নাম বৃন্দাবন পাকড়ে। ধৃত মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তি বৃন্দাবন পাকরের বউদি অনুভা পাকড়ে ও তাদের এক প্রতিবেশী অলোক গাঙ্গুলি জানান, দীর্ঘদিন ধরে বৃন্দাবনের মানসিক রোগের চিকিৎসা চলছে। মাঝেমধ্যেই বাড়িতে না বলে সে বাড়ির আশেপাশে বেরিয়ে যায়। বাড়িতে না বলে বেরিয়ে ছিল বৃন্দাবন। সমস্ত দিক খোঁজাখুঁজির পর লাউদোহার ফরিদপুর থানায় মৌখিকভাবে জানানো হয় বলে জানান তিনি। তিনি পুলিশের কাছ থেকে শুনতে পান তার দেওরকে ছেলে ধরা সন্দেহে আটক করেছে পুলিশ।

বর্তমানে ছেলে ধরার সন্দেহে মারণ ভাইরাসের মতো দ্রুত ছড়িয়েছে এলাকায়। যার ফলে একেবারে ভিক্ষাবৃত্তি করে খাওয়া মানুষজন পড়েছেন চরম সমস্যায়। পাশাপাশি যে সকল ফেরিওয়ালারা ফেরি করেই তাদের জীবন যাপন করেন তাদেরও হয়েছে চরম সমস্যা। অপরিচিত জায়গায় ফেরি করতে গেলেই বিপদ। এমতাবস্থায় প্রশাসনের তরফে বারবার ছেলে ধরার গুজব না ছড়ানোর আহ্বান জানানো হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায়। কাউকে সন্দেহ হলেই পুলিশকে খবর দিতে বলা হচ্ছে।

২১ জুলাইয়ের সমর্থনে দেওয়াল লিখন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: ২১ জুলাইয়ের সমর্থনে জোর কদমে শুরু হয়েছে কাঁকসায় দেওয়াল লিখন। তৃণমূল কর্মীদের সঙ্গে দেওয়াল লিখনে হাত লাগালেন গলসির প্রাক্তন বিধায়ক গৌড়চন্দ্র মণ্ডল। এদিন কাঁকসার পানাগড় বাজার ও রেলপাড়ে বেশ কয়েকটি দেওয়াল লিখন করা হয় ২১ জুলাইয়ের সমর্থনে। তৃণমূলের পশ্চিম বর্ধমান জেলা কমিটির সম্পাদক পিনাকী ব্যানার্জি জানিয়েছেন, এবার ২১ জুলাই ঐতিহাসিক জমায়েত হবে। এলাকায় ইতিমধ্যে তারা দেওয়াল লিখনের মাধ্যমে প্রচার শুরু করে দিয়েছেন। দেওয়াল লিখনের পাশাপাশি পথ সভা ও মিছিল করে এলাকার মানুষকে তারা ২১ জুলাইয়ের শহিদ সভায় যোগদান করার আহ্বান জানাবেন। শহিদদের তর্পণ করতে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ দলে দলে যোগ দেবেন। পাশাপাশি তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দলের কর্মীদের কি বার্তা দেবেন তা শোনার জন্য ওই দিন কর্মী সমর্থকরা সভায় যোগদান করবেন। এদিন গলসির প্রাক্তন বিধায়ক গৌড়চন্দ্র মণ্ডল ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল নেতা কার্তিক সিং, জেলার সম্পাদক পিনাকী মুখোপাধ্যায়, অলোক চ্যাটার্জি সহ অন্যান্যরা।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-9331059060

NOTICE

IN THE COURT OF LD. DISTRICT DELEGATE AT CHINSURAH, DIST-HOOGHLY
ACT 39 CASE NO.- 39 /2023

PETITIONER: - Sri Sujan Mondal, S/O. Lt. Sushil Chandra Mondal, resident of-Vill-Benabharui, P.O.- Sugandhya, P.S.- Chinsurah, Dist.- Hooghly, Pin- 712102.

V/S

NEAR RELATIVES: - Sri Milan Mondal & others

That it is hereby inform to all that aforesaid petitioner, filed a case for getting probate registered as **Act 39 Case No. 39/2023** which is pending before the Ld. Court, relating to the properties in connection with the "WILL" executed by **Sri Sushil Chandra Mondal** registered on 23/12/2022 at ADSR Chinsurah, Dist.- Hooghly described in the schedules below. Thus in this respect if anyone other than the Near Relatives has any objection, he may file objection against the petition filed by the petitioner by himself or by his nominated Advocate being appeared before the Ld. court within 30 days from the date of publication of this Notice, otherwise, the above noted case shall be heard Ex-parte.

SCHEDULE OF THE PROPERTIES AS PER THE "WILL"

SCHEDULE "KA" (Sujan Mondal)

DISTRICT-HOOGHLY, P.S.-CHINSURAH, J.L.NO.- 15, MOUZA- BENABHARUI, L.R. KHATIAN NO.- 284.

	R.S. PLOT NO.	L.R. PLOT NO.	CLASS	AREA OF LAND
1	275	301	Bagan	23 Sataks out of 47 Sataks
2	243	268	Danga	1 Satak
3	242	308	Bansh Bagan	12 Sataks
4	285	311	Bansh Bagan	14 Sataks
5	467	505	Doba	3 Sataks out 7 Sataks
6	740	797	Bagan	14 Sataks
7	761	819	Bagan	10 Sataks out of 21 Sataks
8	797	855	Bagan	15 Sataks out of 31 Sataks North
9	742	799	Bagan	10 Sataks
10	1431	866	Bagan	17 Sataks out of 35 Sataks -North
11	811	873	Bagan	13 Sataks - East
12	832	893	Pukur	9 Sataks out of 18 Sataks
13	1064	1135	Bansh Bagan	12 Sataks out of 24 Sataks
14	831	892	Pukur Par	2 Sataks out of 4 Sataks
15	822	883	Pukur	1 Satak out of 28 Sataks

SCHEDULE "KHA" (Milan Mondal)

DISTRICT-HOOGHLY, P.S.-CHINSURAH, J.L.NO.-15, MOUZA- BENABHARUI, L.R. KHATIAN NO.- 284

	R.S. PLOT NO.	L.R. PLOT NO.	CLASS	AREA OF LAND
1	1486	53	Bansh Bagan	21 Sataks
2	275	301	Bagan	24 Sataks out of 47 Sataks
3	467	505	Doba	4 Sataks out of 7 Sataks
4	761	819	Bagan	11 Sataks out of 21 Sataks
5	797	855	Bagan	16 Sataks out of 31 Sataks -South
6	1431	866	Bagan	18 Sataks out of 35 Sataks -South
7	811	873	Bagan	12 Sataks- West
8	831	892	Pukur Par	2 Sataks out of 4 Sataks- North
9	1064	1135	Bansh Bagan	12 Sataks out of 24 Sataks
10	832	893	Pukur	9 Sataks out of 18 Sataks
11	49	52	Suna	21 Sataks

SCHEDULE "GA" (DIPTI DAS)

DISTRICT- HOOGHLY, P.S.- CHINSURAH J.L. NO. 15, MOUZA- BENABHARUI, L.R. KHATIAN NO. 284

1) R.S Plot No.-89, L.R Plot No.- 96, Class- "Bagan", 9 Sataks.

SCHEDULE "GHA" (ALPANA GUCHHAIT)

DISTRICT HOOGHLY, P.S.-CHINSURAH, J.L. NO.- 15, MOUZA- BENABHARUI, L.R. KHATIAN NO.- 284

1) R.S Plot No.-89, LR Plot No.- 96, Class-"Bagan", 9 Sataks.

SCHEDULE "UMA" (BANDANA SAMANTA)

DISTRICT HOOGHLY, P.S.-CHINSURAH, J.L. NO.-15, MOUZA- BENABHARUI, L.R. KHATIAN NO.- 284

1) R.S Plot No.-91, L.R Plot No.- 98, Class Bagan 13 Sataks.

Total Value of schedules "KA", "KHA", "GA", "GHA", "UMA", properties are Rs.30,00,000(Rupees Thirty Lacs).

Amal Kumar Mazumdar
Advocate
Enrl. No. WB/212/91
District Judges' Court, Hooghly

By the order of Court
Charan Singh
Sheristadar
District Judges' Court, Hooghly

চায়ের দোকানে ঢুকে কালনায় গুলি করে খুন, মৃত ১, আটক ৩

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনায় শুটআউটের ঘটনা। এক ব্যক্তিকে গুলি করে খুন করল দুষ্কৃতীরা। ঘটনাটি ঘটেছে, সোমবার রাত দশটা নাগাদ পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনা স্টেশন সংলগ্ন নিউ মধুবন এলাকার একটি চায়ের দোকানে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার রাতে কালনা স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় একটি চায়ের দোকানে ঢুকে একদল দুষ্কৃতী মিলন সিং ওরফে রাজা নামের এক ব্যক্তিকে গুলি করে খুন করে। জানা গিয়েছে, মিলন সিং কালনা স্টেশনের চার নম্বর প্ল্যাটফর্ম সংলগ্ন স্বপন মাঝি নামের এক ব্যক্তির দোকানে গত কয়েক মাস আগে কাজে যোগ দিয়েছিলেন। ওই দোকানে মিলন সিং চা ও পানীয় জল সহ অন্যান্য জিনিস বিক্রি করত। সোমবার চায়ের দোকানে ঢুকে একদল দুষ্কৃতী তার মাথায় গুলি চালায়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় মিলন সিং ওরফে রাজা নামের ওই ব্যক্তির। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে কালনা থানার পুলিশ ও কালনা জিআরপি পৌঁছয়।

মঙ্গলবার সকালে ঘটনাস্থলে পৌঁছন পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ সুপার আমন দীপ। পুলিশ সুপার জানিয়েছেন, ওই ব্যক্তির বাড়ি হুগলির চুঁচুড়া এলাকায়। মিলন সিং এর নামে পুলিশের খাতায় একাধিক অস্ত্র আইনের ক্রিমিনাল কেস রয়েছে। এছাড়াও স্বপন মাঝি নামের যে ব্যক্তির দোকানে সে কাজ করত সেই দোকান মালিকের নামেও পুলিশের কাছে একাধিক অভিযোগ রয়েছে। এলাকা সূত্রে তারা জানতে পেরেছেন রোজ রাতে ওই চায়ের দোকানের ভিতর জুয়া খেলার আসর বসত। সেই জুয়া খেলার মধ্যেই বচসার জেরেই এই খুনের ঘটনা বলে অনুমান পুলিশের। পুলিশ সুপার জানিয়েছেন ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করা হয়েছে। কারা ওই ব্যক্তিকে খুন করেছে তার সন্ধান শুরু করেছে পুলিশ। একটি কার্তুজের খোল পাওয়া গিয়েছে। পাশাপাশি চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের সঙ্গেও যোগাযোগ করা হয়েছে। তারা এই ঘটনায় দোষীদের ধরতে যথেষ্ট সাহায্য করবে বলে জানিয়েছে। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে কালনা থানার পুলিশ। জানা গিয়েছে, এই ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ওই চায়ের দোকানের মালিক স্বপন মাঝি, তার স্ত্রী ও তার ছেলেকে আটক করেছে পুলিশ।

মুণ্ডুখোলা বাকসাগড় সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

ডেলিগেট নির্বাচন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা এই সমিতির সকল সদস্যকে জানানো হচ্ছে যে সমিতির ডেলিগেট নির্বাচন আগামী **৪ আগস্ট ২০২৪, রবিবার**, কবুড়া পাঁচপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ে **বেলা ১২ টা থেকে ৩ টে পর্যন্ত** অনুষ্ঠিত হবে। এই নির্বাচন সংক্রান্ত বিশদ বিজ্ঞপ্তিসহ নির্বাচনক্ষেত্রের বিবরণ, প্রতিনিধি সংখ্যা ও অন্যান্য বিষয়সমূহ সমিতির কার্যালয়ে সদস্যদের অবগতির জন্য প্রদর্শিত রয়েছে। এ সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণের জন্য সমিতির নিবন্ধিত কার্যালয়ে যোগাযোগ করা যেতে পারে। সমিতির সকল সদস্যকে এই নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

স্বা/- সন্দীপ সেন
সহকারী রিটার্নিং অফিসার

চুঁচুড়া, ৩ জুলাই, ২০২৪

Canara Bank — কাকদ্বীপ II ব্রাঞ্চ

নামখানা রোড, সরণি, কাকদ্বীপ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪৩৩৪৭

অনলাইন স্বর্ণ নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসার, **কানাড়া ব্যাঙ্ক, কাকদ্বীপ II শাখা** ঋণগ্রহীতাকে তার নেওয়া স্বর্ণ ঋণ বকেয়া পরিশোধ করার জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি(গুলি) জারি করে আহ্বান জানিয়েছেন। ঋণগ্রহীতা অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছে, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণ জনগণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নিম্নস্বাক্ষরকারী স্বর্ণ অলঙ্কারগুলির অনলাইন নিলাম কঠোরভাবে **'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে'** এবং **'কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত'** পরিচালনা করবেন। **নিলাম অনুষ্ঠিত হবে অনলাইনে https://egold.auctiontiger.net** এর মাধ্যমে **২৪.০৭.২০২৪ তারিখে দুপুর ১২টা থেকে বেলা ৩টে পর্যন্ত** অনলাইনে নিলাম করা হবে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা-ল্যান	মোট ওজন এবং নিট ওজন	পর্যবেক্ষণের তারিখ এবং ইএমডি
১.	প্রতাপ মান্না গণেশপুর, কাকদ্বীপ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪৩৩৪৭ লোন নং : ১৮০১৬৪৫৪৭৬০৪	মোট ওজন : ১৭.২০ গ্রাম এবং নিট ওজন : ১৫.৫০ গ্রাম	২৪.০৭.২০২৪ এবং ইএমডি : ২৫,০০০ টাকা

ইএমডি অ্যাকাউন্ট বিস্তারিত : এনইএফটি/আরটিজিএস অ্যাকাউন্ট নং : ২০৯২৭২৪৩৪
অ্যাকাউন্ট নাম : SL-OL-RTGS-NEFT PMT ENS, IFSC : CNRB0019756

আর বিস্তারিতর জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন ৬৩৫২৬ ৩৪৫২৩ বা ৯০২৩৭ ২৪৭৮০ তে বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাদির জন্য দেখুন https://egold.auctiontiger.net

তারিখ : ০২.০৭.২০২৪
স্থান : কাকদ্বীপ

ব্রাঞ্চ ম্যানেজার
কানাড়া ব্যাঙ্ক, কাকদ্বীপ II শাখা

গুগল ম্যাপে গন্ডগোল, দুর্ঘটনাগ্রস্ত লরি ঢুকল গ্রামের ভিতরে

ভেঙে ফেলল বৈদ্যুতিক পোল

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুরিয়া: সোমবার একটি ১৮ চাকার নাগাল্যান্ড নম্বরের ভারী লরি পথ হারিয়ে ঢুকে পড়ল জন বসতি এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে জামুড়িয়ার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাঁটা গড়িয়া এক গ্রামে। ঘটনায় এলাকার বেশ কয়েকটি বৈদ্যুতিক খুঁটি ভেঙে যায় ফলে গ্রামের যাতায়াতের প্রধান রাস্তা অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে দীর্ঘক্ষণ।

গ্রামের বাসিন্দা সজীব পান্ডে

জানান, সোমবার ২টো ১৫ নাগাদ ১৮ চাকার একটা বিরাট লরি গুগল ম্যাপ দেখে চাকদোলা মোড় যেতে গিয়ে ঢুকে পড়ে তাদের কাঁটাগুড়িয়া গ্রামে। বিরাট লরিটি গ্রামের সংকীর্ণ রাস্তায় ঢুকে পড়েই ঘটে বিপত্তি। গ্রামের প্রায় অধিকাংশ বৈদ্যুতিক খুঁটি ভেঙে পড়ে লরির ধাক্কায়। নষ্ট হয়ে যায় গ্রামের ঘরে ঘরে সরবরাহকারী জলের পাইপলাইন। ঘটনার জেরে অন্ধকারাচ্ছন্ন পুরো গ্রাম বলে অভিযোগ এলাকাবাসীর। গ্রামবাসীরাই গাড়ি সমেত গাড়ির চালককে আটক করে রাখে। পরে ঘটনাস্থলে জামুরিয়া থানার পুলিশ এসে গাড়ি চালককে আটক করে নিয়ে যায়। গ্রামবাসীদের দাবি, তাদের বৈদ্যুতিক লাইন ঠিক না হওয়া পর্যন্ত তারা গাড়িটিকে আটক করে রাখ বে, পাশাপাশি জলের পাইপ লাইন ও মেরামত করে দিতে হবে।

Canara Bank — ডায়মন্ড হারবার ব্রাঞ্চ

নিউ টাউন, কাপাত হাট, ডায়মন্ড হারবার, ২৪ পরগনা (দ), পিন - ৭৪৩৩৩১

অনলাইন স্বর্ণ নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসার, **কানাড়া ব্যাঙ্ক, ডায়মন্ড হারবার শাখা** ঋণগ্রহীতাকে তার নেওয়া স্বর্ণ ঋণ বকেয়া পরিশোধ করার জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি(গুলি) জারি করে আহ্বান জানিয়েছেন। ঋণগ্রহীতা অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছে, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণ জনগণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নিম্নস্বাক্ষরকারী স্বর্ণ অলঙ্কারগুলির অনলাইন নিলাম কঠোরভাবে **'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে'** এবং **'কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত'** পরিচালনা করবেন। **নিলাম অনুষ্ঠিত হবে অনলাইনে https://egold.auctiontiger.net** এর মাধ্যমে **২৪.০৭.২০২৪ তারিখে দুপুর ১২টা থেকে বেলা ৩টে পর্যন্ত** অনলাইনে নিলাম করা হবে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা-ল্যান	মোট ওজন এবং নিট ওজন	পর্যবেক্ষণের তারিখ এবং ইএমডি
১.	**দেবাঙ্কুর সাহা,** পিতা বাসুদেব সাহা মাধবপুর, ওয়ার্ড নং ৯, ডায়মন্ড হারবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩৩৩১ লোন নং - ১৮০০৯৯৬১৫৭৯৮	মোট ওজন : ৩২.০০ গ্রাম এবং নিট ওজন : ২৮.৮০ গ্রাম	২৪.০৭.২০২৪ এবং ইএমডি : ২৫,০০০ টাকা

ইএমডি অ্যাকাউন্ট বিস্তারিত : এনইএফটি/আরটিজিএস অ্যাকাউন্ট নং : ২০৯২৭২৪৩৪
অ্যাকাউন্ট নাম : SL-OL-RTGS-NEFT PMT ENS, IFSC : CNRB0004078

আর বিস্তারিতর জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন ৬৩৫২৬ ৩৪৫২৩ বা ৯০২৩৭ ২৪৭৮০ তে বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাদির জন্য দেখুন https://egold.auctiontiger.net

তারিখ : ০২.০৭.২০২৪
স্থান : ডায়মন্ড হারবার

ব্রাঞ্চ ম্যানেজার
কানাড়া ব্যাঙ্ক, ডায়মন্ড হারবার শাখা

SBI — স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল

জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in

দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট IV, [রুল -৮(১)]

যেহেতু :
নিম্নস্বাক্ষরকারী **স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, এসএআরবি-সাউথ বেঙ্গল শাখা,** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **১৮.০৪.২০২৪** তারিখে ঋণগ্রহীতা **শ্রী সন্দীপ কুমার গুপ্তা,** পিতা প্রয়াত নগেন্দ্র প্রসাদ গুপ্তা, ফ্ল্যাট নং ১০২, ২য় তল, শান্তি আবাসন, হোল্ডিং নং ৬/৩/১/এ তারা চাঁদ পল্লী লেন, পো - ব্যাঁটরা, থানা - শিবপুর, হাওড়া - ৭১১১০১ কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **২২,৭৩,৫০১.০০ টাকা (বাইশ লাখ তিয়াত্তর হাজার পাঁচশ এক টাকা) টাকা** ০৯.০৪.২০২৪ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য সম্পূর্ণ আদায় না হওয়া পর্যন্ত ("জামিনদত্ত ঋণ" উল্লিখিত) নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণ বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নে উল্লিখিত জামিনদত্ত সম্পত্তি নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক **২৮ জুন ২০২৪** তারিখে স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।
ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, নিকট বকেয়া **২২,৭৩,৫০১.০০ টাকা (বাইশ লাখ তিয়াত্তর হাজার পাঁচশ এক টাকা) টাকা** ০৯.০৪.২০২৪ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ এবং তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য উল্লিখিত ইত্যাদি সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার আইনি উত্তরাধিকারী/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণের অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট, দুই বেড রুম, এক লিভিং, এক ডাইনিং তথা কিচেন এরিয়া, এক পৃথক প্রিভি এবং বাথরুম ইত্যাদি ফ্ল্যাট নং ১০২ পরিমাণ আনুমানিক ৬৩০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ কমবেশি এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ দক্ষিণ দিকে ২য়তলে, জি-৩ তলা ভবনে এবং অবিভক্ত অংশের সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত মোকারারি মৌরাশি বাস্তু জমি পরিমাণ ৩ কাঠা ১০ ছটাক ৬ বর্গফুট কমবেশি তদস্থিত জি-৩ তলাভবন হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন হোল্ডিং নং ৬/৩/১/এ, তারা চাঁদ পোল্লে লেন,থানা : শিবপুর,জেলা : হাওড়া, ওয়ার্ড নং ২৫ অধীন, অফিস জেলা এবং অ্যাডি.ডিস্ট্রিক্ট রেজিস্ট্রার হাওড়া। **জমির চৌহদ্দি নিম্নরূপ :** উত্তরে : অন্যান্যর ফ্ল্যাট, সাধারণ চলার পথ এবং সিঁড়ি, দক্ষিণে : খোলা জায়গা,পূর্বে : রাজেশ রায়ের ফ্ল্যাট, পশ্চিমে : খোলা জায়গা।
সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী শ্রী সন্দীপ কুমার গুপ্তা উল্লেখ্য দলিল নং ০৮০২৫-২০১২ সালের, সিডি ভল্যুম নং ২২, পৃষ্ঠা ৩৮১৪ থেকে ৩৮৪৪, নথিভুক্ত বুক নং ১, জেলা সাব রেজিস্ট্রার অফিস ডিএসআর হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ।

তারিখ - ২৮.০৬.২০২৪
স্থান - হাওড়া

অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই এসএআরবি-সাউথ বেঙ্গল

SBI — স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল

জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত - নাম -সংঘমিত্রা গঙ্গোপাধ্যায়, ই-মেল আইডি -sanghamitra.gutpa@sbi.co.in মোবাইল নং - ৯৬৭৪৭৪১৯১৮

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) অধীনে।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত** এবং **'যেখানে যা আছে', 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে'** ভিত্তিতে ০৫.০৮.২০২৪ তারিখে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে। আগ্রহী ডাকদাতা/গণ এমএসটিসি লি'-এর সহিত সংযুক্ত অ্যাকাউন্ট থেকে চালান মাধ্যমে **https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp** তে এনইএফটি/আরটিজিএস মাধ্যমে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে ইএমডি পাঠাতে পারেন নিলামের তারিখের পূর্বে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময়- তারিখ - ০৫.০৮.২০২৪

নিলামের সময় - সকাল ১১টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সাপেক্ষে প্রত্যেকটি ডাকের জন্য

প্রাক ডাক ইএমডি প্রদানের শেষ তারিখ - 'আগ্রহী ডাকদাতারা এমএসটিসির নিকট ই-নিলাম সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে প্রাক ডাক ই-এমডি দাখিল করতে পারেন। প্রাক ডাক ইএমডির সুযোগ এমসিটিসির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে দাখিল এবং সংশ্লিষ্ট তথ্যের ই-নিলাম প্রদান সাপেক্ষে দেওয়া হবে। সংশ্লিষ্ট বিষয়টি সময় সাপেক্ষ ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়ার জন্য এবং ডাকদাতাদের নিজ স্বার্থে প্রাক ডাক ইএমডি দাখিল করতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যথেষ্ট পূর্বে শেষ সময়ের অসুবিধা এড়ানোর জন্য।'

ক্রম নং	ইউনিট/ঋণগ্রহীতার নাম	বকেয়া পরিমাণ	সম্পত্তির বিস্তারিত	
১.	**শ্রী শৈবাল প্রামাণিক,** পিতা প্রয়াত সুনীল কুমার প্রামাণিক এবং **শ্রীমতি মিঠু প্রামাণিক,** স্বামী শ্রী শৈবাল প্রামাণিক, **ঠিকানা :** ভোল ময়রার চক, পাটনা বাজার, পো মেদিনীপুর, থানা কোতোয়ালি, পিন : ৭২১১০১, জেলা : পশ্চিম মেদিনীপুর।	৩৫,০৬,৮২৫.০০ টাকা (পঁয়ত্রিশ লাখ ছয় হাজার আটশ পঁচিশ টাকা) টাকা ১৪.১১.২০২৩ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ এবং তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য ইত্যাদি সহ **যোগাযোগের ব্যক্তি** ৯৬৭৪৭৪১৯১৮ ৯৬৭৪৭১১৫২১	**মালিক : শ্রী শৈবাল প্রামাণিক এবং শ্রীমতি মিঠু প্রামাণিক** উভয়ের ঠিকানা : ভোলা ময়রার চক, পাটনা বাজার, পো : মেদিনীপুর, থানা : কোতোয়ালি, জেলা : পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭২১১০১। সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ আনুমানিক মোট **এরিয়া : ০.০৮৫৫ একর** জেলা : পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা পরগনা, এজিএসআর অফিস এবং পুরসভা মেদিনীপুর, মৌজা : বিবিগঞ্জ, জেএল নং ১৮০, এলআর খতিয়ান নং ৮৩৬/১, সাবেক হাল নং ১৩, ওয়ার্ড নং ১৪ , পাটনা বাজার মোহল্লা হোল্ডিং নং ৮৩১/এ/৪৭৮। সম্পত্তি বিভিন্ন দাগে অবস্থিত নিম্নোক্ত মতে : আরএস দাগ নং ১৩/২০৮১, এলআর দাগ নং ১২, বাস্তু জমি ০.০০৬২ একর। আরএস দাগ নং ১৪, এলআর দাগ নং ১৩, বাস্তু জমি ০.০৩৯০ একর। আরএস দাগ নং ১২, এলআর দাগ নং ১০, বাস্তু জমি ০.০১৩৪ একর। চলতি সার্ভে দাগ নং ১১ অধীন আরএস সার্ভে দাগ নং ১৩, বাস্তু জমি ০.০২৬৯ একর। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : ৮ ফুট সাধারণ চলার পথ, দক্ষিণে : নিকাশি, পূর্বে : পুর সড়ক, পশ্চিমে : নিকাশি। **ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলীকৃত।**	সংরক্ষিত মূল্য ৬১,৫৬,০০০.০০ টাকা ইএমডি ১০ শতাংশ ৬,১৫,৬০০.০০ টাকা ডাক বর্ধিত পরিমাণ ৫০,০০০.০০ টাকা **পর্যবেক্ষণের তারিখ ২৯.০৭.২০২৪**
	সম্পত্তি অবস্থানের অনুসন্ধান	ফটোগ্রাফস অনুসন্ধান		ভিডিও অনুসন্ধান

নির্ধারিত ঋণদাতা স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক প্রদত্ত লিংক অনুযায়ী বিক্রির নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত পাওয়া যাবে, ঋণদাতার ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং ই-নিলাম প্রক্রিয়া অনুগ্রহ করে বিশেষ লিংক https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp দেখুন।

আগ্রহী ডাকদাতাদের উক্ত ওয়েবসাইটে সংযুক্ত নিয়ম এবং শর্তাদি অনুধাবন করতে ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে

তারিখ : ০৩.০৭.২০২৪
স্থান : কলকাতা

সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া / Central Bank of India

রিজিওনাল অফিস : দুর্গাপুর, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক বিল্ডিং, মামড়া বাজার
জেলা - বর্ধমান, দুর্গাপুর, পিন - ৭১৩২০৬, ফোন : ৩৬৯৫৬ ২৪২০৬
ই-মেল আইডি : cmdurgro@centralbank.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
রুল ৮(১), সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২

নিম্নস্বাক্ষরকারী **সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের (২০০২ সালের সারফেসি আইন) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের সংস্থান অধীন ১৩(২) ধারা তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে ঋণগ্রহীতাগণের উদ্দেশ্যে নোটিশ(গুলিতে) উল্লিখিত পরিমাণ সংশ্লিষ্ট নোটিশগুলি পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদাতা (গণ)-এর উদ্দেশ্যে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত ২০০২ সালের আইনের ১৩(৪) ধারার সংস্থান অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(১) সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্তদের নামে থাকা সম্পত্তি নিম্নোক্ত তারিখ মতে স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)কে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন **সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** নিম্নোক্ত উল্লিখিত মতে বকেয়া পরিমাণ সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ (জামিনদত্ত সম্পত্তি) উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	এ/সি-র নাম ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতা এবং শাখার নাম	ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ আদায় দাবি	সম্পত্তির বিস্তারিত
১.	**শ্রী আবদুল লাহিল বাকি,** পিতা প্রয়াত মুকবুল হোসেন জোথখামার, পো. পাহারপুর, থানা - লালগোলা, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২ ১৪৮ **শাখা - লালগোলা**	ক) ১২.০২.২০২৪ খ) ২৬.০৬.২০২৪ গ) ২৭,৯৬,৭৩২.০০ টাকা (সাতাশ লাখ ছিয়ানব্বই হাজার সাতশ বত্রিশ টাকা) টাকা **১২.০২.২০২৪ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য বয় সহ আদায় না হওয়া পর্যন্ত	**সম্পত্তির স্বত্বাধিকারীগণের নাম : আবদুল লাহিল বাকি,** পিতা প্রয়াত মকবুল হোসেন, জোতখামার, পো : পাহাড়পুর, থানা : লালগোলা, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭৪২১৪৮। সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন (বসবাসের ভবন)দলিল নং ১-৬৫৪৪ তাং ১৭.০৯.৯৩, এরিয়া ০৭ ডেসিমেল, মৌজা : লালগোলা,জেএল নং ৮০, এলআর প্লট নং ১২১২,খতিয়ান নং ২৫৪৬, এডিএসআর : ভগবানগোলা, শ্রেণি : বাস্তু,থানা : লালগোলা, পো : পাহাড়পুর, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পিন : ৭৪২১৪৮। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : জানেমান মিস্ত্রি, দক্ষিণে : যুইজুদ্দিন, পূর্বে : হাসনারা বিবি এবং অন্যান্য, পশ্চিমে : সরকারি সড়ক।
২.	**বাক্কর আলি ওরফে আবু বক্কর শেখ** পিতা ইয়ার মহম্মদ টিকটিকিপাড়া লালগোলা, পো. কৃষ্ণপুর, থানা - লালগোলা, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২ ১৪৮ **শাখা - লালগোলা**	ক) ১৬.০৩.২০২৪ খ) ২৬.০৬.২০২৪ গ) ২৮,৭৩,৭৮৮.৭১ টাকা (আঠাশ লাখ তিয়াত্তর হাজার সাতশ অষ্টআশি টাকা এবং একাত্তর পয়সা) টাকা **১৬.০৩.২০২৪ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য বয় সহ আদায় না হওয়া পর্যন্ত	**সম্পত্তির স্বত্বাধিকারীগণের নাম : বাকাকর আলি ওরফে আবু বক্কর শেখ,** পিতা ইয়ার মহম্মদ, টিকটিকিপাড়া লালগোলা, পো : কৃষ্ণপুর, থানা : লালাগোলা জেলা : মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭৪২১৪৮। সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন (বসবাসের ভবন) দলিল নং ১-৭১১৮/২০১০ এবং ১-৪৭০২/২০০৯, মৌজা : কৃষ্ণপুর,জেএল নং ৭৪, এলআর প্লট নং ১৫৭৬, আরএস প্লট নং ৯৭৫, আরএস খতিয়ান নং ১৩২২, এলআর খতিয়ান নং ৩৪৫৭, ৬৭০৭, ৬৭০৮, ৬৭০৫, ৬৭০৬, ৬৭০৪, থানা : লালগোলা, পো : কৃষ্ণপুর,জেলা : মুর্শিদাবাদ, পিন : ৭৪২১২৮। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : আসতাব আলি, দক্ষিণে : সাদেক আলি, পূর্বে : সড়ক, পশ্চিমে : আদিল শেখ এর পুকুর এবং ভবন।
৩	১. **তাজেল শেখ,** পিতা এরবান শেখ ২. **এরবান শেখ,** পিতা প্রয়াত নজর শেখ **উভয়ের ঠিকানা** - চম্পাপাড়া, পো. এবং থানা - লালগোলা, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২ ১৪৮ **শাখা - লালগোলা**	ক) ১১.০৩.২০২৪ খ) ২৬.০৬.২০২৪ গ) ৭,১৯,১১৪.০৯ টাকা (সাত লাখ উনিশ হাজার একশ চোদ্দ টাকা এবং নয় পয়সা) টাকা **১১.০৩.২০২৪ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য বয় সহ আদায় না হওয়া পর্যন্ত	**সম্পত্তির স্বত্বাধিকারীগণের নাম : তাজেল শেখ,** পিতা এরবান শেখ, এবং এরবান শেখ পিতা প্রয়াত নজর শেখ, চম্পাপাড়া, পো এবং থানা : লালাগোলা, জেলা : মুর্শিদাবাদ পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭৪২১৪৮। সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন (বসবাসের ভবন) দলিল নং ৫০৬৯/২০০২, মৌজা : লালগোলা, জেএল নং ৮০, এলআর প্লট নং ৪৩২৭, আরএস প্লট নং ২৯২০, আরএস খতিয়ান নং ২১৫১, এলআর খতিয়ান নং ৪০০৭, থানা এবং পো : লালাগোলা, জেলা : মুর্শিদাবাদ। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : এনরান শেখ এর ভবন, দক্ষিণে : এনামুল শেখ এর ভবন, পূর্বে : সড়ক এবং খালি জমি,পশ্চিমে : লোকমান মিস্ত্রির সম্পত্তি।
৪	**আমিরুল শেখ** পিতা প্রয়াত আবদুল শেখ গ্রাম - শ্রীকৃষ্ণপুর, পীরতলা পাড়া, পো. নিনঘা, থানা - মারগ্রাম, জেলা - বীরভূম, পিন - ৭৩১ ২২৪ **শাখা - রামপুরহাট**	ক) ১৬.০৩.২০২৪ খ) ২৬.০৬.২০২৪ গ) ১১,৪২,৬১৩.০০ টাকা (এগার লাখ বিয়াল্লিশ হাজার ছশো তেরো টাকা) টাকা **১৬.০৩.২০২৪ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য বয় সহ আদায় না হওয়া পর্যন্ত	**সম্পত্তির স্বত্বাধিকারীগণের নাম : আমিরুল শেখ,** পিতা প্রয়াত আবদুল শেখ। সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন (দোকান) বিক্রয় দলিল নং ১-৫৩৭৩/২০১৩, এরিয়া ৮৪ বর্গফুট, মৌজা : ব্রহ্মাণীগ্রাম, জেএল নং ১০৭, প্লট নং (হাল) : ৯৪, খতিয়ান নং ২৩৮৪, খতিয়ান নং (এলআর) ৩৯৫৩, আরএস দাগ নং ৭৩, এলআর দাগ নং ৯৩, ওয়ার্ড নং ০৯, হোল্ডিং নং ২১১/১০৮, থানা : এবং পো: রামপুরহাট, জেলা : বীরভূম। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : মোস্তাসেম মাস্টারের সম্পত্তি, দক্ষিণে : বিক্রেতার সম্পত্তি, পূর্বে : বিক্রেতার সম্পত্তি, পশ্চিমে : এমএনকে রোড।
৫	**সঞ্জু সাহা** পিতা শ্রী মতিলাল তুরি মর্নিং বেল, হাটতলা, ৪র্থ তল, পো. এবং থানা - বোলপুর, জেলা - বীরভূম, প.ব., পিন - ৭৩১২০৪ **শাখা - বোলপুর**	ক) ২০.১২.২০২৩ খ) ২৬.০৬.২০২৪ গ) ৩,৭৬,২০৩.০০ টাকা (তিন লাখ ছিয়াত্তর হাজার দুশো তিন টাকা) টাকা **২০.১২.২০২৩ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য বয় সহ আদায় না হওয়া পর্যন্ত	**সম্পত্তির স্বত্বাধিকারীগণের নাম : শ্রীমতি সঞ্জু সাহা,** পিতা শ্রী মোতিলাল তুরি, সাকিন : মর্নিংবেল, হাটতলা, ৪র্থতল, পো এবং থানা : বোলপুর, জেলা : বীবভূম, পব, পিন : ৭৩১২০৪। সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন বিক্রয় দলিল নং ১-৬৮১৪/২০১৬, এরিয়া ১২২.৪০ বর্গফুট জেএল নং ৯৯, আরএস প্লট নং ১০৬৬ বর্তমান এলআর খতিয়ান নং ১৬৮৭৩, এলআর প্লট নং ৩৩৮৫, মৌজা : বোলপুর, জেলা : বীরভূম, পো এবং থানা বোলপুর, পিন : ৭১৩২০৪। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : সাধারণ চলার পথ, দক্ষিণে : দোকান ঘর, পূর্বে : পুর সড়ক, পশ্চিমে : দোকান ঘর।

তারিখ - ০৩.০৭.২০২৪/স্থান - দুর্গাপুর

অনুমোদিত অফিসার/ সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক / Union Bank

অ্যাসেট রিকভারি ব্রাঞ্চ, কলকাতা
১৪/১বি, এজরা স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০০১
ইমেল : ubin0554731@unionbankofindia.com

২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৬(২)/৮(৬) অধীনে ঋণগ্রহীতাদের অবগতির জন্য (৩০ দিনের নোটিশ) বিক্রয় নোটিশ

প্রতি,
মেসার্স ইউনিব্রিবেনি ওভারসিজ (ঋণগ্রহীতা), ২৫/২২, প্রিন্স গুলাম মহম্মদ শাহ রোড, গলফ গার্ডেনস, কলকাতা - ৭০০ ০৯৫। **আরও :** প্লট নং ১৫০, চাপাঝাড়, পো. - মালিপদা, জেলা - খুরদা, ওড়িশা, পিন - ৭৫২ ০১৮। **আরও :** ফ্ল্যাট নং ৩০৩সি, ৪র্থ তল, ডুলস অ্যাপার্টমেন্ট, গোবিন্দ প্রসাদ ইউনিট ৩২ মৌজা, থানা - শহিদ নগর, তহসিল - ভুবনেশ্বর, জেলা-খুর্দা, ওড়িশা, পিন - ৭৫১ ০০৭। **এবং আরও :** প্লট নং ০৩, ০৬, ০৭, মৌজা ছোট নবগ্রাম, গ্রাম - ছোটোলালপুর, রানিগঞ্জ-ছাতনা রোড, থানা- গাঙ্গল ঘাটি, জেলা - বাঁকুড়া, পব, পিন - ৭২২১৩৩।
জামিনদাতাগণ :
১. অরিজিৎ ভট্টাচার্য (মেসার্স ইউনিব্রিবেনি ওভারসিজের অংশীদার ও জামিনদাতা), পিতা রণজিৎ ভট্টাচার্য, সিএল ৬৪/এফএল ২, সল্টলেক, সেক্টর- II, ব্লক - সিএল, বিধাননগর পূর্ব, কলকাতা - ৭০০ ০৯১।
২. ইন্দ্রজিৎ ভট্টাচার্য (মেসার্স ইউনিব্রিবেনি ওভারসিজের অংশীদার ও জামিনদাতা), পিতা রণজিৎ ভট্টাচার্য, সিএল ৬৪/এফএল ২, সল্টলেক, সেক্টর- II, ব্লক - সিএল, বিধাননগর পূর্ব, কলকাতা - ৭০০ ০৯১।
৩. রণজিৎ ভট্টাচার্য (মেসার্স ইউনিব্রিবেনি ওভারসিজের জামিনদাতা), পিতা দুলাল চাঁদ ভট্টাচার্য, সিএল ৬৪/এফএল ২, সল্টলেক, সেক্টর - II, ব্লক - সিএল, বিধাননগর পূর্ব, কলকাতা - ৭০০ ০৯১। **আরও :** ২৫/২২, প্রিন্স গুলাম মোহম্মদ শাহ রোড, গল্ফ গ্রীন, কলকাতা - ৭০০ ০৯৫।
৪. স্বাতী ভট্টাচার্য (মেসার্স ইউনিব্রিবেনি ওভারসিজের জামিনদাতা), স্বামী রণজিৎ ভট্টাচার্য, সিএল ৬৪/এফএল ২, সল্টলেক, সেক্টর- II, ব্লক - সিএল, বিধাননগর পূর্ব, কলকাতা - ৭০০ ০৯১। **আরও :** ২৫/২২, প্রিন্স গুলাম মহম্মদ শাহ রোড, গল্ফ গ্রীন, কলকাতা ৭০০০৯৫
৫. অভিজিৎ ভট্টাচার্য (মেসার্স ইউনিব্রিবেনি ওভারসিজের জামিনদাতা), পিতা রেবতী কুমার ভট্টাচার্য, ৪৯, চারু চন্দ্র প্লেস, ২য় তল, পূর্ব রসা রোড, কলকাতা - ৭০০ ০৩৩। **আরও :** সি-১৬, ৫ম তল, স্যান্ড হেড কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি, ১৬৪/৭৮, প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড, কলকাতা - ৭০০০৪৫।
৬. সোমা ভট্টাচার্য (মেসার্স ইউনিব্রিবেনি ওভারসিজের জামিনদাতা), স্বামী অভিজিৎ ভট্টাচার্য, ৪৯, চারু চন্দ্র প্লেস, ২য় তল, পূর্ব রসা রোড, কলকাতা-৭০০ ০৩৩। **আরও :** সি-১৬, ৫ম তল, স্যান্ড হেড কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি, ১৬৪/৭৮, প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড, কলকাতা-৭০০ ০৪৫।
৭. সুতপা জিষ্ণু মিত্র (মেসার্স ইউনিব্রিবেনি ওভারসিজের জামিনদাতা), ব্লক নং ২, ভিলু ভিলা বাংলো, ইউনিট কম্পাউন্ড, জুহুতারা রোড, সিটিজেন হোটেলের কাছে, সান্তাক্রুজ পশ্চিম, মুম্বাই-৪০০ ০৪৯। **আরও :** ১০/২, রামচন্দ্র বিশ্বাস লেন, রানাঘাট, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১ ২০১। **আরও :** ফ্ল্যাট নং ৪০২, ৫ম তল, ডিএন অক্সি পার্ক, অ্যাস্টার টাওয়ার, ডুমডুমা মৌজা, তহসিল - ভুবনেশ্বর, থানা - খন্ডগিরি, জেলা - খুরদা, ওড়িশা, পিন - ৭৫১ ০৩০ **আরও :** ১০৬২, ৭ম তল, ডিএন অক্সি পার্ক অ্যাপার্টমেন্ট, টাওয়ার ১, ডুমডুমা মৌজা, থানা - খন্ডগিরি, তহসিল- ভুবনেশ্বর, জেলা - খুরদা, ওড়িশা, পিন - ৭৫১০৩০।
মহাশয়/মহাশয়া,
বিষয় : বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন সম্পত্তির স্বত্বাধীন :ঋণগ্রহীতা মেসার্স ইউনিব্রিবেণী ওভারসিজ, শ্রী অরিজিৎ ভট্টাচার্য, শ্রী ইন্দ্রজিৎ ভট্টাচার্য, শ্রী রনজিৎ ভট্টাচার্য, শ্রীমতি স্বাতী ভট্টাচার্য, শ্রী অভিজিৎ ভট্টাচার্য, শ্রীমতি সোমা ভট্টাচার্য, শ্রীমতি সুতপা ভট্টাচার্য মিত্র ব্যাঙ্কের নিকট বকেয়া আদায়ের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীনে।
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, ওভারসিজ, কলকাতা শাখা (বর্তমানে অ্যাকাউন্ট এআরবি, কলকাতায় স্থানান্তরিত), জামিন অধীনে ঋণদাতা, **১৭.১১.২০২৩** তারিখে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ধারা ১৩(২) অধীনে আপনাদের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিশোধের জন্য এক দাবি দাবি নোটিশ প্রেরণ করেছে। সংশ্লিষ্ট নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আপনারা ব্যাঙ্কের নোটিশের বিষয়ে কোনও উদ্যোগ না নেওয়ায় অনুমোদিত অফিসার ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৬/৮ এবং উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে জামিনদত্ত সম্পত্তির **০৫.০৬.২০২৪ তারিখে ক্রম নং ১ এবং ২, ১১.০৬.২০২৪ তারিখে সম্পত্তি ক্রম নং ৬ এবং ২০.০৬.২০২৪ তারিখে সম্পত্তি ক্রম নং ৩, ৪ এবং ৫** এর স্বত্ব দখল করেছেন।
এমনকী সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির স্বত্ব দখল নেওয়ার পরেও আপনারা ব্যাঙ্কের বকেয়া আদয় দেননি। সুতরাং নিম্নোক্ত সম্পত্তি এই অনলাইন পদ্ধতিতে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে সাধারণ ই-নিলাম মাধ্যমে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা প্রয়োজন। ই-নিলামের তারিখ এবং সময়, সম্পত্তির সংরক্ষিত মূল্য এবং পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার বিস্তারিত যার মাধ্যমে ই-নিলাম সম্পাদিত হবে পৃথকভাবে জানানো হবে।
সুতরাং, আপনারা ব্যাঙ্কের বকেয়া উপযুক্ত সুদ, শুল্ক, চার্জ এবং ব্যয় সহ বিক্রয় নোটিশ প্রকাশের পূর্বে পরিশোধ করলে সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য পুনরায় আর বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হবে না এবং উক্ত আইনের ১৩(৮) ধারা অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারবেন।

জামিনদত্ত স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সম্পত্তি ১ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ২.৪৩ কাঠা এবং তদস্থিত একতলা ভবন, পরিমাণ ১১৫৮ বর্গফুট অবস্থিত ২৫/২২, প্রিন্স গুলাম মহম্মদ শাহ রোড, গলফ গ্রিন, কলকাতা : ৭০০০৯৫, সম্পত্তি **শ্রী রনজিৎ ভট্টাচার্য এবং শ্রীমতি স্বাতী ভট্টাচার্য। চৌহদ্দি :** উত্তরে : কেএমসি রোড, দক্ষিণে : কেএমসি রোড, পূর্বে : কেএমসি রোড, পশ্চিমে : প্রেমিসেস নং ২৫/১২।
সম্পত্তি ২ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং সি-১৬, পরিমাণ ৬৫০ বর্গফুট, ৫ম তল, স্যান্ডহেড কো-অপারেটিভ হাউসিং সোসাইটি লি., ১৬৪/৭৮, প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড (লেক গার্ডেন), কলকাতা : ৭০০০৪৫সম্পত্তির **স্বত্বাধিকারী শ্রী অভিজিৎ ভট্টাচার্য এবং শ্রীমতি সোমা ভট্টাচার্য। চৌহদ্দি :** উত্তরে : সোসাইটির খোলা জায়গা/সড়ক, দক্ষিণে : সোসাইটির সিঁড়ি, পূর্বে : সোসাইটির উঠোন/ ব্লক বি, পশ্চিমে : ফ্ল্যাট নং এয় ১৫।
সম্পত্তি ৩ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং ১০৬২, পরিমাণ ১৭২৫ বর্গফুট ৭মতলে, ডিএন অক্সি পার্ক অ্যাপার্টমেন্ট, টাওয়ার-১, ডুমডুমা মৌজা, থানা : খণ্ডগিরি, তহশিল : ভুবনেশ্বর, জেলা : খুরদা, ওড়িশা, পিন : ৭৫১ ০৩০, **স্বত্বাধিকারী শ্রীমতি সুতপা জিষ্ণু মিত্র। চৌহদ্দি :** উত্তরে : নিকাশি, দক্ষিণে : সড়ক,পূর্বে : প্লট নং ৪৬৬, ৪৬৫,৫৩৫, ৫৩৪, ৫৩২, পশ্চিমে : প্লট নং ৪৬৯, ৪৬৮, ৫১৫, ৫১৬, ৫৩০, ৫২৯।
সম্পত্তি ৪ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং ৪০২, পরিমাণ ৭৮৫ বর্গফুট , ৫মতল, ডিএন অক্সি পার্ক, টাওয়ার অ্যাস্টর, ডুমডুমা মৌজা, তহশিল- ভুবনেশ্বর, থানা : খণ্ডগিরি, জেলা : খুরদা, ওড়িশা, পিন : ৭৫১০৩০, সম্পত্তির **স্বত্বাধিকারী শ্রীমতি সুতপা জিষ্ণু মিত্র। চৌহদ্দি :** উত্তরে : নিকাশি, দক্ষিণে : সড়ক, পূর্বে : প্লট নং ৪৬৬, ৪৬৫, ৫৩৫, ৫৩৪, ৫৩২, পশ্চিমে: প্লট নং ৪৬৯, ৪৬৮, ৫১৫, ৫১৬, ৫৩০, ৫২৯।
সম্পত্তি ৫ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং ৩০৩সি, ৪র্থতল, পরিমাণ ১০৪৭ বর্গফুট, ডুলেস অ্যাপার্টমেন্ট, অবস্থিত প্লট নং ১৫৫৫ এবং ১৫৫৪,খাতা নং ১০৫৭/২২৫৩,গোবিন্দ প্রসাদ ইউনিট ৩২ মৌজা, থানা : শহিদ নগর, তহশিল : ভুবনেশ্বর, জেলা : খুরদা, ওড়িশা, পিন : ৭৫১০০৭, **স্বত্বাধিকারী মেসার্স ইউনিব্রিবেণী ওভারসিজ। চৌহদ্দি :** উত্তরে : প্লট নং ২১৫০, দক্ষিণে : প্লট নং ১৫৫৬, পূর্বে : সড়ক, পশ্চিমে : প্লট নং ১৩৪২।
সম্পত্তি ৬ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ প্লট নং ০৩ এরিয়া ৭৩৪ ডেসিমেল, খতিয়ান নং ১৫০/১, জেএল নং ৫১, মৌজা : সুদর্শনপুর এবং প্লট নং ০৬, ০৭, খতিয়ান নং ২২৪/১, জেএল নং ৫৪, মৌজা : ছোটো নবগ্রাম, গ্রাম : ছোটোলালপুর, রানিগঞ্জ- ছাতনা রোড, থানা : গাংগাল ঘাটি, জেলা : বাঁকুড়া, পব,পিন : ৭২২১৩৩, **স্বত্বাধিকারী মেসার্স ইউনিব্রিবেণী ওভারসিজ। চৌহদ্দি :** উত্তরে : মালিকের সম্পত্তি, দক্ষিণে : রানিগঞ্জ-ছাতনা রোড, পূর্বে : সড়ক, পশ্চিমে : অন্যান্যর সম্পত্তি।

তারিখ : ২৫.০৬.২০২৪
স্থান : কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

জমি মাফিয়াদের রুখতে কড়া ভাষায় হুঁশিয়ারি মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: জমি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য এত বাড়ছে কেন? বিতর্কিত জমি থাকলেই দলের একাংশ জনপ্রতিনিধিরা ঝাঁপিয়ে পড়ছে। টাকার খেলা চলছে। এগুলি একেবারে বরদাস্ত করা হবে না। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ দিয়েছেন সরকারি জমি উদ্ধার করুন। জলা জমি ভরাট বন্ধ করুন। মঙ্গলবার দুপুরে জেলা কালেক্টরেট বিল্ডিং-এ প্রশাসনিক বৈঠকে রীতিমতো বিএলআরও'দের কড়া ভাষায় ধমক দিয়েছেন রাজ্যের উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। এদিনের বৈঠকে মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিনের পাশাপাশি উপস্থিত হয়েছিলেন মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ, অতিরিক্ত জেলাশাসক তথা ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের আধিকারিক দেবাহুতি ইন্দ্র সহ মালদা জেলার ১৫টি ব্লকের বিএলআরও এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরের পদস্থ কর্তারা। বৈঠকের শুরুতেই রীতিমতো কড়া ভাষায় সুর চড়িয়েছেন মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। তাঁর অভিযোগ, শহর

থেকে গ্রাম যেখানে সেখানে জলাশয় বুঝিয়ে ফেলা হচ্ছে। মালদা শহরের জলাশয় বুঝিয়ে একের পর এক বহুতল গড়ে উঠছে। গ্রামেও মাটি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য বেড়ে গিয়েছে। একাংশ পঞ্চায়েতের জনপ্রতিনিধিরা মানুষের সেবা ছেড়ে জমি ব্যবসায় নেমে পড়েছেন। বিএলআরও'রা যেখানে রেকর্ড নামা থেকে শুরু করে পরচা এবং জমি সংক্রান্ত বিষয়ে কাজ করেন। এখন অনেক সময় দেখা যাচ্ছে অসহায় মানুষ জমি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে পুলিশ ও নেতাদের কাছে ছুটছে। তাহলে আপনারা কিসের জন্য। এগুলো বরদাস্ত করা যাবে না। মালদার সমস্ত রিপোর্ট মুখ্যমন্ত্রীর নজরে রয়েছে। মালদা জাতীয় সড়কের ধার ধরে বিভিন্ন এলাকায় যেভাবে মাটি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য বাড়ছে, তা বন্ধ চেষ্টা করুন।

এই দিনের বৈঠকে মূলত ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের আধিকারিকদের নিয়ে সরকারি জমির জবরদখল উদ্ধার, জলা জমি সংস্কার, রাজস্বের পরিমাণ বাড়ানো সহ একাধিক ইস্যু বিষয়ে প্রশাসনিক বৈঠক শুরু হয়। বৈঠকের শুরুতেই বিভিন্ন ব্লকের বিএলআরও'রা নিজেদের সংগৃহিত রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ সম্পর্কে বলতে শুরু করেন। কোথায় কিভাবে জলাজমি সংস্কার এবং ভরাট বন্ধের অভিযান চালানো হচ্ছে, সেগুলোর খতিয়ানও তুলে ধরা হয়। কিন্তু এই কথা শোনার পরেই রীতিমতো চটে যান মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন।

রাজ্যের উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন বলেন, চলতি অর্থ বর্ষে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের রাজস্ব আদায় বেড়েছে ঠিকই। কিন্তু বেআইনিভাবে পুকুর, জলাজমি ভরাট বন্ধ হচ্ছে না। কালিয়াচকের সমস্ত এলাকার জলাজমি বুঝিয়ে ফেলা হচ্ছে। পুরাতন মালদায় ৩৯ নম্বর জাতীয় সড়ক এবং বাইপাস রোডের ধার ধরে জলাজমি ভরাট চলছে। কি করছেন আপনারা? মালদার ইংরেজবাজার শহরের জলাজমি ভরাট করে বহুতল নির্মাণ হচ্ছে। শহর থেকে গ্রামের একাংশ জনপ্রতিনিধিরা মানুষের কাজ ছেড়ে জমির ব্যবসায় যুক্ত হয়ে পড়েছেন। এদিন বৈঠকের পর আমি ডিএম সাহেবের নজরে এনেছি। জমি সংক্রান্ত বেআইনি কাজ কোনোভাবে বরদাস্ত করা হবে না। কোনওরকম বিতর্কিত জমিতে পঞ্চায়েত প্রধান হোক বা শহরের জনপ্রতিনিধিরা, মাথা ঘামাবেন না। তার জন্য আইন ও প্রশাসন আছে। সরকারি জমি যেসব জায়গায় দখল হয়েছে অবিলম্বে সেগুলো উদ্ধার করুন। জলাজমি এবং পুকুর ভরাটের বিরুদ্ধে লাগাতার অভিযান চালান। জমি সংক্রান্ত কোনো অভিযোগ এরপর আসলে সেই ব্লকের বিস্তারিত তথ্য উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে রিপোর্ট যাবে।

অতিরিক্ত জেলাশাসক তথা ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের আধিকারিক দেবাহুতি ইন্দ্র বলেন, আগামী ১৫ দিনের মধ্যে প্রতিটি ব্লকের রেভিনিউ অফিসার এবং রেভিনিউ ইনস্পেক্টর যারা রয়েছেন, তারা প্রতিটি সরকারি জমি এবং জলাজমি ভরাটের বিষয়ে নজরদারি চালাবে। তারপর রিপোর্ট অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

অজয় নদের ওপর স্থায়ী সেতু নির্মাণ শেষের পথে

উদ্বোধনের অপেক্ষায় সাধারণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: কাঁকসার শিবপুর থেকে বীরভূমের জয়দেব যাওয়ার যোগাযোগের একটি মাধ্যম হল অজয় নদের উপর অস্থায়ী সেতু। বালি মাটি দিয়ে তৈরি সেই সেতু প্রতি বছর বর্ষার সময় অজয় নদের জলে ভেসে যায়। অস্থায়ী সেতু ভেসে যেতেই সমস্যায় পড়তে হয় এলাকার মানুষকে। দুই জেলার মধ্যে সড়ক পথে যোগাযোগ ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে পড়ে। পরে অজয় নদে জলস্তর বেড়ে যাওয়ার ফলে দুই জেলার মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য বীরভূম জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে মানুষের যাতায়াতের ব্যবস্থার জন্য নৌকোর ব্যবস্থা করা হয়। সাধারণ মানুষের এই সমস্যার কথা শুনে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্থায়ী ভাবে ব্রিজ নির্মাণের উদ্যোগ নেন। সেই মতো দ্রুততার সঙ্গে শুরু হয় ব্রিজ নির্মাণের কাজ। সেই ব্রিজ নির্মাণের কাজ প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছে। শীঘ্রই সেই ব্রিজ সাধারণ মানুষের যাতায়াতের জন্য খুলে দেওয়া হবে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে। যদিও গত কয়েকদিন ধরে নিম্নচাপের ফলে বিহার ও ঝাড়খণ্ডে বৃষ্টির ফলে অজয় নদের

জলস্তর বাড়ায় কাঁকসার শিবপুর থেকে জয়দেব যাওয়ার অস্থায়ী সেতু প্রতি বছরের মতো ভেসে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। ওই সেতুর বেশ কয়েক জায়গায় মাটি ছেড়ে গিয়েছে। ফলে এক প্রকার ঝুঁকি নিয়েই চলছে ভারী যান চলাচল। হঠাৎ করে সেতু জলের তোড়ে ভেসে গেলে সমস্যায় পড়তে হবে দুই জেলার মানুষকে। সেই আতঙ্কেই ভুগছেন দুই জেলার মানুষ।

কাঁকসা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ভবানী ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, এখনই আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই। দুই জেলার প্রশাসন যথেষ্ট সতর্ক রয়েছে। বিপদ বুঝলেই ওই সেতু দিয়ে যান চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হবে। যদিও ওই অস্থায়ী সেতুর রক্ষণাবেক্ষণ বীরভূম জেলা প্রশাসন করে। তবে পশ্চিম বর্ধমান জেলা প্রশাসনও এই বিষয়ে নজরদারি রাখে সর্বদা। তবে স্থায়ী ব্রিজ দিয়ে যানবাহন চলাচল শুরু হয়ে গেলে এই বিষয় নিয়ে আর কোনও চিন্তা থাকবে না। এই বিষয়ে মঙ্গলবার বিকালে কাঁকসা থানার মলানদিঘি ফাঁড়িতে প্রশাসনিক একটি বৈঠক করা হয় বলে জানিয়েছেন তিনি। অন্যদিকে রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার জানিয়েছেন, দ্রুত স্থায়ী ব্রিজ দিয়ে যাতায়াত শুরু হয়ে যাবে। মুখ্যমন্ত্রীর চেষ্টায় দুই জেলার একটা বড় সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে।

ভোট গণনায় কারচুপি নিয়ে পোস্ট বিরোধী দল নেতার, শোরগোল আরামবাগ জুড়ে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: এবার আরামবাগ লোকসভা কেন্দ্রের গণনার সময় গড়মিল করা হয়েছে বলে অভিযোগ তুলে এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট রাজ্যের বিরোধী দলনেতার। তিনি গণনা কেন্দ্রের এআরও টেবিলের তথ্য তুলে ধরে পোস্ট করেন। আর এই নিয়ে ব্যাপক শোরগোল রাজনৈতিক মহলে। বিশেষ করে আরামবাগ লোকসভা জুড়ে রীতিমতো হইচই পড়ে যায়। আরামবাগ বিজেপি নেতৃত্বও এই নিয়ে সরব হন। রাজ্যের বিরোধী দল নেতা শুভেন্দু অধিকারীর দাবি, ম্যানুপুলেট করে এবং গণনায় কারচুপি করে বিজেপি প্রার্থী অরূপনকান্তী দিগারকে হারানো হয়েছে। তিনি সমাজমাধ্যমে লিখেছেন আরামবাগ লোকসভা কেন্দ্রে জয়ের ব্যবধান মাত্র ৬৩৯৯ ভোট। নির্বাচনে কিভাবে চুরি হয়েছে এটা তার একটা দৃষ্টান্ত। এআরও (সহকারী রিটার্নিং অফিসার) টেবিলের ট্যাবুলেশন শিট, যেখানে ইভিএম ডেটা প্রাথমিকভাবে গণনা এজেন্টদের দ্বারা নোট করা হয়, হরিপাল বিধানসভার ২৩৬ নং বুথে প্রার্থীদের প্রাপ্ত ভোটগুলিকে দেখায়- তৃণমূল প্রার্থী-২৫২। বিজেপি প্রার্থী - ২৫৪। আশ্চর্যজনকভাবে যখন এই ডেটা আপডেটের জন্য কম্পিউটার রুমে যায় এবং অবশেষে এটি ইসিএল সাইটে যায় তখন হরিপাল বিধানসভার ২৩৬ নম্বর বুথে প্রার্থীদের প্রাপ্ত ভোটগুলি এইভাবে আপলোড করা হয়েছিল- তৃণমূল প্রার্থী -৫৫২। আর বিজেপি প্রার্থী অরূপ দিগার ২৫৪। প্রক্রিয়া সুষ্ঠু হলে বিজেপি প্রার্থীই জয়ী হতেন। বিধানসভা ভিত্তিক গণনা কক্ষের এআরও টেবিল পর্যন্ত একটি রাজনৈতিক দলের নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। ডেটা রুম ছেড়ে যাওয়ার পরে যদি ম্যানুপুলেশন ঘটে তবে প্রার্থী কী করতে পারে। তাই তিনি ইলেকশন পিটিশন করবেন বলে জানান। এই বিষয়ে আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা বিজেপির

সভাপতি বিমান ঘোষও একই মতামত প্রকাশ করেন। এই বিষয়ে তিনি বলেন, রাজ্যের বিরোধী দল নেতা শুভেন্দু অধিকারী সঠিক তথ্য তুলে ধরেছেন। আমরা রি-কাউন্টিয়ের জন্য মামলা করব। দুই একদিনের মধ্যেই তা সম্পূর্ণ হবে। তার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আরামবাগের তৃণমূল নেতা শেখ নিয়াজুল বলেন, উনি সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা বলছেন। সাজানো কথা বলছেন। প্রত্যেক কাউন্টিং টেবিলে তৃণমূল ছাড়াও ছয়জন ছিলেন। গণনা শেষে সাতজন এজেন্ট সই করেছেন। সেখানে উনি যা বলছেন সেটা অবাস্তব কথা। ওনার মাথার ঠিক নেই। সবমিলিয়ে সমাজ মাধ্যমে শুভেন্দু অধিকারীর পোস্ট নিয়ে তোলপাড় আরামবাগে।

হাতি তাড়াতে কলাইকুন্ডার হুলাপার্টি মধ্যপ্রদেশে

নিজস্ব প্রতিবেদন, খড়গপুর: জঙ্গলমহলের বিভিন্ন জেলায় হাতি তাড়াতে যাদের জুড়ে নেই সেই আকাশ বাপি ও মথুরদের ডাক পড়েছে মধ্যপ্রদেশে। এতদিন জঙ্গলমহলে দাপিয়ে বেড়ানো হাতির পালকে সরাতে হুলা হাতে এই যুবকরা জঙ্গলপথে এগিয়ে গেছে মাইলের পর মাইল। এতদিন রাজ্যের মধ্যেই তারা কাজ করেছে। এবার তারা পাড়ি দিয়েছে মধ্যপ্রদেশে। ইতিমধ্যে সেখানকার লোকালয়ে ঢুকে পড়া হাতিদের সরাতে চেষ্টা শুরু করেছে।

বনদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, ছত্রিশগড় থেকে মধ্যপ্রদেশের অনুপপুর বন বিভাগের জেইথারি রেঞ্জ এলাকায় দুটি হাতি ঢুকে পড়ে গত কুড়ি দিন ধরে গ্রামবাসীদের ঘর বাড়ি ভাঙচুর করছে। হাতির হানায় মারা গিয়েছে এক ব্যক্তি। সন্ধে নামলেই খাবারের খোঁজে হানা দিচ্ছে মানুষের বাড়িতে। এর ফলে এলাকায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়েছে। অনুপপুর বন বিভাগ সূত্রে জানা গেছে হাতি দুটিকে সরাতে কর্নাটকের বেঙ্গালুরু থেকে হুলা পার্টি আনা হয়েছিল। কিন্তু তারা কার্যত ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায়। তারপর মধ্যপ্রদেশের অনুপপুর বন বিভাগ খড়গপুর বনবিভাগের মারফত কলাইকুন্ডার বাপি মাহাতো, আকাশ মাহাতো ও মথুর মাহাতোদের হুলা পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ করে। রবিবার মধ্যপ্রদেশ থেকে বন বিভাগের একটি টিম এসে সোমবার বাপি মাহাতোদের ১৪ জনের হুলাপার্টিকে ট্রেনে রিজার্ভেশন করে নিয়ে যায়। মঙ্গলবার থেকে তারা হাতি সরানোর কাজ শুরু করেছে।

কলাইকুন্ডার হুলা টিমের সদস্য বাপি মাহাতো জানিয়েছেন, হাতি দুটি এমন একটি জঙ্গলের মধ্যে রয়েছে যার চারদিকে ফাঁকা জায়গা। বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে জঙ্গল থাকলে হাতিগুলিকে সরানোর সুবিধা হয়। দুই-একদিনের মধ্যে লোকালয়ে ঢুকলে হাতিগুলিকে গাইড করে ছত্তিশগড়ের জঙ্গলে ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হবে।

রায়গঞ্জ উপনির্বাচনে চোপড়াকাণ্ড বিরোধীদলগুলির কাছে তুরুপের তাস!

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়গঞ্জ: চোপড়ার ঘটনাকে কাজে লাগিয়ে রায়গঞ্জ বিধানসভা উপনির্বাচনে ইস্যু করতে চাইছে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি।

রায়গঞ্জ বিধানসভার উপনির্বাচনের বাম কংগ্রেসের জোট প্রার্থী মোহিত সেনগুপ্ত জানিয়েছেন, 'চোপড়া থেকে ফুলবাড়ি প্রমাণ করল তৃণমূল কংগ্রেস এলাকায় কি পর্যায়ের সন্ত্রাসের পরিস্থিতি কায়েম করে রেখেছে। রায়গঞ্জ পুরসভা নির্বাচনেও তৃণমূল কংগ্রেস সন্ত্রাস করে বোর্ডের দখল নিয়েছিল। এই পরিস্থিতি সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে, আমরা চোপড়া ব্লকের এই ঘটনা আমাদের নির্বাচনী প্রচারে অবশ্যই কাজে লাগাব।'

বিজেপির জেলা সভাপতি বাসুদেব সরকার জানিয়েছেন, 'চোপড়া ব্লকের ওই ঘটনা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। শাসক দলের এই নগ্নরূপ আমরা রায়গঞ্জ বিধানসভা উপনির্বাচনে মানুষের সামনে অবশ্যই তুলে ধরব।'

তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়ালা জানিয়েছেন, 'চোপড়া ব্লক জেলার একপ্রান্তে। রায়গঞ্জ বিধানসভা অন্যপ্রান্তে। চোপড়া ব্লকের ঘটনার এফেক্ট রায়গঞ্জ বিধানসভায় পড়ার কোনো চান্স নেই। উপরন্তু চোপড়াকাণ্ড জানাজানি হওয়ার পরই পুলিশ যথাযথ অ্যাকশন নিয়েছে। মূল অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তদন্ত শুরু করা হয়েছে। পুলিশ তথা রাজ্য সরকার এই ব্যাপারে নিরপেক্ষভাবে তদন্ত শুরু করেছে। আমরা এই কথাই রায়গঞ্জ বিধানসভা এলাকায় প্রচার করছি।'

বাগদা উপনির্বাচনে বিজেপির বিক্ষুব্ধরা নির্দল প্রার্থী দেওয়ায় দ্বন্দ্ব

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগদা: উত্তর ২৪ পরগনার বাগদা বিধানসভা উপনির্বাচন আগামী ১০ জুলাই। ইতিমধ্যেই বাগদাতে বিজেপির বিক্ষুব্ধরা নির্দল প্রার্থী দিয়েছেন। নির্দল প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন সত্যজিৎ মজুমদার। সত্যজিৎ মজুমদারের পাশে থাকা দুই নেতা মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী ও শিশির হাওলাদার বিজেপির কেউ নয় বলে জানালেন বনগাঁ জেলা বিজেপি সভাপতি দেবদাস মণ্ডল। তিনি বলেন যে কেউ নির্দল প্রার্থী হিসেবে দাঁড়াতে পারে। তারা বিজেপির নাম ব্যবহার করছে পতাকা আগে ব্যবহার করছিল। এই বিষয়ে আমরা রিটার্নিং অফিসারের কাছে অভিযোগ জানিয়েছিলাম। বিজেপির নাম ভাঙিয়ে চলছে এই দুই নেতা এরা বিজেপির কেউ নয়। এরা বিজেপির সঙ্গে কোন এক সময় ছিল। বিজেপির কোনও পদে ছিল না। মাইকে বিজেপির বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছে এবং তিনি সাংবাদিক সম্মেলন থেকে বাগদা থানার ওসির বিরুদ্ধে তোপ দেখেছেন। বলছেন বাড়ি বাড়ি বিজেপি কর্মীদেরকে ভয় দেখানো হচ্ছে সিভিকদের দিয়ে। আমরা ওসির বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানাব। এই বিষয়ে মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী ও শিশির হাওলাদারের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তারা কোনও প্রতিক্রিয়া দিতে চাননি।

নবদ্বীপ থানার পুলিশের তৎপরতায় গণপিটুনির হাত থেকে উদ্ধার পেল এক বৃদ্ধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: নবদ্বীপ থানার পুলিশের তৎপরতায় গণপিটুনির হাত থেকে রক্ষা পেল এক বৃদ্ধ। মঙ্গলবার দুপুরে নবদ্বীপের বুড়ো শিবতলা রোডে জনবহুল রাস্তার ধারে ইলেকট্রিক পোস্টে বেঁধে গণধোলাইয়ের উপক্রম থেকে রক্ষা পেল বৃদ্ধ। ল্যাম্প পোস্টে বেঁধে যখন গণপ্রভাত চলছিল খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় নবদ্বীপ থানার পুলিশ। তখনই গণপিটুনির হাত থেকে বৃদ্ধকে উদ্ধার করে পুলিশ। নবদ্বীপের তমালতলার বাসিন্দা অরূপ সাহা যার কাছে কিছু টাকা পেত নবদ্বীপ হিন্দু স্কুলের সামনে চায়ের দোকানদার কানাই দেবনাথ। কানাই দেবনাথের অভিযোগ কাজ দেওয়ার নাম করে ৭ হাজার ৪০০ টাকা নিয়েছেন ওই বৃদ্ধ। টাকা আজও পর্যন্ত ফেরত না পাওয়ায় রাস্তার ধারে ল্যাম্পপোস্টে বেঁধে টাকা আদায়ের ব্যবস্থা করছিলেন। এমতাবস্থায় বৃদ্ধকে উদ্ধার করার পাশাপাশি পুলিশ ওই দুই ব্যক্তিকেই জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নবদ্বীপ থানায় নিয়ে যায়। যদি সময় মতো পুলিশ না পৌঁছত হয়তো গণপিটুনিতে অন্যরকম পরিস্থিতি হতে পারত এই বৃদ্ধর।

পুলিশ সেজে বৃদ্ধের হাতের আংটি ছিনতাই

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: পুলিশ সেজে ছিনতাইয়ের অভিযোগে শোরগোল হুগলির উত্তরপাড়ায়। এক বৃদ্ধের হাতের আংটি ছিনতাই করে পালাল দুষ্কৃতীদের গ্যাং। সোমবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপাড়ার বি বি স্ট্রিট এলাকায়। জানা যাচ্ছে, অভ্যেস মতো সোমবার সকালে গঙ্গার ধারের রাস্তায় হাঁটতে বেরিয়েছিলেন প্রদীপ সরকার নামে এলাকার এক স্থানীয় বৃদ্ধ। সেখান থেকে বাড়ি ফেরার পথে স্থানীয় একটি দোকানে দাঁড়ান তিনি। বাড়ির জন্য কিছু জিনিসপত্র কিনছিলেন। সেই সময়েই এক ব্যক্তি বাইক ছুটিয়ে এসে থামে রাস্তার ধারে। বাইক থেকে নেমে এক যুবক বৃদ্ধের কাছে নিজেকে পুলিশ বলে পরিচয় দেয়। বৃদ্ধের বিশ্বাস অর্জনের জন্য একটি আইডেন্টিটি কার্ডও দেখায়। বৃদ্ধের হাতে আংটি ছিল। বৃদ্ধকে ওই যুবক পরামর্শ দেয়, চারদিকে ছিনতাই হচ্ছে, আংটি খুলে ব্যাগে ঢুকিয়ে রাখুন। পুলিশের পরিচয় দেওয়া ওই যুবক নিজেই বৃদ্ধের হাত থেকে আংটি নিয়ে নিজেই বৃদ্ধের ব্যাগের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয় এবং বাইক নিয়ে চলে যায়। পরে বৃদ্ধ ব্যাগ খুলে দেখেন, সেখানে আংটি নেই। তখনই গোটা বিষয়টি বুঝতে পারেন তিনি। তদন্তে পুলিশ।

গুলিবিদ্ধ ব্যবসায়ীর বয়ানে অসঙ্গতি, সুস্থ হলেই গ্রেপ্তারি

নিজস্ব প্রতিবেদন, ডায়মন্ড হারবার: সোমবার মগরাহাটের মাইতিরহাটের বাসিন্দা ব্যবসায়ী অশোক ছাঁটুইকে গুলি করে লক্ষাধিক টাকা ছিনতাইয়ের অভিযোগ উঠেছিল। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় ওই ব্যবসায়ী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতে এই শুট আউটের ঘটনায় নয়া মোড়। গুলিবিদ্ধ ব্যবসায়ী অশোক ছাঁটুই চাকরি দেওয়ার নাম করে দক্ষিণ বারাসাতের বাসিন্দা গোবিন্দ নস্করের কাছ থেকে কয়েক দফায় ৭ লক্ষের বেশি টাকা নেয়। কিন্তু সেই চাকরি দিতে পারেননি অশোক। এরপর ওই গোবিন্দ টাকা ফেরতের চাপ দিতে থাকেন। এদিন গুলির ঘটনা পূর্ব পরিকল্পিত বলে জেরায় স্বীকার করেছেন ওই ব্যবসায়ী। ব্যবসায়ী ৭ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা ছিনতাইয়ের দাবি করলেও পরে পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদের মুখে পড়ে আদৌ কোনও ছিনতাই হয়নি বলে জানায় অশোক। ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার রাহুল গোস্বামী ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার

মিতুন দে সাংবাদিক বৈঠক করে জানান, ওই ব্যবসায়ীর বয়ানে একাধিক অসঙ্গতি ধরা পড়েছে। নিজেই গুলি চালাতেও পারে। এই ঘটনায় আরও কয়েকজন জড়িত বলে সন্দেহ। দু'জনকে আটক করা হয়েছে। এই মুহূর্তে গুলিবিদ্ধ ব্যবসায়ী ডায়মন্ড হারবার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। সুস্থ হলেই গুলিবিদ্ধ ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করা হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।

পার্থ ভৌমিককে স্থানীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ক্ষোভ জানালেন এক তৃণমূল কর্মী

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগদা: বৃদ্ধ ভাতার নাম করে টাকা তুলেছে নেতারা, সাংসদ পার্থ ভৌমিকের সামনে নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিলেন তৃণমূল কর্মী। উত্তর ২৪ পরগনার বাগদা বিধানসভা উপনির্বাচন আগামী ১০ জুলাই। মঙ্গলবার বাগদার বয়ড়া গ্রাম পঞ্চায়েত ও আষারু গ্রাম পঞ্চায়েতের বুথ স্তরের কর্মীদের সঙ্গে বৈঠক করেন পার্থ ভৌমিক বনগাঁ জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস। এদিন আষারু প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ঘরে বৈঠক করেন তিনি। সেখানেই আষারু পঞ্চায়েতের ২১৯ নাম্বার বুথের কর্মী পার্থ ভৌমিকের সামনে বলতে গিয়ে বাগদার নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেয়। নেতৃত্বের সাধারণ মানুষের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক নেই। বৃদ্ধ ভাতার নামে টাকা তোলা হচ্ছে। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার-সহ নানা প্রকল্পের ক্ষেত্রে টাকা তোলা হচ্ছে কাজ করে দেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ করেন। এই বিষয়ে সাংসদ পার্থ ভৌমিক বলেন, আমি আগের দিন কর্মীদের উজ্জীবিত করার জন্য বলেছিলাম যারা তৃণমূলের নাম করে এই ধরনের কাজ করছে তাদের তালিকা দিন। আমরা দলগতভাবে এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেব। আমি বাগদার মানুষকে আশ্বস্ত করতে চাই যারা তৃণমূলের নাম করে এমন ধরনের কাজ করছেন তাদের আর যেখানেই জায়গা হোক তৃণমূল কংগ্রেসে জায়গা নেই। সেই কারণেই তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা উৎফুল্ল হয়ে তৃণমূল করছে।

ফুটপাত দখল মুক্ত করতে ও শহরের পার্কিং জোন ঘুরে দেখতে অভিযান পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: সম্প্রতি নবান্নের বৈঠকে ফুটপাত দখলমুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর তারপর থেকেই নড়েচড়ে বসেছে প্রশাসন। সেই মতো বালুরঘাট শহরের ফুটপাত দখল মুক্ত করতে ও শহরের পার্কিং জোন ঘুরে দেখতে অভিযান চালানো হয় পুলিশের তরফে। এদিনের অভিযানে উপস্থিত ছিলেন ডিএসপি হেডকোয়ার্টার বিক্রম প্রসাদ, বালুরঘাট থানার আইসি শান্তিনাথ পাঁজা সহ অন্যান্য পুলিশ কর্মীরা। উল্লেখ্য, বালুরঘাট শহরেও ফুটপাথ দখল করে ব্যবসা করছেন অনেক ব্যবসায়ী। পাশাপাশি শহরের মধ্যেও যত্রতত্র গাড়ি বা মোটরবাইক পার্কিং করতে দেখা যায়। যার ফলে এদিন অভিযানে নামে বালুরঘাট থানার পুলিশ। শহরের বিভিন্ন পার্কিং এলাকা ঘুরে দেখা হয় পুলিশের তরফে।

এবিষয়ে ডিএসপি হেডকোয়ার্টার বিক্রম প্রসাদ বলেন, 'ফুটপাত দখলমুক্ত করার একটি নির্দেশিকা এসেছে। রাস্তার উপরে যাতে পার্কিং না করা হয় সেজন্য আমরা বিশেষ পদক্ষেপ নিচ্ছি। বিকল্প পার্কিংয়ের জায়গার বিষয়ে চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছে।'

দুবাই থেকে চ্যাম্পিয়ন অফ চ্যাম্পিয়ন ট্রফি নিয়ে ফিরল সিঙ্গুরের নেহা বাগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, সিঙ্গুর: দুবাই থেকে চ্যাম্পিয়ন অফ চ্যাম্পিয়ন ট্রফি নিয়ে ফিরল সিঙ্গুরের বেড়াবেড়ি গ্রামের মেয়ে নেহা বাগ। ট্রফির পাশাপাশি ৪ টি বিভাগে সোনা অর্জন করেছে। সোমবার সকালে দুবাই থেকে ফিরতেই গ্রামবাসীরা মালা পড়িয়ে সংবর্ধনা দেয়। বাদ যায়নি খুদেরা। এরপর সিঙ্গুরের কামারকুন্ডু রেল স্টেশন থেকে জাতীয় পতাকা নিয়ে ব্যান্ড বাজিয়ে শোভাযাত্রা সহকারে গ্রামের বাড়িতে আসে। গ্রামের মেয়ের এই সাফল্যে খুশি আট থেকে আশি। ইরাক, ইরান, ভিয়েতনাম, হংকং, মালয়েশিয়া সহ ১০ টি দেশ তৃতীয় এশিয়ান যোগাসোনা স্পোর্টস কাপ-২০২৪ অংশগ্রহণ করেছিল। ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে ২৩ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেছিল। এর আগে ২০২২ সালে নেহা থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় এশিয়ান

যোগাসন চ্যাম্পিয়নশিপে দুটি বিভাগে সোনা ও দুটি বিভাগে রুপা পেয়েছিল। ২০২৩ সালে ভারতের হরিয়ানাতে তৃতীয় ইন্টারন্যাশনাল প্রতিযোগিতায় ৪ টে সোনা ও প্রথম রানার আপ হয়েছিল। সেই বছরই ব্যাংককে অনুষ্ঠিত চ্যাম্পিয়নন্স টুর্নামেন্টে তৃতীয়তে সোনা ও দ্বিতীয়তে রুপা পেয়েছিল। এরপর ২০২৪ সালে দুবাইয়ে এই সাফল্য নেহার আগামীদিনে লক্ষ্য ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ানশিপে ঝুলিতে সোনার পদক। মেয়ের সাফল্যের পিছনে নেহার মায়ের অবদান অতুলনীয়।

জোর কদমে শেষ বেলার চূড়ান্ত প্রস্তুতি চলছে মায়াপুর ইসকনের রথের

নিলয় ভট্টাচার্য ● নদিয়া

মাঝে মাত্র আর কয়েকটি দিন। তারপরেই শুরু জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা উৎসব। জোরদার শেষ বেলার প্রস্তুতি চলছে এখন মায়াপুর ইসকনের রথে মহা সাড়ম্বরে পালিত হচ্ছে মায়াপুর ইসকন পরিচালিত রথযাত্রা উৎসব। আর এই রথযাত্রা উৎসব উপলক্ষ্যে দেশ-বিদেশের হাজার হাজার ভক্তের সমাগম ঘটতে চলেছে মায়াপুর ইসকনে। মায়াপুর ইসকন মন্দির থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকা রাজাপুর জগন্নাথ মন্দির থেকে তিনটি পৃথক সুসজ্জিত রথে জগন্নাথ বলদেব এবং সুভদ্রা মহারানি মায়াপুর চন্দ্র রায় মন্দিরের

অস্থায়ী গুন্ডিচায় প্রবেশ করবেন। উল্টোরথ পর্যন্ত মায়াপুরের গুন্ডিচায় থাকার পর পুনরায় উল্টো রথের দিন মায়াপুর থেকে রাজাপুরের উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন। রথের দিন সাতটি পৃথক সংকীর্তণের দল সহ বিভিন্ন রকম ট্যাবলো ও সুসজ্জিত বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা সহকারে জগন্নাথ বলদেব ও সুভদ্রা মহারানিকে রথে চড়িয়ে আনা হবে মায়াপুরে। জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত ধর্মের মানুষের আগমনে মিলনমেলায় পরিণত হবে মায়াপুর ইসকনের রথযাত্রা উৎসব। এই বিষয়ে ইসকনের রথযাত্রা কমিটির অন্যতম এক ভক্ত সেবাইত জগন্নাথ কৃপা দাস জানান, রথযাত্রার উৎসব উপলক্ষ্যে চূড়ান্ত শেষ বেলার প্রস্তুতি চলছে ইসকন মায়াপুরে। রাজাপুর মন্দির থেকে তিনটি আলাদা আলাদা করে জগন্নাথ বলদেব এবং সুভদ্রা মহারানি মায়াপুর ইসকনে আসবেন। রথের দিন রাজাপুরে বন্যার্ত শোভাযাত্রা সহকারে রাজ রথে রাজ বেশে জগন্নাথ দেব ভক্তদের মাঝে আবর্তিত হবেন। প্রতিবার ইসকনের রথ দেখার জন্য একদিকে যেমন বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ভক্ত উপস্থিত হতে শুরু করেছে একই সঙ্গে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অসংখ্য ভক্তের সমাগম হবে মায়াপুর ইসকনে এই রথযাত্রা উপলক্ষ্যে। অন্যদিকে আরও এক ইসকন ভক্ত মধু রসপতি দাস জানান, মায়াপুর ইসকনের রথযাত্রা উপলক্ষ্যে তেমন সেলিব্রিটি না এলেও জেলা প্রশাসনের কর্তা ব্যক্তিরা উপস্থিত থাকবেন এবং তাদের দ্বারাই রথযাত্রার উদ্বোধন হবে। স্বর্ণ ঝাড়ু দিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করে জগন্নাথ, বলদেব এবং সুভদ্র মহারানির রথ এগিয়ে চলবে মায়াপুরের অস্থায়ী গুন্ডিচায় সেখানে প্রায় ১০ দিন ধরে উল্টোরথ পর্যন্ত মহা আনন্দে মাসির বাড়িতে বিভিন্ন রকমারি পদে ভোগ রাগ নিবেদন করা হবে জগন্নাথ বলদেব এবং সুভদ্রা মহারানিকে।

সংসদের রেকর্ড থেকে ‘হিন্দু’ মন্তব্য সরানোয় স্পিকারকে চিঠি রাহুলের

নয়াদিল্লি, ২ জুলাই: মঙ্গলবার বিরোধী দলনেতা হিসাবে নিজের প্রথম ভাষণে রাহুল গান্ধি বলেন, হিন্দুরা নয়, হিংসা ও ঘৃণা ছড়ায় বিজেপি। স্পিকার ওম বিড়লার নির্দেশে সংসদের রেকর্ড থেকে মুছে ফেলা হয়েছে রাহুলের ওই মন্তব্য। এর প্রতিবাদে স্পিকারকে চিঠি দিয়েছেন কংগ্রস সাংসদ। প্রতিবাদী চিঠিতে তিনি জানান, তাঁর বক্তব্যের ওই অংশ সংসদের ৩৮০ ধারার মধ্যে পড়ে না। যা বক্তব্য সরানো বা মুছে ফেলার অনুমতি দেয়। এইসঙ্গে বিরোধী দলনেতা দাবি করেছেন, তিনি যা বলেছেন তা আসলে ‘নিখাদ সত্যি’। পাশাপাশি সংসদের রেকর্ড থেকে সরিয়ে দেওয়া তাঁর মন্তব্য পুনরুদ্ধারেরও অনুরোধ করেছেন রাহুল।

তারিখ ও সময় উল্লেখ করে রাহুল জানিয়েছেন, যে যুক্তিতে তাঁর মন্তব্যকে সরানো হয়েছে তা ধারা ৩৮০-র মধ্যে পড়ে না। কারণ তিনি কোনও ‘কুমন্তব্য’ বা ‘অপশব্দ’ ব্যবহার করেননি। রাহুলের কথায়, ‘আমার ভাষণের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ যেভাবে বহিষ্কারের আড়ালে কার্যধারা থেকে সরানো হয়েছে তা দেখে আমি হতবাক। আমি সংসদের অধিবেশে যা বলেছি তা নিখাদ সত্যি। সংসদের প্রতিনিধিরা জনগণের সম্মিলিতি কণ্ঠস্বরকে ব্যক্ত করেন। এটাই ভারতীয় সংবিধানের ১০৫ (১) ধারার বাকস্বাধীনতা। সাধারণ মানুষের কথা বলা সংসদের প্রত্যেক সদস্যের অন্যতম অধিকার।’ রাহুল আরও বলেন, ‘আমার মন্তব্য রেকর্ড থেকে সরিয়ে নেওয়া সংসদীয় গণতন্ত্রের নীতির পরিপন্থী।’

উল্লেখ্য, সোমবার নিট প্রশ্নফাঁস কাণ্ড এবং বিরোধীদের কণ্ঠরোধে কেন্দ্রীয় এজেন্সির ব্যবহার নিয়ে সরব হন সংসদে বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। এইসঙ্গে তিনি বিজেপির বিরুদ্ধে ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করার অভিযোগ আনেন। রাহুল বলেন, ‘হিন্দুরা কখনও হিংসা ছড়ায় না। কিন্তু বিজেপি গোটা দেশে হিংসা এবং ঘৃণা ছড়িয়ে চলেছে। যদিও আমাদের মনে রাখতে হবে যে বিজেপি এবং আরএসএসই সম্পূর্ণ হিন্দু সম্প্রদায় নয়।’ রাহুল আরও বলেন, ‘এই দেশ ভয়ের দেশ নয়। আমাদের পূর্বপুরুষরা অহিংসার কথা বলেছেন। ভগবান শিব তাঁর গলায় সাপ রাখেন অভয়মুদ্রায়। ত্রিশুল হাতে থাকে না। অন্যদিকে, যারা নিজেদের হিন্দু বলছে তাঁরা দিনরাত শুধু হিংসা, অসত্য ও ঘৃণা ছড়িয়ে চলেছে। আপনারা (বিজেপি) হিন্দুই না। হিন্দুধর্মে স্পষ্ট লেখা হয়েছে, সত্যের সঙ্গে দাঁড়াও। সত্যের জন্য লড়াই করো।’ একইসঙ্গে তিনি বলেন, ‘বিজেপি কিংবা আরএসএস হিন্দু সমাজ নয়।’ কংগ্রেস নেতার এই মন্তব্যের পরেই আসরে নামেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। রাহুলকে উদ্দেশে তিনি বলেন, ‘আপনি এভাবে গোটা হিন্দু সম্প্রদায়কে দোষারোপ করতে পারেন না।’ যদিও বিজেপি এবং আরএসএসকেই আক্রমণ করেছিলেন রাহুল গান্ধি।

স্ট্রিপ জুলাইতে নিট-পিজি

গণপিটুনিতে মুসলিম যুবকের মৃত্যু গুজরাতে

নতুন আইন লাগুর পর প্রকাশ্যে আনলেন ওয়েইসি

নয়াদিল্লি, ২ জুলাই: গণপিটুনিতে সর্বোচ্চ মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত শাস্তির কথা বলা হয়েছে ভারতীয় ন্যায় সংহিতায়। সোমবার দেশজুড়ে কার্যকর হয়েছে নতুন আইন। তার পরেই প্রকাশ্যে এল গুজরাতের নৃশংস গণপিটুনির ঘটনা। এক মুসলিম যুবককে পিটিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠল হিন্দু জনতার বিরুদ্ধে।

জানা গিয়েছে, মৃতের নাম সলমন ভোহরা। স্থানীয় একটি ক্রিকেট ম্যাচ দেখতে গিয়েছিলেন তিনি। অন্তত ৫ হাজার দর্শক ওই ম্যাচটি দেখতে গিয়েছিল বলে খবর। তার মধ্যে ছিলেন অন্তত ৫০০ মুসলিম। গোটা ম্যাচে মুসলিম খেলোয়াড়রা ভালো পারফর্ম করেন। তাতে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন স্থানীয় হিন্দুরা। খেলা চলাকালীনই জয় শ্রীরাম স্লোগান দিতে থাকেন।

অশান্তি চরমে ওঠে ম্যাচ শেষ হওয়ার পর। মৃতের কাকার দাবি, মদ্যপ অবস্থায় এক ব্যক্তি এসে ঝগড়া শুরু করেন সলমনের সঙ্গে। বাইক রাখা নিয়ে ঝামেলার সূত্রপাত। সেখান থেকেই হাতাহাতি শুরু হয় দুজনের মধ্যে। অভিযোগ, হাতাহাতি দেখে ওই এলাকায় ভিড় জমান বেশ কয়েকজন হিন্দু। তাঁরা সলমনকে মারধর করার জন্য উৎসাহ দিতে শুরু করেন।

সলমনের কাকা বলেন, অভিযুক্তরা কামড়ে সলমনের কান ছিঁড়ে নিয়েছিল। এমনভাবে তাঁর পেটে ছুরি দিয়ে আঘাত করা হয়, তাতে গুরুতরভাবে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায় সলমনের কিডনি। প্রবল মারের জন্য চোট লাগে কোমর এবং গলায়। আহত অবস্থায় সলমনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে অন্যত্র রেফার করা হলেও বাঁচানো যায়নি সলমনকে। গোটা ঘটনায় ৯ জনকে আটক করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

গত ২২ জুনের এই ঘটনার কথা প্রকাশ্যে আনেন হায়দরাবাদের সাংসদ আসাদউদ্দিন ওয়েইসি। তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে তুলে ধরেন গোটা ঘটনা। তাঁর দাবি, গোটা ঘটনায় অভিযুক্তদের মধ্যে রয়েছেন বিজেপি বিধায়কের ঘনিষ্ঠ এক ব্যক্তি। তাঁর নাম এফআইআর থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য পুলিশের উপর চাপ দেওয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যেই মৃতের পরিবারের সঙ্গে কথাও বলেছেন ওয়েইসি।

জুলাইতে নিট-পিজি

পরীক্ষার দু’ঘণ্টা আগে তৈরি হবে প্রশ্নপত্র

নয়াদিল্লি, ২ জুলাই: প্রশ্নফাঁসের ঝুঁকি এড়াতে অভূতপূর্ব বন্দোবস্ত হচ্ছে নিট-পিজিতে। পরীক্ষার মাত্র দু’ঘণ্টা আগে তৈরি হবে প্রশ্নপত্র। কেন্দ্রীয় সরকার এবং এনবিই (দ্য ন্যাশনাল বোর্ড অফ এডুকেশন)-এর সূত্রে এই খবর জানা গিয়েছে মঙ্গলবার। চলতি মাসেই নিট-পিজির আয়োজন হবে বলেও কয়েকটি সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত ওই খবরে জানানো হয়েছে।

মঙ্গলবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সাইবার অপরাধ দমন বিভাগের আধিকারিকদের বৈঠকের পরে প্রশ্নফাঁসের সম্ভাবনা এড়াতে পরীক্ষার দু’ঘণ্টা আগে প্রশ্নপত্র তৈরির সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে ওই খবরের দাবি। প্রসঙ্গত, গত ২৩ জুন স্নাতকোত্তর স্তরের ডাক্তারির প্রবেশিকা পরীক্ষা নিট-পিজি হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু আচমকাই ২৪ ঘণ্টা আগে তা স্থগিত হয়ে যায়। জল্পনা শুরু হয়, প্রশ্ন ফাঁস হওয়ার কারণেই পরীক্ষা স্থগিত করে দেওয়া হয়েছিল।

ঘটনাচক্রে, নিট-পিজির আয়োজক প্যানেল ‘দ্য ন্যাশনাল বোর্ড অফ এগ্‌জামিনেশন ইন মেডিক্যাল সায়েন্সেস’ ২১ জুন

ইরানের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট কে? প্রসিডেন্টের দৌড়ে নেই মহম্মদ মুখবার!

তেহরান, ২ জুলাই: ইব্রাহিম রাইসির পর কে? আপাতত ইরানে এই প্রশ্নটাই সবচেয়ে জোরাল হয়ে উঠেছে। গত মে মাসে হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান ইরানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট রাইসি। তাঁর মৃত্যুর পর মসনদে কে বসবেন, তা নিয়ে শুরু হয়েছে জোর টক্কর। প্রথম দফার নির্বাচনে নিষ্পত্তি হয়নি। বরং চরমপন্থী নেতা সাইদ জালিলির থেকে বেশি ভোট পেয়েছেন সংস্কারপন্থী নেতা পেজেস্কিয়ান। নতুন করে ভোটাভুটির প্রস্তুতি চলছে। ফলে প্রশ্ন উঠেছে, ইরানের সুপ্রিম লিডার আয়াতোল্লা আলি খামেনেইর একচ্ছত্রাধিপত্য কি আগের মতো নেই? তিনি কি আর সেদেশের ‘শেষ কথা’ নন?

প্রসঙ্গত, ইরানের সংবিধানের ১৩১ নম্বর ধারা অনুযায়ী, প্রেসিডেন্টের মৃত্যু হলে সাময়িকভাবে ফার্স্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট সেই পদের দায়িত্ব সামলাবেন। এর পর ৫০ দিনের মধ্যে নতুন প্রেসিডেন্টের জন্য নির্বাচন প্রক্রিয়া সেরে ফেলতে হবে। কিন্তু অন্তিম সিদ্ধান্ত রয়েছে ধর্মতান্ত্রিক রাষ্ট্র ইরানের সুপ্রিম লিডার আয়াতোল্লা আলি খামেনেইর হাতে। এক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

কিন্তু নির্বাচনেই দেখা গিয়েছে ত্রিশঙ্কু অবস্থা। গত ২৮ জুন একদফা ভোটপ্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় ইরানে। ইরানের নির্বাচনের নিয়ম অনুযায়ী জয়লাভ করার জন্য প্রার্থীকে ৫০ শতাংশ ভোট পেতে হবে। কিন্তু প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীদের কারও ঝুলিতেই সেই সংখ্যক ভোট পড়েনি। পেজেস্কিয়ান ৪২. ৫ শতাংশ ও জালিলি ৩৮. ৬ শতাংশ ভোট পেয়েছেন। ফলে আগামী ৫ জুলাই ফের একদফা নির্বাচন হবে ইসলামিক দেশটিতে। উল্লেখ্য, ইরানের ফার্স্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন মহম্মদ মুখবার। তিনি খামেনেইর খুব কাছের লোক বলেই পরিচিত। রাইসির মৃত্যুর পর পরবর্তী প্রেসিডেন্ট হিসাবে উঠে এসেছিল তাঁর নামই। কিন্তু এই নির্বাচনে প্রেসিডেন্টের দৌড়ে তিনি নেই।

আণবিক বোমা বহনে সক্ষম মিসাইলের পরীক্ষা সফল পিয়ংইয়ংয়ের

পিয়ংইয়ং, ২ জুলাই: একদিকে চলছে হামাস বনাম ইজরায়েল যুদ্ধ। অন্যদিকে জারি রয়েছে রাশিয়া ও ইউক্রেনের লড়াই। এর মাঝে চুপ বসে নেই উত্তর কোরিয়াও। নিজেদের সেনার শক্তি বাড়াতে ক্রমাগত ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা নিরিক্ষা চালিয়ে যাচ্ছে পিয়ংইয়ং। এবার মিসাইল প্রযুক্তিতে যোজন এগিয়ে গেল কিম জন উনের দেশ। কারণ হাতে ‘ব্রহ্মাস্ত্র’! কী সেই অস্ত্র? কয়েকদিন আগেই উত্তর কোরিয়া থেকে থেকে ঘুরে গিয়েছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। সেদেশের রাষ্ট্রপ্রধান কিম জনের সঙ্গে সামরিক চুক্তিও করেছেন পুতিন। আমেরিকার দাবি, দুদেশই অত্যাধুনিক হাতিয়ারের আদানপ্রদান করছে। এই আবহে সোমবার অতিবৃহৎ আণবিক বোমা বহনে সক্ষম মিসাইলের পরীক্ষা করেছে পিয়ংইয়ং। যা সফলও হয়েছে। মঙ্গলবার এমনটাই জানিয়েছে উত্তর কোরিয়ার সরকারি সংবাদ সংস্থা। জানা গিয়েছে, ওই একেকটি বোমার ওজন প্রায় ৪.৫ টন। যা বহুদূর পর্যন্ত আঘাত হানতে সক্ষম। সমর বিশ্লেষকদের মতে, আমেরিকা ও দক্ষিণ কোরিয়াকে চোখ রাঙিয়ে এই হাতিয়ার তৈরি করেছেন কিম। গত বছরের ডিসেম্বরে শত্রু দেশে পরমাণু হামলার হুমকি দিয়েছিলেন তিনি। তাঁর সাফ বার্তা ছিল, প্রতিপক্ষ যদি পরমাণু অস্ত্রের আস্ফালন করে ভয় দেখানোর চেষ্টা করে তাহলে আক্রমণ শানাতে পিছপা হবে না উত্তর কোরিয়া।

উল্লেখ্য, প্রতিপক্ষকে যোগ্য জবাব দিতে নিজেদের অস্ত্রাগার সম্প্রসারণ করছে উত্তর কোরিয়া। উন্নত যুদ্ধাস্ত্রের পরীক্ষা চলছে। এর মাঝেই কিমের দেশের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে জাপান, আমেরিকা ও দক্ষিণ কোরিয়ার যৌথ সামরিক মহড়া। এই ত্রিপাক্ষিক মহড়ার জন্য সাগরে একটি মার্কিন বিমানবাহী রণতরী মোতায়েন করা হয়েছিল। যার তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়েছিল পিয়ংইয়ংয়ের তরফে। এই পরিস্থিতিতে গত সপ্তাহে দুটি ব্যালিস্টিক মিসাইলের পরীক্ষা চালায় উত্তর কোরিয়া। বিশ্লেষকরা মনে করছেন, ওই সামরিক মহড়ার পালটা দিতেই এই ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ করেছিল কিমের দেশ। কিন্তু দক্ষিণ কোরিয়া বিবৃতি দিয়ে জানায়, উত্তর কোরিয়ার এই পরীক্ষা ব্যর্থ হয়েছে।

ইভিএমকে বিশ্বাস করতে পারব না, লোকসভায় দাবি অখিলেশের

লখনউ, ২ জুলাই: ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে কার্যতই বড় ধাক্কা খেয়েছে বিজেপি। সবচেয়ে হতাশাজনক ফলাফল হয়েছে উত্তরপ্রদেশে। যোগীরাজ্যে ইন্ডিয়া জোট পেয়েছে ৪৩টি আসন। যার মধ্যে অখিলেশ যাদবের দলের প্রার্থীরা জিতেছেন ৩৭টিতে। কিন্তু এর পরও লোকসভায় সমাজবাদী পার্টির সুপ্রিমো জানিয়ে দিলেন ইভিএমকে তিনি বিশ্বাস করেন না। এমনকি, তাঁর দলই ৮০টি আসনে জয়ী হলেও তাঁর বক্তব্য একই থাকত।

মঙ্গলবার লোকসভায় তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছে, ‘আমি ইভিএমকে গতকাল বিশ্বাস করতাম না। আজও করি না। এমনকী, যদি ৮০টি আসনেই আমি জিততাম তাহলেও ইভিএমকে বিশ্বাস করতাম না। ইভিএমের ইস্যুটা কিন্তু এখনও ফুরিয়ে যায়নি। এবং আমরা সমাজবাদীরা এবিষয়ে অনড়ই থাকব।’ সেই সঙ্গেই অগ্নিপথ প্রসঙ্গও উঠে আসে তাঁর মুখে। অখিলেশের দাবি, এমনকী সেনাবাহিনীতে যাঁরা কর্মরত তাঁরাও মনে করেন এই প্রকল্প জাতীয় নিরাপত্তার সঙ্গে আপস করছে! সাংসদের কথায়, ‘অগ্নিপথ ইস্যু উদ্বেগের। আমি একজন সেনা স্কুলের প্রাক্তনী।

ইজরায়েলি সেনার নিশানায় হামাসের টানেল, ১০০-র উপর জঙ্গি

জেরুজালেম, ২ জুলাই: গোটা গাজা ভূখণ্ড জুড়ে মাকড়সার জালের মতো ছড়িয়ে রয়েছে হামাস জঙ্গিদের সুড়ঙ্গ। গত আট মাস ধরে যুদ্ধে মাটির নিচের সেই ডেরাগুলো গুঁড়িয়ে দিচ্ছে ইজরায়েলি ফৌজ। এবার ইজরায়েলের প্রতিরক্ষা বাহিনীর তরফে জানানো হয়েছে, কয়েক কিলোমিটার দীর্ঘ হামাসের টানেল ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। সুড়ঙ্গে খতম করা হয়েছে ১০০-র উপর হামাস জঙ্গিকে।

উত্তর থেকে দক্ষিণ। হামাস জঙ্গিদের সমূলে নিধন করতে গোটা গাজা ভূখণ্ড গুঁড়িয়ে দিচ্ছে ইজরায়েলি ডিফেন্স ফোর্সেস (আইডিএফ)। জেহাদিদের ডেরা ধ্বংস করতে গাজার বিভিন্ন শহরের হাসপাতাল, শিক্ষাক্ষেত্র, ধর্মীয়স্থানগুলোতেও অভিযান চালাচ্ছে তেল আভিভ। মধ্য গাজায় মোতায়েন করা হয়েছে আইডিএফের ‘৯৯ ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশন’কে। এই বাহিনীর প্রধান কাজ হামাসের অস্ত্রভাণ্ডার, রকেট লঞ্চিং প্যাড, মাটির নিচের সুড়ঙ্গগুলোকে খুঁজে বের করা।

সংবাদ সংস্থা সূত্রে খবর, আইডিএফের এই বাহিনীর অভিযানে কয়েক কিলোমিটার দীর্ঘ টানেল ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছে। সেখানে নিহত হয়েছে শতাধিক হামাস জঙ্গি। পাশাপাশি একশোর উপর শতাধিক জঙ্গি পরিকাঠামোও ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। গত ৭ অক্টোবর থেকে গাজায় হামলা শুরুর পর মাটির নিচে হামাসের ডেরায় আক্রমণ শানাচ্ছে ইজরায়েল। বলে রাখা ভালো, গাজার ভূখণ্ডে মাটির ৮০ মিটার নিচে ছড়িয়ে রয়েছে হামাসের টানেল নেটওয়ার্ক, যার ব্যাপ্তি কয়েকশো কিলোমিটার। ওই সব সুড়ঙ্গের ভিতরে রয়েছে বাঙ্কার, হাতিয়ার ভাণ্ডার থেকে শুরু করে নানা ধরনের ফাঁদও। গাজার হাসপাতাল, মসজিদ, স্কুলের নিচে হদিস মিলেছিল ‘দ্য মেট্রো’ বা হামাসের সুড়ঙ্গ জালের। মাটির নিচের এই ডেরা থেকে বিভিন্ন হামাসের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চালানোর অভিযোগ তুলেছে ইজরায়েল। এদিকে, রবিবার মন্ত্রিসভায় বক্তব্য রাখার সময় ফের একবার নিজের অবস্থান স্পষ্ট করে দেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। তিনি সাফ জানিয়ে দেন, যতদিন আমাদের লক্ষ্যপূরণ হচ্ছে, আমরা এই লড়াই চালিয়ে যাব। হামাসকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করা, পণবন্দিদের দ্রুত দেশে ফিরিয়ে আনাই আমাদের লক্ষ্য। আর গাজা যাতে কোনওদিন আমাদের ইজরায়েলিদের জন্য বিপদ না হয়ে ওঠে তা আমরা সুনিশ্চিত করব। অন্যদিকে, ইজরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনীর দাবি, উত্তর গাজার শেজাজা অঞ্চলের একটি স্কুলে হামাসের অস্ত্রভাণ্ডারের হদিস মিলেছে।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

e-TENDER NOTICE
3 nos e-TENDER floated by Prodhan Bagberia Gram Panchayat, Dated: **01/07/2024**. Please see govt. Portal. Please visit go to website: **www.etender.gov.in**
Sd/- Prodhan
Bagberia Gram Panchayat, Chapra Block, Nadia.

OFFICE OF THE BANSPOLE GRAM PANCHAYAT (Under Habra II dev. Block)
1 nos e-Tender has been invited at Banspole Gram Panchayat, details are stated below **NIT no. 01/BGP/SBM(G)/2024-25 Dt. 01/07/2024** under SBM (G) fund Please visit the site: www.wbtenders.gov.in and office notice board of the undersigned, Bid submission start date **01/07/2024 at 15.30 PM** and Last date of Bid **submission:- 09/07/2024 up to 11.30 AM., Date & Time of opening bid 11/07/2024 at 11.30 AM.**
Sd/- Pradhan
Banspole Gram Panchayat

Publish Tender Notice
E-tender and one offline tender notices are hereby invited on behalf of Prodhan, Bahirgachi GP, Post Hat Bahirgachi, Dt.- Nadia vide **NIT No- 1(e)/ BGP /15 th CFC/2024-25 to 4(e)/ BGP /15 th CFC/2024-25 and 5/BGP/15CFC/2024-25** dated- **01.07.2024.** Details information are available in **www.etender. wb.nic.in** and Bahirgachi GP office.
Sd/- Prodhan
Bahirgachi Gram Panchayat
Bahirgachi, Hat Bahirgachi, Nadia

Office of the Prodhan
Juranpur Gram Panchayat
Domkal, Murshidabad
NIET NO : 01/15TH CFC/2024-25
Memo No :128/JGP/2024
1. Last Date Of Received Tender paper application up to **3 pm, 10/07/2024**
2. Date of issuing tender form on **12/07/2024, 1 pm to 4 pm**
3. Last date of submission of tender form **15/07/2024 up to 2 pm.**
For Details Contact With The Office Of The Undersigned At Any Working Days.
Sd/- Prodhan
Juranpur Gram Panchayat
Domkal, Murshidabad

TENDER NOTICE
Sealed Tender hereby invited vide **NIT No. 10 (niet) /KGP/2024 (1st call)** dated- **01/07/2024** Prodhan, Khargram Gram Panchayat, Khargram Block, Murshidabad for Schemes under PBG(SFC) Last Date of submission & sale of Tender Paper from **01/07/2024 up to 18hrs. to 10/07/2024 up to 18hrs.** Interested bidders may kindly visit GP notice board for details notice.
Sd/- Prodhan
Khargram Gram Panchayat

OFFICE OF THE
RANINAGAR-II GRAM PANCHAYAT
UNDER RANINAGAR-II DEVELOPMENT BLOCK KUPTALA, NABIPUR, RANINAGAR, PIN-742308
e-mail: raninagar2@gmail.com
NOTICE INVITING e-Tender
e-Tender are invited through online Bid System under Following Tender **(NIeT) No: 01/2024-25/Rani-II GP & 02/2024-25/Rani-II GP Dated:- 28/06/2024** The last date for online submission of tender is **16/07/2024 (Tuesday); up to 14:00 Hours.**
For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Golam Murtaja
(Prodhan, Raninagar-II G.P.)

Serampore-Uttarpara Panchayat Samity
21, Rabindrabhaban Road, Serampore, Hooghly, 712201
Notice Inviting e-Tender
e-Tender has invited by the Executive Officer, Serampore-Uttarpara Panchayat Samity vide **NIT No.: 02/SU/2024-25 & Memo No.: 513/SU, Date: 01.07.2024** for Construction of Masonry Covered Drain under Serampore-Uttarpara Panchayat Samity. Last date for submission of Tender: **10.07.2024 up to 03.00 PM. Tender ID No : 2024_ZPHD_704518_1 to 7**. For more details, visit **https://wbtenders.gov.in** & undersigned Office.
Sd/-,
Executive Officer
Serampore-Uttarpara Panchayat Samity

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001
NIeT- 38 to 42/2024-2025 & 269, 294 (2nd Call)/ 23-24
Dated. 02-07-2024
e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil & Electrical works at Murshidabad, Jalpaiguri, Coochbehar, Nadia, Bankura & North 24 Parganas District. Tender document may be downloaded from. **http://wbtenders.gov.in** Bid submission start date- **02-07-2024 and 03-07-2024 after 9.00 am.** Bid submission end date- **15-07-2024, 16-07-2024 & 23-07-2024 upto 3:00 pm**
Date: 02.07.2024 **Sd/- Executive Engiueer**

Nabastha-I Gram Panchayat
Ausha, Nabastha, Purba Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
e-Tender is invited from Reputed & Bonafied Tenderer vide **Memo No.: 181/N1GP & NIT No.: WB/BWN/N1. G.P./NIT-2/2024-25, Date: 01.07.2024** for 02 (Two) nos. scheme under **15th FC (Tied & Untied) Fund.** Bid Submission Start Date: **02.07.2024 from 04:30 PM.** Bid Submission Closing Date: **10.07.2024 up to 01:00 PM.** Bid Opening Date (Technical): **12.07.2024 at 02:00 PM.** For details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.
Sd/-
Prodhan
Nabastha-I Gram Panchayat

Gope Gantar-I Gram Panchayat
Gantar, Purba Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
e-Tender is invited from Reputed, Bonafied Tenderer for execution of 11 nos. different development works vide **e-NIT No.: WB/BWN/NIT-02/GG-I/SL.- 01 to 06 /2024-25 & Memo No.: GG-I/210/1-16, Tender ID : 2024_ZPHD_704217_1, 2, 3, 4, 5 & 6 and e-NIT No.: WB/BWN/NIT-03/GG-I/SL.- 01 to 05 /2024-25 & Memo No.: GG-I/211/1-16, Tender ID : 2024_ZPHD_704816_1, 2, 3, 4 & 5. Date: 01.07.2024.** Bid Submission Start Date (Online): **03.07.2024 at 04:30 PM.** Bid Submission Closing Date (Online): **11.07.2024 up to 05:30 PM.** Bid Opening Date for Technical Proposals: **15.07.2024 at 12.00 PM.** For detailed information visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.
Sd/-
Prodhan
Gope Gantar-I Gram Panchayat

কুমড়াপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত
কুমড়াপাড়া, মথুরাপুর-২, পঞ্চায়েত সমিতি
e-Mail- kumraparagp@gmail.com
কুমড়াপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষে প্রধান এলাকার বিভিন্ন কাজের জন্য (15th FC) E-Tender
NIT-01/2024-25, NIT-02/2024-25
বিস্তারিত তথ্য জানার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে যোগাযোগ করুন।
স্বা/- প্রধান
কুমড়াপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত

আমমোক্তারনামা
আমরা মক্কেলদের নির্দেশে ও তাদের পক্ষে- ১) শ্রীমতী রেখারানী মাল, স্বামী শ্রী অজিত মাল, সাকিম-গ্রাম-নস্করপুর(কামারপাড়া) পোঃ বিঘাটি, থানা সিঙ্গুর, জেলা হুগলী, পিন-৭১২১২৪, ২) শ্রীমতি গঙ্গারানী ঘোষ, স্বামী শ্রী নিতাই ঘোষ, সাকিম-শিকারপুর, পোঃ ভাগীরথী শিল্পাশ্রম, থানা-কল্যানী, জেলা-নদীয়া, পিন-৭৪১২২৪, ৩) শ্রীমতী পার্বতী ঘোষ, স্বামী মৃত বৃন্দাবন ঘোষ সাকিম-শান্তিপুর সেনপাড়া লেন, পোঃ ও থানা শান্তিপুর, জেলা-নদীয়া, পিন-৭৪১৪০৪, ৪) শ্রীমতী গীতা ঘোষ, স্বামী শ্রী জয়দেব ঘোষ, সাকিম-জালুইডাঙা, পোঃ সমুদ্রগড়, থানা-পূর্বস্থলী, জেলা-বর্দ্ধমান, পিন-৭১৩৫১৯, ৫) শ্রীমতী সরস্বতী ঘোষ স্বামী-মৃত নির্মল ঘোষ, সাকিম-গ্রাম-গোবিন্দপুর, পোঃ দিয়াড়া, থানা সিঙ্গুর, জেলা হুগলী, পিন-৭১২৪০৬, ৬) শ্রীমতি পূর্নিমা দত্ত, স্বামী শ্রী অজয় দত্ত, সাকিম-গ্রাম ও পোঃ বেড়াবেরী, থানা সিঙ্গুর, জেলা হুগলী, পিন-৭১২৪০৭। বিগত গত ইং ২২.০৭.২০১৫ এ.ডি.এস.আর. চন্দননগর অফিসে ৪ নং। বহির ০৬০৪০০২৩৮ নং আমমোক্তার দলিলমুলে ১) শ্রী কার্ত্তিক ঘোষ, ও ২) শ্রী রবীন্দ্র নাথ ঘোষতে যথা আমাদিগকে, ৬ ভাতৃগন ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। উক্ত আমমোক্তার অনুযায়ী যার তপশীল জেলা হুগলী, থানা পোলবা, মৌজা সোনাটিকরী, জে.এল. ৩৪, খতিয়ান নং. ১২৬, আর.এস. অ্যান্ড এল.আর. দাগ নং. ৫৬৫, ৩৩ দুই দাগে মোট ০.৪৫০ একর এবং জেলা হুগলী, থানা পোলবা, মৌজা গোপালনগর, জে.এল. ৩৫, খতিয়ান নং. ৮৪, আর.এস. অ্যান্ড এল.আর. দাগ নং. ২৫৩, ২৫৫, ৩৮৮, ৩৮৯ ও ১৬৫ পাঁচ দাগে মোট ০.৮৮৫ একর আমমোক্তারনামা সম্পত্তির পরিমান হইতেছে।
উপরোক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমরা বিগত গত ইং ০৪.১০.২০২১ ডি.এস.আর.-১ হুগলী অফিসে ১ নং বহির ০৬০১০৮৭১৬ নং বিক্রয় দলিলমুলে ৩০.৫ শতক জমি আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং ১৬৫ ও ৩৮৮, খতিয়ান নং ৮৪, জেলা হুগলী, থানা পোলবা, মৌজা গোপালনগর, জে.এল. ৩৫, হইতে ক্রেতা শতাব্দী ঘোষ, পিতা শ্রী রবীন্দ্র নাথ ঘোষ, সাকিম-চাঁদনী বেনেপুকুর পশ্চিম, পোঃ ও থানা চন্দননগর, জেলা হুগলী, পিন-৭১২১৩৬ কে বিক্রয় করিয়াছি।
এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, কাহারো যদি কোনো আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করবেন প্রকাশের দিন থেকে ১ মাসের মধ্যে। (বি.এল. অ্যান্ড এল.আর.ও. পোলবা-দাদপুর ব্লক)
ইতি,
১) শ্রী কার্ত্তিক ঘোষ, পিতা মৃত নারায়নচন্দ্র ঘোষ, সাকিম-গ্রাম-সোনাটিকরী, পোঃ আকনা, থানা পোলবা, জেলা হুগলী, পিন-৭১২১৪৮ ও ২) শ্রী রবীন্দ্র নাথ ঘোষ, পিতা মৃত নারায়নচন্দ্র ঘোষ, সাকিম-চাঁদনী বেনেপুকুর পশ্চিম, পোঃ ও থানা চন্দননগর, জেলা হুগলী, পিন-৭১২১৩৬।
Bireshwar Bhadra
Advocate, Chandernagore Court
(Regn. No. F/742/900/08)

EKDIN, VOL. 18, ISSUE NO. 24, KOLKATA, WEDNESDAY
3 JULY 2024, PAGE 8

আজ দেশে ফিরছেন ভুবনজয়ীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি: ঘূর্ণিঝড়ে বার্বাডোজে আটকে থাকা ভারত ক্রিকেট দল অবশেষে দেশের উদ্দেশে রওনা দিতে পারছে। স্থানীয় সময় মঙ্গলবার সন্ধ্যায় একটি চার্টার ফ্লাইটে বার্বাডোজ ছাড়ার কথা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপজয়ী ভারত দলের।

গত শনিবার দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ফাইনাল জেতার পর রোববার এমনিতেও বার্বাডোজ থাকার কথা ছিল ভারতের। কারণ, ওই দিন ছিল ফাইনালের আনুষ্ঠানিক রিজার্ভ ডে। তবে এরই মধ্যে ঘূর্ণিঝড় 'বেরিল' ধেয়ে আসায় ভ্রমণসংক্রান্ত পরিকল্পনা বদলাতে হয় দলটির।

প্রাথমিকভাবে বাণিজ্যিক ফ্লাইটে বার্বাডোজ থেকে নিউইয়র্ক, এরপর দুবাই হয়ে ভারতে ফেরার কথা ছিল রোহিত শর্মা-বিরাট কোহলিদের। তবে এখন চার্টার ফ্লাইটে সরাসরি দেশে ফিরবেন তাঁরা। বিশ্বকাপজয়ী দল, তাঁদের পরিবার, কোচিং স্টাফ, বিসিসিআইয়ের কর্মকর্তাসহ প্রায় ৭০ জনের বহর আটকে পড়েছিল 'ক্যাটাগরি ফোর' বা চতুর্থ শ্রেণির 'অত্যন্ত বিপজ্জনক' ওই ঘূর্ণিঝড়ে। বার্বাডোজের বিমানবন্দরও অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।

বার্বাডোজের প্রধানমন্ত্রী মিয়া মটলি বলেন, শিগগির বিমানবন্দরটি খুলে দেওয়ার আশা প্রকাশ করছেন তাঁরা। পিটিআইকে তিনি বলেন, 'আগবাড়িয়ে কিছু বলতে চাই না। কিন্তু আমি বিমানবন্দর কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছি এবং তারা তাদের শেষ মুহূর্তের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে। জরুরি ভিত্তিতে আমরা স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা শুরু করে দিতে চাই।'

মটলি বলেন, 'গতকাল রাতে বা আজ বা আগামীকাল বেশ কয়েকজনের (বার্বাডোজ) ছাড়ার কথা ছিল। আমরা তাদের সেই সুযোগ করে দেওয়ার চেষ্টা করে দিতে চাই। ফলে অনুমান করছি, আগামী ৬ থেকে ১২ ঘণ্টার মধ্যে বিমানবন্দর খুলে যাবে।'

স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ছয়টায় ভারত দলের ব্রিজটাউন ছাড়ার কথা আছে। আগামীকাল ভারতের স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৭টা ৪৫ মিনিটে দিল্লি পৌঁছানোর কথা তাদের। এরপর সেখানে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বিশ্বকাপজয়ী দলকে সংবর্ধনা দিতে পারেন। যদিও সেটি এখনো চূড়ান্ত হয়নি।

অবশ্য ব্রিজটাউন ছাড়ার ক্ষেত্রে ভারত দলের হাতে খুব বেশি সময় নেই। কারণ, প্রধানমন্ত্রী মটলি জানিয়েছেন, বুধবার আরেকটি ঘূর্ণিঝড় দ্বীপদেশটির দিকে ধেয়ে আসছে। প্রায় তিন লাখ জনসংখ্যার দেশটিতে রোববার সন্ধ্যা থেকেই লকডাউন চলছে।

মটলি বলেন, 'বার্বাডিয়ান এবং অবশ্যই যাঁরা ক্রিকেট বিশ্বকাপে এসেছেন;বার্বাডোজে সবাই যাতে নিরাপদ থাকে, সেটি নিশ্চিত করতে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। আমরা খ বই সৌভাগ্যবান যে ঝড়টি আমাদের দ্বীপে আসেনি। ঘূর্ণিঝড়টি আমাদের থেকে ৮০ মাইল দক্ষিণে ছিল, যাতে ক্ষয়ক্ষতি সীমিত আকারের হয়েছে। যেমনটি দেখতে পাচ্ছেন, অনেক অবকাঠামো ও সামুদ্রিক সম্পদ অনেক বাজেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে এটি আরও খারাপ হতে পারত। এখন পুনর্গঠনের সময়।'

ভারত বিশ্বকাপের মূল ও রিজার্ভ স্কোয়াডে থাকা ক্রিকেটারদের মধ্যে রিংকু সিং, যশস্বী জয়সোয়াল, শিবম দুবে, খ লিল আহমেদ ও সঞ্জু স্যামসনের পাঁচ ম্যাচ সিরিজের জন্য জিম্বাবুয়ে সফরে যাওয়ার কথা ছিল। তবে স্যামসন, দুবে ও জয়সোয়াল দলের সঙ্গে দিল্লি ফিরে এরপর জিম্বাবুয়ে যাবেন। ৬ জুলাই শুরু হবে সিরিজটি।

ডুরান্ড কাপ শুরু ২৭ জুলাই যুবভারতীতে ফাইনাল ৩১ অগস্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি: এই বছরও ডুরান্ড কাপ দিয়ে শুরু হতে চলেছে দেশের ফুটবল মরসুম। ২৭ জুলাই থেকে শুরু হবে ডুরান্ড কাপ। কলকাতা-সহ দেশের চারটি শহরে হবে প্রতিযোগিতা। অংশ নেবে ২৪টি দল। ৩১ অগস্ট হবে প্রতিযোগিতার ফাইনাল।

এ বার কলকাতার পাশাপাশি কোকরাঝাড়, শিলং ও জামশেদপুরে হবে ডুরান্ড কাপের ম্যাচ। জামশেদপুর ও শিলংয়ে এ বারই প্রথম ডুরান্ড কাপের ম্যাচ হবে। কোকরাঝাড়ে গত বারও প্রতিযোগিতা হয়েছিল। গত পাঁচ বছর ধরে কলকাতায় হচ্ছে ডুরান্ড কাপের ম্যাচ। এ বার কলকাতার যুবভারতী স্টেডিয়ামে হবে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন।

২৪টি দলের মধ্যে রয়েছে আইএসএলে খেলা ১৩টি দল। আইলিগে খেলা চারটি দলও খে লবে ডুরান্ডে। রাজ্যের লিগ থেকে দু'টি, সেনাবাহিনী থেকে তিনটি ও বিদেশি দু'টি দল অংশ নেবে ডুরান্ড কাপে। এই ২৪টি দলকে ছ'টি গ্রুপে ভাগ করা হবে। কোন গ্রুপে কোন

দল থাকবে তা এখনও জানা যায়নি। আগামী তিন-চার দিনের মধ্যে সেই গ্রুপ বিন্যাস হয়ে যাওয়ার কথা।

গ্রুপ পর্যায় ও নক আউট মিলিয়ে মোট ৪৩টি ম্যাচ হবে। ছ'টি গ্রুপের মধ্যে কলকাতায় হবে তিনটি গ্রুপের খেলায়। বাকি তিনটি মাঠের প্রতিটিতে একটি করে গ্রুপের খেলা হবে। ছ'টি গ্রুপের শীর্ষে থাকা দল সরাসরি কোয়ার্টার ফাইনালে যাবে। সেরা দ্বিতীয় স্থানে থাকা দু'টি দলও জায়গা করে নেবে শেষ আটে।

গত বার ফাইনালে ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়ে রেকর্ড ১৭তম ডুরান্ড জিতেছিল মোহনবাগান। মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল ছাড়া মহমেডান স্পোর্টিংও খেলবে এ বারের প্রতিযোগিতায়।

ডুরান্ড কাপের ম্যাচ টেলিভিশনে সরাসরি দেখা যাবে সোনি স্পোর্টস চ্যানেলে। এ ছাড়া ডিজিটাল মাধ্যমে খেলা দেখা যাবে সোনি লিভ অ্যাপে।

'আমি জানি, দড়িতে পা লাগেনি', মিলারের ক্যাচ নিয়ে সূর্যকুমার

নিজস্ব প্রতিনিধি: ৩০ বলে ৩০; হাইনরিখ ক্লাসেনের ঝড়ের পর শেষ ৫ ওভারে দক্ষিণ আফ্রিকার শিরোপা জয়ের হিসাব দাঁড়িয়েছিল এ রকম। আরও একবার চাপের কাছে ভেঙে পড়ে সহজ এই হিসাবও মেলাতে পারেনি প্রোটিয়ারা। এ ছাড়া আছে ফাইনালের মঞ্চেই বিরাট কোহলির ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প। আছে আরও একবার যশপ্রীত বুমরার রোবোটিক বোলিং!

সবকিছুর পরও এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনাল শেষে কথা হচ্ছে একটি ক্যাচ নিয়ে। হার্দিক পান্ডিয়ার করা ম্যাচের শেষ ওভারের প্রথম বলে সীমানাদড়ির ওপর থেকে ছোঁ মেরে ডেভিড মিলারের সেই ক্যাচ নিয়েছেন সূর্যকুমার যাদব।

অনেকের মতেই সূর্যকুমারের নেওয়া ওই ক্যাচই গড়ে দিয়েছে ম্যাচের ভাগ্য। শেষ ওভারে জয়ের জন্য দক্ষিণ আফ্রিকার প্রয়োজন ছিল ১৬ রান। মিলারের ওই শট ক্যাচ না হয়ে ৬ হলে ম্যাচের ফল অন্য রকম হতেও পারত। তখন যে শেষ ৫ বলে ১০ রান লাগত প্রোটিয়াদের।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য সে রকম কিছু হয়নি। দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৭ রানে হারিয়ে নিজেদের ইতিহাসে দ্বিতীয়বারের মতো টি-টোয়েন্টি শিরোপা জিতেছে ভারত। কিন্তু ভারতের শিরোপা জয়ের পর সূর্যকুমারের ক্যাচ নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে উঠেছে বিতর্ক। টিভি রিপ্লে দেখে তৃতীয় আম্পায়ার ক্যাচটিকে বৈধ ঘোষণা করলেও অনেকেই মনে করছেন, সূর্যকুমারের পা লেগে গিয়েছিল বাউন্ডারির

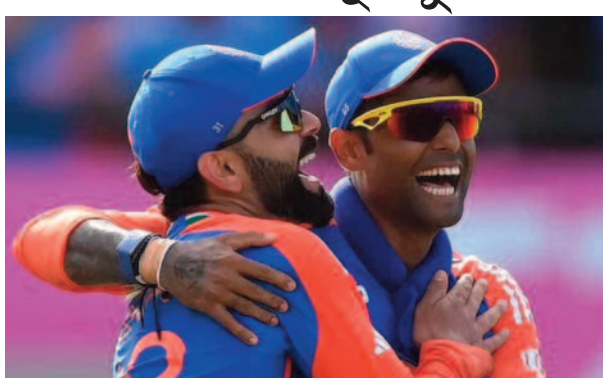

দড়িতে।

ক্যাচটি নিয়ে অবশ্য ম্যাচ শেষে নিজের উচ্ছ্বাসের কথা বলেছিলেন সূর্যকুমার। এবার তিনি কথা বললেন এটা নিয়ে ওঠা বিতর্কের বিষয়ে। ভারতের পত্রিকা ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসকে সূর্যকুমার বলেছেন, তিনি জানেন যে তাঁর পা দড়ি স্পর্শ করেনি।

ক্যাচটি নিয়ে বলতে গিয়ে সেই মুহূর্ত সূর্যকুমার তুলে ধরেছেন এভাবে, 'রোহিত ভাই সাধারণত লং-অনে ফিল্ডিং করেন না। কিন্তু সেই সময় তিনি সেখানে ছিলেন। তাই বলটি যখন আসছিল আমি এক সেকেন্ডের জন্য তাঁর দিকে তাকাই, তিনিও আমার দিকে তাকিয়েছিলেন। আমি দৌড়াতে শুরু করি, লক্ষ্য ছিল ক্যাচটি নেওয়া। তিনি (রোহিত) কাছে থাকলে, বল তাঁর দিকে ছুড়ে দিতাম। কিন্তু তিনি কাছাকাছি ছিলেন না। এরপর ৪ বা ৫ সেকেন্ডে যা ঘটেছে, আমি সেটা ব্যাখ্যা করতে পারব না।'

কিন্তু ক্যাচটি কি ঠিক ছিল বা ক্যাচটি সূর্যকুমারের পা কি বিজ্ঞাপনের কুশনে লেগেছিল? টিভি রিপ্লেতে এটা অতটা স্পষ্ট হয়নি। এ নিয়ে সূর্যকুমার বলেছেন, 'আমি যখ ন বলটি মাঠের ভেতরে ঠেলে দিই এবং ক্যাচটি নেই, আমি জানি; আমার পা দড়ি স্পর্শ করেনি। আমি শুধু একটা জিনিস নিয়েই সতর্ক ছিলাম, পা যেন দড়িতে না লাগে। আমি জানতাম, এটা সঠিক ক্যাচ।'

সূর্যকুমার এরপর যোগ করেন, 'যেকোনো কিছুই ঘটতে পারত। বলটি যদি ৬ হয়ে যেত, সমীকরণটি ৫ বলে ১০ রানের দাঁড়াত। এরপরও হয়তো আমরা জিততাম। কিন্তু জয়ের ব্যবধানটা কম হতে পারত।' এমন একটি ক্যাচ যে হঠাৎ করেই ধরে ফেলেছেন, তা নয়। এর জন্য যে অনেক অনুশীলন করেছেন, সেটিও বললেন সূর্যকুমার, 'যে ক্যাচটি আমি নিয়েছি, এটা বিভিন্ন মাঠে বাতাসের ওপর নির্ভর করে অনুশীলন করেছি।'

ফাইনালের আগের দিনও ভারতের খেলোয়াড়েরা এমন ক্যাচের অনুশীলন করেছেন বলে জানিয়েছেন সূর্যকুমার।

'সবচেয়ে শক্তিশালী মানুষেরও খারাপ দিন আসে': রোনালদো

নিজস্ব প্রতিনিধি: ইয়ান অবলাক যখ ন ম্যাচের অতিরিক্ত সময়ে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর পেনাল্টিটি ঠেকিয়ে দিলেন, তখন পর্তুগিজ তারকার স্বপ্ন দুঃস্বপ্নে পরিণত হওয়ার পথে। কান্নায় ভেঙে পড়লেন তিনি।

ম্যাচের পর পর্তুগিজ গণমাধ্যমকে রোনালদো জানান, এটিই তাঁর শেষ ইউরো। স্লোভেনিয়ান গোলকিপার অবলাক পেনাল্টি ঠেকিয়ে দেওয়ার পর রোনালদো হয়তো ভেবেছিলেন, শেষ ইউরো টুর্নামেন্টে তাঁকে এভাবেই বিদায় নিতে হবে! হাঁটু মুড়ে তিনি দুই হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়লেন মাঠে। কাঁদছিলেন শিশুর মতো। তাঁর সতীর্থরা সবাই ছুটে যান তাঁর দিকে, সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষা যেন খুঁজে পাচ্ছিলেন না তাঁরাও।

ওই সময় মনে হচ্ছিল, স্লোভেনিয়া কি ইউরোর অন্যতম বড় একটা চমক উপহার দিতে যাচ্ছে? রোনালদোর পর্তুগালকে হারিয়ে স্লোভেনিয়া কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলে সেটি ইতিহাসই গড়ে ফেলত। রোনালদো যখন পেনাল্টি মিস করলেন, তখন অনেকেই ভেবেছিলেন, রোনালদো নিজেও ভেবেছিলেন, তাঁর মতো একজন কিংবদন্তির ক্যারিয়ারটা দেশের জার্সিতে শেষ হতে চলেছে সম্ভব নিষ্ঠুরতম উপায়ে।

কাল স্লোভেনিয়া ও পর্তুগালের মধ্যকার ইউরোর শেষ ষোলোর ম্যাচটি নির্ধারিত সময়ে ছিল গোলশূন্য। অতিরিক্ত সময়ের ১৫তম মিনিটে পর্তুগাল পেনাল্টি পেয়েছিল। কিন্তু রোনালদো গোল করতে ব্যর্থ হলেন। যদিও টাইব্রেকারে শেষ পর্যন্ত পর্তুগাল

জিতে হাসি ফোটাতে পেরেছে রোনালদোর মুখে। টাইব্রেকারে অবশ্য প্রথম শটটা রোনালদোই নিয়েছিলেন। সেটি থেকে গোল করেন। পর্তুগাল জিতেছে অবশ্য গোলকিপার দিয়োগো কস্তার দৃঢ়তায়। টাইব্রেকারে স্লোভেনিয়ার তিনটি শট ঠেকিয়ে দেন তিনি।

কোয়ার্টার ফাইনালে পর্তুগালকে অবশ্য বড় পরীক্ষাই দিতে হবে। তাদের প্রতিপক্ষ ফ্রান্স। ২০১৬ ইউরোতে ফাইনালে এই ফ্রান্সকে হারিয়েই শিরোপা জিতেছিল পর্তুগাল। টাইব্রেকারে জেতার পর রোনালদো আবারও কেঁদেছেন। সেটি আনন্দে।

রোনালদো গণমাধ্যমকে বলেন, 'মানসিকভাবে সবচেয়ে শক্তিশালী মানুষেরও খারাপ দিন আসে। দল যখন আমার কাছ থেকে কিছু চাচ্ছে, তখন আমি পতনের তলানিতে। প্রথমে কষ্টের কান্না, এরপর আনন্দের। একই ম্যাচে আমার দুই অনুভূতি হলো, আনন্দ ও দুঃখ। তবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো আনন্দটা উপভোগ করা। সতীর্থরা দুর্দান্ত খে লেছে। আমরা ম্যাচের শেষ পর্যন্ত লড়েছি। জয়টা আমাদের প্রাপ্য ছিল। কারণ, আমরা পুরো ম্যাচেই ভালো খেলেছি।'

দায়িত্ব ছাড়তে চাইলেও রোহিতের কল পেয়ে সিদ্ধান্ত বদলেছিলেন দ্রাবিড়

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত নভেম্বরে ওয়ানডে বিশ্বকাপের পরই ভারত জাতীয় দলের প্রধান কোচের পদ থেকে সরে যেতে চেয়েছিলেন রাহুল দ্রাবিড়। তবে অধিনায়ক রোহিত শর্মার কল পেয়ে সে সিদ্ধান্ত বদলে চুক্তি নবায়ন করেন। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ের পর রোহিতকে তাই আলাদা করে ওই ফোনকলের জন্য ধন্যবাদও জানিয়েছেন ভারতের সদ্য বিদায়ী প্রধান কোচ।

ওয়ানডে বিশ্বকাপ দিয়ে দ্রাবিড়ের সঙ্গে ভারতের ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) দুই বছরের প্রাথমিক চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছিল। দেশের মাটিতে ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হারের পর আর চুক্তি নবায়ন করতে চাননি দ্রাবিড়। তবে তিনি নিজের সে মনোভাব বদলান রোহিতের কল পাওয়ার পর। ব্রিজটাউনে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারানোর পর দলের উদ্দেশে দেওয়া বক্তব্যে দ্রাবিড় নিজেই জানিয়েছেন এমন।

বিসিসিআইয়ের প্রকাশিত এক ভিডিওতে দ্রাবিড়কে রোহিতের উদ্দেশে বলতে শোনা যায়, 'রো (রোহিত), নভেম্বরে আমাকে ওই কল করার জন্য এবং চালিয়ে যেতে বলার জন্য অনেক ধন্যবাদ। তোমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে কাজ করতে পারাটা আনন্দের ও সৌভাগ্যের ছিল। কিন্তু রো, এ সময়ের জন্য ধন্যবাদ। অনেক সময় আমাদের কথা বলতে হয়েছে, আলোচনা করতে হয়েছে, একমত পোষণ করতে হয়েছে, মাঝেমধ্যে দ্বিমতও হয়েছে। তবে তোমাকে অনেক ধন্যবাদ।'

জাতীয় দলের দায়িত্ব পালনের সময় টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে

২০২৩ সালে আইসিসি ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ও বিশ্বকাপেও ভারত দলকে ফাইনালে তোলেন দ্রাবিড়। দুটি ফাইনাল হারার পর অবশেষে শিরোপা জেতার পর দ্রাবিড় বলেছেন, 'আমি সাধারণত ভাষা হারিয়ে ফেলি না। কিন্তু আজকের মতো দিনে, এমন কিছুর অংশ হতে পেরে আসলে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই;আমাকে, আমার কোচিং ও সাপোর্ট স্টাফকে সবাই যে সম্মান দেখিয়েছে, সদ্ভাব দেখিয়েছে, যে প্রচেষ্টা দেখিয়েছে।'

শিরোপা জয়ের উপলক্ষ উপভোগ করার পরামর্শও দেন দ্রাবিড়, 'সবাই এ মুহূর্তকে মনে রাখ বে। আমরা সব সময় বলি, রান করা বা উইকেট পাওয়াটা ব্যাপার নয়। তোমরা নিজেদের ক্যারিয়ার মনে রাখবে না, কিন্তু এমন মুহূর্তগুলো মনে রাখবে। ফলে চলো সত্যিকার অর্থেই এটি উপভোগ করি।'

এবার শিরোপা জিতলেও দ্রাবিড় যে আর কোচ হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন না, সেটি জানিয়ে দিয়েছেন আগেই। ভবিষ্যৎ কোচ হিসেবে দুজনের সংক্ষিপ্ত তালিকাও করে ফেলেছে বিসিসিআই। দ্রাবিড়ের উত্তরসূরি হওয়ার ক্ষেত্রে এগিয়ে আছেন সাবেক ওপেনার ও কলকাতা নাইট রাইডার্সের মেন্টর গৌতম গম্ভীর।

এদিকে বিসিসিআইয়ের সেক্রেটারি জয় শাহ জানিয়েছেন, আগামী জুলাইয়ে ভারতের শ্রীলঙ্কা সফরের আগেই নতুন কোচের নাম ঘোষণা করা হবে। তার আগে জিম্বাবুয়ে সফরে দ্বিতীয় সারির একটি দলের কোচের দায়িত্বে থাকবেন ভিভিএস লক্ষ্মণ। ৬ জুলাই থেকে শুরু হবে ৫ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ।

শরণার্থী দল হিসেবে খেলতে চান আফগান নারী ক্রিকেটাররা

নিজস্ব প্রতিনিধি: টেস্ট খেলুড়ে দেশগুলোর মধ্যে আফগানিস্তানের কোনো নারী ক্রিকেট দল নেই এই মুহূর্তে। ২০২১ সালে দেশটিতে তালেবান শাসন ফিরে আসার পর সরকারিভাবে নারী ক্রিকেট দল বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়। এখন আফগানিস্তানের নারী ক্রিকেটাররা ক্রিকেটের সর্বোচ্চ সংস্থা আইসিসির কাছে ক্রিকেটে ফেরার আকুতি জানিয়েছে।

আফগানিস্তানের নারী ক্রিকেটারদের আবেদন আইসিসি যেন তাঁদের অস্ট্রেলিয়া-ভিত্তিক শরণার্থী দল হিসেবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলার সুযোগ করে দেয়।

আফগানিস্তানের পুরুষ ক্রিকেট দল দেশটিতে সমাদৃত। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ক্রিকেট বিশ্বে মনোযোগের কেন্দ্রে উঠে আসতে পেরেছে তারা। টেস্ট ক্রিকেটে 'হাঁটি হাঁটি পা পা' হলেও সীমিত ওভারের ক্রিকেটে আফগানিস্তান পুরুষ ক্রিকেট দল এরই মধ্যে জায়ান্ট কিলার হিসেবে নিজেদের চিনিয়েছে। এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সেমিফাইনালে উঠে আফগানিস্তান ক্রিকেট দল উন্নতিরও প্রমাণ দিয়েছে। কিন্তু কট্টরপন্থী তালেবান শাসন ফেরার পর নারীদের অন্যান্য অধিকার খ র্বের মতোই আফগানিস্তানের তালেবান সরকার সব খেলার নারী উইং বন্ধ করে দেয়।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে আফগানিস্তান পুরুষ ক্রিকেট দলের সাফল্যের পর দেশটির নারী ক্রিকেটারদের অধিকার নিয়ে আলোচনা আবারও নতুন মোড় নিয়েছে। অথচ আইসিসির নিয়ম অনুযায়ী, টেস্ট খেলুড়ে দেশ হিসেবে আফগানিস্তানেরও একটি নারী ক্রিকেট দল থাকা বাধ্যতামূলক।

তালেবান সরকার যখন নারী ক্রিকেট দল বাতিল করে দেয়, তখ নই আফগানিস্তানকে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে নিষিদ্ধ করার দাবি উঠেছিল। কিন্তু আইসিসি সেই দাবি উপেক্ষা করে আসছে তিন বছর ধরেই।

তালেবান শাসন ফিরে আসার আগে দেশটিতে নারী ক্রিকেটের চর্চা শুরু হয়েছিল। আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে নারী ক্রিকেটাররা চুক্তিবদ্ধও হয়েছিলেন। সেই ক্রিকেটাররাই সম্প্রতি আইসিসিকে একটি খোলা চিঠি লিখে নিজেদের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফেরার আকুতিটা জানিয়েছে।

চিঠিতে রশিদ খানের নেতৃত্বাধীন আফগান পুরুষ ক্রিকেট দলকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে ওঠার জন্য অভিনন্দন জানিয়েছেন নারী ক্রিকেটাররা। সেখানে তাঁরা লিখে ছেন, 'আমরা আফগানিস্তানের চুক্তিভুক্ত নারী ক্রিকেটাররা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে ওঠায় রশিদ খানের নেতৃত্বাধীন পুরুষ ক্রিকেট দলকে

অভিনন্দন জানাই। আমরা তাঁদের অর্জনে গর্বিত। তবে দুঃখ এটিই, আমরা নারী ক্রিকেটার হওয়াতে দেশের হয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অংশ নিতে পারছি না। আমরা ক্রিকেটের সর্বোচ্চ সংস্থা আইসিসিকে অস্ট্রেলিয়াতে আমাদের একটি শরণার্থী ক্রিকেট দল গঠনের অনুরোধ জানাচ্ছি। যে দলটি ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার ইস্ট এশিয়ান ক্রিকেট কার্যালয়ের মাধ্যমে পরিচালিত হবে। এই দলটির মাধ্যমে আমরা পুরুষ ক্রিকেটারদের মতোই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে দেশের সকল নারীদের প্রতিনিধিত্ব করতে চাই। যেটি আমরা দেশে থেকে করতে পারছি না।'

আফগানিস্তানের নারী ক্রিকেটাররা অবশ্য জানেন, আফগানিস্তান জাতীয় নারী ক্রিকেট দল হিসেবে তাদের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রতিনিধিত্ব করার কোনো সুযোগ নেই। তবে আইসিসির কাছে তাঁরা আবেদন জানিয়েছে, দেশহীন ক্রিকেট দল হিসেবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলার সুযোগ করে দেওয়ার। ২০২১ সালে আফগানিস্তানে তালেবান সরকার আসার পর দেশটির নারী ক্রিকেটারদের প্রায় সবাই দেশ ত্যাগ করেন। এর একটা বড় অংশ বসবাস করছেন অস্ট্রেলিয়ায়। সেখানে ক্লাব ক্রিকেটে খেলছেন তাঁরা।

চিঠিতে আফগান নারী ক্রিকেটাররা আরও লিখেছেন, 'আমাদের লক্ষ্য এই শরণার্থী দলটির মধ্য দিয়ে সারা পৃথিবীর সামনে আমরা আমাদের প্রতিভার প্রমাণ রাখব। এর মধ্য দিয়ে আফগানিস্তানে বসবাস করা নারীদের আশার আলো দেখাব। আফগানিস্তানে নারীদের প্রতি কী অমানবিক আচরণ হচ্ছে, সেটি দুনিয়ার সামনে তুলে ধরব। আমরা আফগানিস্তান পুরুষ দলের মতোই সর্বোচ্চ পর্যায়ে খেলার যোগ্যতা রাখি।'

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**